নগর সংস্করণ

মঙ্গলবার

১ অক্টোবর ২০২৪

১৬ আশ্বিন ১৪৩১, ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

৮ পৃষ্ঠার নকশাসহ মোট ২৪ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২০

প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায় ৬ কমিশন

সংস্কার কমিশন

আজ-কালের মধ্যেই প্রজ্ঞাপন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরেক দফা আলোচনার কথা বললেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব।

- নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার।
- পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন।
- বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান।
- দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান।
- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী।
- সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছয় সংস্কার কমিশন শিগগিরই কাজ শুরু করবে। কমিশনগুলোর প্রধানদের নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। সদস্যদের নামও প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। আজ-কালের মধ্যেই কমিশন গঠনের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হবে। সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে সংস্কার কমিশনগুলো পুরোদমে কাজ শুরুর আগে অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। খুব দ্রুতই এ আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, কমিশনের কাজ মঙ্গলবার থেকে শুরু করার কথা। কিন্তু সিদ্ধান্ত এসেছে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে উপদেষ্টা পরিষদ আরেক দফা আলোচনা করতে চাইছে।

শফিকুল আলম বলেন, কমিটির প্রধানদের যখন নাম ঘোষণা হয়েছে, তখন কমিশনের কাজ কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে। যেহেতু এখানে রাজনৈতিক দলগুলো একটি অংশীজন। তাই তাদের সঙ্গে আলাপ করে মতামত চাওয়া হবে। আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, 'এটুকু বলতে পারি, এই আলোচনাটি খুব তাড়াতাড়ি হবে। আলোচনা হওয়ার পরই দেখবেন কমিশনের কাজগুলো শুরু হয়েছে।'

তবে সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, ছয় সংস্কার কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আজ-কালের মধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে সরকার। কমিশনগুলোর সদস্যদের নামও প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের কোনো সুবিধাভোগীকে কমিশনের সদস্য হিসেবে রাখা হয়নি। কমিশনগুলো আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। এরপর পরামর্শমূলক মতবিনিময় করা হবে, যেখানে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এভাবেই সংস্কারকাঠামো চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা করেছে সরকার।

সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রমতে, অন্তর্বর্তী সরকার শিগগিরই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। সংস্কার কমিশনগুলোর কাজ, আসন্ন দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপনসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি আলোচনায় আসতে পারে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, বিচার বিভাগ সংস্কার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটোই বাড়ছে

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশনে দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়।

পার্থ শঙ্কর সাহা ও সুহাদা আফরিন, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটোই বাড়ছে। এ বছর প্রথম ৯ মাসে ১৬৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে শুধু গত সেপ্টেম্বরেই মারা গেছেন ৮০ জন। আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। একই মাসে প্রতি সপ্তাহে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা আগের সপ্তাহের তুলনায় ২০ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে।

জনস্বাস্থ্যবিদ, কীটতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকেরা বলছেন, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা অক্টোবর মাসে আরও বাড়তে পারে। কারণ, রোগটি বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ডেঙ্গু প্রতিরোধে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

এ বছর প্রথম ৯ মাসে

আক্রান্ত : ৩০,৯৩৮ জন। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরে আক্রান্ত ১৮ হাজারের বেশি।

মৃত্যু : ১৬৩ জন। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরে ৮০ জন।

সূত্র : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বিদেশি ঋণ পাওয়ার চেয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে বেশি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে দেশে যত বিদেশি ঋণ এসেছে, আগে নেওয়া বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধে তার তুলনায় বেশি অর্থ খরচ করতে হয়েছে।

গতকাল সোমবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জুলাই ও আগস্ট মাসের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, এই দুই মাসে দেশে ৪৫ কোটি ৮২ লাখ ডলার বিদেশি ঋণ এসেছে। তবে এ সময় বিদেশি ঋণ শোধ করতে হয়েছে ৫৮ কোটি ৯২ লাখ ডলার।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) উন্নয়ন সহযোগীদের অনেকে বাংলাদেশকে কয়েক শ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

গফরগাঁওকে 'ত্রাসের রাজত্ব' বানিয়েছিলেন গোলন্দাজ

আওয়ামী গডফাদার ৭

বাড়িতে টর্চার সেল বানিয়েছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ। বালু ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর হাতে।

কামরান পারভেজ, *ময়মনসিংহ*

তিন স্তরে উঁচু সীমানাপ্রাচীরের দুটি প্রাচীর ভেঙে পড়ে আছে। বাড়ির ভেতরে ভাঙচুর করা হয়েছে। আগুনও দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও। তালাবদ্ধ দোতলা ভবন। ভাঙা বাড়িটি দেখতে এসেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভারতের ব্যাটিং-ঝড়ে এখন হারের শঙ্কা

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ৭৪.২ ওভারে ২৩৩
ভারত ১ম ইনিংস : ৩৪.৪ ওভারে ২৮৫/৯ (ডি.)
বাংলাদেশ ২য় ইনিংস : ১১ ওভারে ২৬/২

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

হাতে সময় বেশি নেই। বড়জোর ৪৫ মিনিট। ওভারের হিসাবে ১৬ ওভার। কিন্তু বিকেলের নিবু নিবু আলোতে সব কটি ওভার করানো সম্ভব মনে হচ্ছিল না। রোহিত শর্মার আবার 'অসম্ভব' শব্দটা পছন্দ নয়। তাই দুই আম্পায়ার, বাংলাদেশ দলের দুই ওপেনার জাকির হাসান ও সাদমান ইসলাম মাঠে নামার আগেই পুরো দল নিয়ে নেমে গেছেন। পন্ত গ্লাভস হাতে প্রস্তুত, বুমরা বল হাতে, সঙ্গে চার স্লিপ। কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের এ দৃশ্য বলে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের। গতকাল বিকেলে। ছবি : সাজিদ হোসেন

চাকরিতে প্রবেশে বয়স বৃদ্ধির দাবি

আন্দোলনকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার বেলা সোয়া একটার দিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবন যমুনার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ বলেছে, এই বাসভবনের সামনে সভা-সমাবেশ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে কারণে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে।

অবশ্য আন্দোলনকারী কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের পরও যমুনার সামনে থেকে যাননি। তাঁরা রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। এর আগে তাঁদের একটি প্রতিনিধিদলকে যমুনার ভেতরে আলোচনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিনিধিদলটি উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করে। পাশাপাশি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার।

যমুনায় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত চাকরিপ্রত্যাশীদের উদ্দেশে বলেন, তাঁরা সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

গুলিতে এক শ্রমিক নিহত, আহত ৫ জন হাসপাতালে

তৈরি পোশাক খাত

আশুলিয়ার টঙ্গাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষে আবারও প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। গতকাল সোমবার ঢাকার সাভারে গুলিতে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন। গতকাল দুপুরে আশুলিয়ার টঙ্গাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলিতে নিহত কাওসার হোসেন (২৭) টঙ্গাবাড়ির ম্যাংগো টেক্স লিমিটেড নামের একটি কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ অন্য পাঁচ শ্রমিক হলেন হাবীব, নাজমুল হোসেন, ওবায়দুল মোল্লা, রাসেল মিয়া ও নয়ন। তাঁরা সাভারের বেসরকারি এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এনাম মেডিকেলের ইনচার্জ মো. ইউসুফ গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, দুপুরের দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একসঙ্গে পাঁচ শ্রমিককে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে হাসপাতালে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংঘাত কি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

আজকের আবহাওয়া

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৬ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলায় ৩৬.৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২৪.৪° সেলসিয়াস

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ পড়াশোনার পাতা প্রকাশিত হলো না। **বা. স.**

ঢাকা-বেইজিং সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিতে আগ্রহী সরকার : নাহিদ

বাসস, *ঢাকা*

চীন বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধু। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিতে আগ্রহী অন্তর্বর্তী সরকার।

গতকাল সোমবার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যালয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে সাক্ষাতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন।

সংস্কারকাজে চীনের পরামর্শ এবং সহযোগিতা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, সরকারের প্রধান লক্ষ্য রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার এবং পুনর্গঠন। বিপ্লবের পর চীন যেভাবে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, বাংলাদেশ সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। কারণ, সম্প্রতি বাংলাদেশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে স্বাধীন হয়েছে। এ সময় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম পাঠানোয় চীনের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান উপদেষ্টা।

এদিকে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আইনসহ এ ধরনের সমস্যাগুলোকে সমাধানের জন্য গণমাধ্যম কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নাহিদ ইসলাম। গত রোববার রাতে দ্য বাংলাদেশি কমিউনিকেশন স্কলারস ইন নর্থ আমেরিকা আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

গুম ‘গুম, জান ও জবান’ শীর্ষক প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে নিখোঁজ প্রিয়জনের ছবি হাতে স্বজনেরা। গতকাল জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শন গ্যালারিতে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

যুবরাজ সালমানের ঢাকা সফর সম্পর্ক জোরদার করবে

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাসস, *ঢাকা*

মোহাম্মদ বিন সালমান

অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের আসন্ন বাংলাদেশ সফর নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্বকে আরও জোরদার করবে।

গত রোববার সন্ধ্যায় ঢাকায় সৌদি আরবের দূতাবাস আয়োজিত দেশটির ৯৪তম জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তৌহিদ হোসেন এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা অধীর আগ্রহে যুবরাজ সালমানের সফরের অপেক্ষা করছি। তাঁর এ সফরের মাধ্যমে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।’

দুই দেশের মধ্যে গভীর বন্ধনের কথা উল্লেখ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, ১৯৭৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্বের বিকাশ ঘটেছে। দুই দেশ আগামী বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় ও টেকসই করার রূপান্তরমূলক পরিকল্পনা ভিশন-২০৩০-এর প্রশংসা করেন তৌহিদ হোসেন।

বাংলাদেশ থেকে আধা দক্ষ ও অদক্ষ প্রায় ৩০ লাখ শ্রমিক নিয়োগের জন্য সৌদি আরবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এসব শ্রমিক উভয় দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

তৌহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় অবিচল অংশীদার সৌদি আরব। সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) বছরের পর বছর আমাদের বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সৌদি বিনিয়োগকারীদের রসদ, অবকাঠামো ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো খাতে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে দুই দেশের মধ্যে দ্বিমুখী বাণিজ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দুই বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।’

এনপিআরকে ড. ইউনূস

জনগণ আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না, পরিবর্তন চায়

প্রথম আলো ডেস্ক

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে, তা নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। কেউ বলছে, দ্রুত নির্বাচন দেওয়া উচিত। কেউ বলছে, সংস্কার শেষ করার পরই নির্বাচন হওয়া উচিত। তবে জনগণ আগের মতো অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না, পরিবর্তন চায়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনপিআরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ কথা বলেন। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ড. ইউনূস ওই সাক্ষাৎকার দেন। গতকাল সোমবার এ সাক্ষাৎকার প্রচার করে এনপিআর।

নির্বাচন আয়োজন নিয়ে ড. ইউনূসকে প্রশ্ন করা হয়, সামরিক নেতারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাস ক্ষমতায় থাকা উচিত। আর বিরোধী দলগুলো নভেম্বরে নির্বাচন চেয়েছিল। আপনার যা করতে হবে, তার জন্য ১৮ মাস সময় কি যথেষ্ট?

জবাবে ড. ইউনূস বলেন, ‘কেউ কেউ বলছে, যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার করার জন্য, না হয় আপনি (ড. ইউনূস) যত দেরি করবেন, তত অজনপ্রিয় হয়ে পড়বেন; সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলছে, না, আপনাকে অবশ্যই এই সংস্কার শেষ করতে হবে। তাই আপনাকে এই দীর্ঘ সময় থাকতে হবে। কারণ, সবকিছুর সংস্কার না করে আমরা বাংলাদেশ ২.০-তে যেতে চাই না। তাই এই বিতর্ক চলছে।’

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা পুরোনো অবস্থায় ফিরে যেতে চাই না। তাহলে এত প্রাণ দেওয়ার মানে কী দাঁড়াল! এর কোনো মানে হয় না।...তাই আমাদের নতুন একটি (দেশ) গড়ার কাজ শুরু করতে হবে।’

সংখ্যালঘু আহমদিয়া ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, মাজারে হামলা ও মব জাস্টিসের (উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে বিচার) শিকার হয়ে মৃত্যু বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, লোকজন বিপ্লবের আবহে ছিল। বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। অনেকে খুন হয়েছে। যাঁদের কারণে তাঁদের সহযোদ্ধাদের প্রাণ গেছে, তাঁদের খুঁজছিলেন তাঁরা। এ জন্য তাঁরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দলের সমর্থকদের আক্রমণ করেছেন।

জয়, পুতুল ও ববির ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়) ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল) এবং শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের (ববি) ব্যাংক হিসাব জব্দের (স্থগিত) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শেখ পরিবারের এই তিন সদস্যের পাশাপাশি সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ (বিপু) এবং আওয়ামী লীগের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) ও সিআরআই-ইয়ং বাংলা প্রজেক্টের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবও জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গতকাল সোমবার ব্যাংক হিসাব জব্দের এই নির্দেশনা দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়েছে। সিআরআই-সংশ্লিষ্টতায় এসব ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।

বিএফআইইউয়ের নির্দেশনার ফলে এসব হিসাবের সব ধরনের লেনদেন বন্ধ থাকবে। চিঠিতে ব্যাংক হিসাব জব্দ করা ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মতারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাঁদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সেই হিসাবের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৩(১) (গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা এবং তাঁদের নামে কোনো লকার থাকলে তার ব্যবহার ৩০ দিনের জন্য বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাবেক বিভিন্ন মন্ত্রী, সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে অনেকের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। এবার শেখ পরিবারের তিন সদস্য ও সিআরআই-সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশনা এল।

এখন হারের শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিচ্ছিল অনেক কিছুই। ভারত জিততে চায়, যে করেই হোক জিততে চায়। সে জন্য দিনের একটা মিনিট সময়ও নষ্ট করতে রাজি নয়।

নিজেদের ব্যাটিংয়ের সময়ও ভারত সময় নষ্ট করেনি। কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিন দ্বিতীয় সেশনে বাংলাদেশকে ২৩৩ রানে অলআউট করে দেওয়ার পর ভারত ব্যাটিংয়ে নেমে যা করল, তা টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে আগে কোনো দল করেনি। মুমিনুল হকের দুর্দান্ত টেস্ট সেঞ্চুরি ভুলিয়ে, টেস্ট ক্রিকেটকে টি-টোয়েন্টি বানিয়ে, দ্রুততম রানের একের পর এক রেকর্ড ভেঙে সম্ভাব্য ড্রয়ের পথে এগোতে থাকা কানপুর টেস্টে এখন ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখছে।

বাংলাদেশের ২৩৩ রানের জবাবে ভারতের রান ৫০ ছাড়িয়েছে মাত্র ৩ ওভারে, যা টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম। ১০০ ছাড়াতে ভারতের লেগেছে ১০.১ ওভার, দ্রুততমের রেকর্ড এটিও। এরপর গড়েছে দ্রুততম দলীয় ১৫০, ২০০, ২৫০ রানের রেকর্ডও। মাত্র ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান, রান রেট ৮.২২—টেস্ট ক্রিকেটে ঘোষণা করে দেওয়া কোনো ইনিংসে এটাই সর্বোচ্চ রান রেট। ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ টেস্টে ভারতীয় ব্যাটিং-তাণ্ডবের মধ্যে ৪ উইকেট নিলেন সাকিব আল হাসান, উদ্‌যাপনে নাচলেনও। মেহেদী হাসান মিরাজও নিয়েছেন ৪ উইকেট। তারপর শেষ বেলায় ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশের ইনিংসের শুরুটা যেমন হয়, তেমনই হলো। দিনশেষে ১১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২৬। সকালে অপরাজিত ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে নামা মুমিনুল দিন শেষেও শূন্য রানে অপরাজিত, সাদমান খেলছেন ৭ রানে। প্রথম ইনিংসে ৫২ রানে লিড পাওয়া ভারত এখনো এগিয়ে ২৬ রানে।

ভারত যখন ব্যাটিংয়ে নামে, তখনো দিনের ৫৬ ওভার খেলা বাকি। বাংলাদেশের রানটাকে টপকে গিয়ে এদিনই আবার বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে নামাতে চেয়েছিলেন রোহিত শর্মা। এই টেস্ট ড্র হলেও সিরিজ ভারতের, কিন্তু আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ যে আছে। সেটির ফাইনালে যাওয়ার পাথেয় হিসেবে এই টেস্ট জিতে ৮ পয়েন্ট পাওয়া যে খুব জরুরি। রোহিত-জয়সোয়াল নেমেই ঝড় তুলতে চাইবেন, এটি তাই অনুমেয়ই ছিল। কিন্তু তাই বলে এভাবে!

হাসান মাহমুদের প্রথম তিন বলেই জয়সোয়ালের চার! খালেদ আহমেদের প্রথম বলেই রোহিত ক্রিজ ছাড়লেন, উড়িয়ে মারলেন গ্যালারিতে। এত দূরে যে বলটা আবার মাঠে আসতে বেশ সময় লাগল। পরের বলটা আর ওপরে করলেন না খালেদ। রোহিতও খেললেন ট্রেড মার্ক পুল, বল গেল মাঠের বাইরে। হাসানের পরের ওভারে আরও একবার ছক্কা ওড়ালেন রোহিত। জয়সোয়াল এক ছক্কা আর দুই চারে সে ওভারেই রানটাকে ৫১-তে নিয়ে গেলেন।

গ্রিন পার্কের কানায় কানায় ভরা গ্যালারিতে তখন রীতিমতো গর্জন। দর্শকদের হইচই, ঢাকঢোল, ভুভুজেলার বিকট শব্দে অবিশ্বাস্য এক আবহ তখন গ্রিন পার্কে। বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা পড়ে গেলেন বিশাল স্নায়ুচাপে। শব্দের মধ্যে কেউ কারও কথা যেন ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছিলেন না। একটা বাউন্ডারির রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি বাউন্ডারি। মুহূর্তের মধ্যে স্লিপ ফিল্ডাররা ৩০ গজের বাইরে, বাউন্ডারি থেকে একটু দূরে। আরও কয়েকটি বাউন্ডারির পর সবাই সীমানায়! এরপর ভারতের ইনিংসের পুরো ১৭৩ মিনিটই সিংহভাগ ফিল্ডার ছিলেন বাউন্ডারি সীমানায়। টেস্ট ক্রিকেটের মঞ্চে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের এমন অভিজ্ঞতা আগে হয়েছে বলে মনে হয় না।

মারতে থাকলে আউট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ভারতের ব্যাটসম্যানরাও আউট হয়েছেন। কিন্তু উইকেটগুলো নিতে হয়েছে টি-টোয়েন্টি ধাঁচের বোলিং করে। কিছু ডট বল করে চাপ বাড়িয়ে যদি একটা ভুল শটের ফাঁদে পা দেওয়া যায়, তাহলেই উইকেট। এ ধরনের আউটের বর্ণনা সাধারণত টি-টোয়েন্টি ম্যাচেই দেখা যায়। কাল সাকিব ও মিরাজের নেওয়া ৮টি উইকেট ছিল তেমনই। ম্যাচ শেষে মিরাজেরও সরল স্বীকারোক্তি, ‘আজকের খেলাটা হয়েছে অনেকটা টি-টোয়েন্টির মতো।’ ভারতের ব্যাটিংয়ের কারণে স্বাভাবিকভাবে বদলাতে হয়েছে বাংলাদেশের বোলিংও। মিরাজ নিজেই বললেন, ‘আমি টি-টোয়েন্টি বোলিং করার চেষ্টা করেছি।’

দিনের শুরুতে ৩৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান করা বাংলাদেশের ইনিংসটাকে একাই টেনেছেন মুমিনুল। ৪০ রানে অপরাজিত থেকে দিন শুরু করা মুমিনুল অপরাজিত ছিলেন ১০৭ রানে। টেস্ট ক্রিকেটে এটি তাঁর ১৩তম সেঞ্চুরি, দেশের বাইরে দ্বিতীয়। কিন্তু ওই রানকে ভুলিয়ে দিয়েছে ভারতের বিস্ফোরক ব্যাটিং। এ অবস্থা থেকে এখন কানপুর টেস্ট বাঁচানোই হবে বাংলাদেশের বড় অর্জন। মিরাজও বললেন, ‘এখন যে অবস্থা, আমরা আগে নিজেদের সেফটিটা চিন্তা করব। যতটা সময় ব্যাট করা যায়, আমরা সে চেষ্টা করব।’

আজ শেষ দিনের খেলায় সেই চেষ্টাটাই দেখতে চাইবেন বাংলাদেশ দলের সমর্থকেরা।

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের নিন্দা জানিয়েছেন ১২২ নাগরিক। তাঁরা অবিলম্বে কমিটি পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তাঁরা এ নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে ধর্মের নামে একটি বিশেষ গোষ্ঠী আওয়ামী ফ্যাসিবাদের জায়গা দখল করছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে জন-উষ্মা উসকে দিয়ে তারা গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সমন্বয়হীন অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপ পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি ২৮ সেপ্টেম্বর বাতিল করা হয়েছে। এর আগে ওই সমন্বয় কমিটির সদস্য এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলনের অংশীজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুনের বিরুদ্ধে ‘ইসলামবিদ্বেষের’ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তোলে একটি পক্ষ। এসব অভিযোগের মধ্য দিয়ে সমাজের ব্যাপকসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসহিষ্ণুতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে সংস্কারের পথে হাঁটছে, এ ধরনের তৎপরতা সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায়।

১২২ নাগরিকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংগঠিত গণ-উষ্মাকে আমলে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার পাঠ্যপুস্তক সংশোধনে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল ঘোষণা করেছে। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, আবু সাঈদ খান, মাহা মির্জা, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, কামার আহমাদ সাইমন, জোবাইদা নাসরীন, সুমন রহমান, কল্লোল মোস্তফা, ফাহমিদুল হক প্রমুখ।

প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায় ৬ কমিশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিশনের প্রধান হিসেবে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। আর সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে প্রথমে বিশিষ্ট আইনজীবী শাহদীন মালিকের নাম ঘোষণা করা হলেও পরে তা পরিবর্তন করে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, আজ মঙ্গলবার থেকে কমিশনের কাজ শুরুর করার কথা ছিল। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি কাজ শুরুর জন্য প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায় আছেন।

অফিস কোথায় : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সংস্কার কমিশনের অফিসগুলো ঠিক করছে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়। যেমন বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের অফিস নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় সংসদের এমপি হোস্টেলের ১ নম্বর ব্লকে। অন্যদিকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর বসার জন্য সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দোতলায় সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরটি নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই দপ্তরের সামনে তাঁর নামফলকও টাঙানো হয়েছে।

নির্বাচন কবে : গতকালের সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের সময়সীমা-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বিশ্ব নেতারা নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে জানতে চাননি। সময়টা নির্ভর করবে কমিশনগুলোর প্রতিবেদন ও তা নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনার ওপর। তারপর সময়ের বিষয়টা আসে যে নির্বাচন কবে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে রয়টার্সকে দেওয়া সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সাক্ষাৎকারের বিষয়টিও আলোচনায় আসে। এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, রয়টার্সের রিপোর্টের ষষ্ঠ প্যারায় বলেছে, ফলোয়িং দ্য রিফর্মস, তারপর বলেছে ওই ১৮ মাস।... সেই জায়গায় এটা ১৬ মাস, না ১৮ মাস, না ১২ মাস নাকি ৬ মাস, সেটা সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশের জনগণ।

প্রেস সচিব বলেন, এটা কবে হবে? এটি ১৬ মাস পরে হবে, নাকি ১২ মাস পরে নাকি ৮ মাস পরে, সেটা এখনই নির্ধারিত করা যাচ্ছে না। তিনি মনে করেন, সেনাপ্রধান এখানে ওপিনিয়ন (মতামত) দিয়েছিলেন।

গুলিতে এক শ্রমিক নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনার আগেই কাওসার হোসেনের মৃত্যু হয়েছিল।

শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, টঙ্গাবাড়িতে মন্ডল নিটওয়্যার লিমিটেড নামের একটি কারখানা খুলে দেওয়া, দুই শ্রমিক নিখোঁজ, শ্রমিকদের মারধরসহ বিভিন্ন বিষয়ে গতকাল সকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শ্রমিক ও মালিকপক্ষ আলোচনায় বসে। আলোচনার এক পর্যায়ে শ্রমিকেরা বাইরে বের হয়ে আসেন। এ সময় পাশের ন্যাচারাল ডেনিম ও ন্যাচারাল ইন্ডিগো কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এমন কথা ছড়িয়ে পড়ে যে মন্ডল নিটওয়্যারের শ্রমিকদের আটকে রেখে মারধর করা হচ্ছে।

শ্রমিকদের আটকে রেখে মারধরের কথা ছড়িয়ে পড়লে ন্যাচারাল ডেনিম ও ন্যাচারাল ইন্ডিগোর শ্রমিকেরা কারখানা থেকে বের হয়ে মন্ডল নিটওয়্যারের কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় আশপাশের কিছু কারখানার শ্রমিকেরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুর চালান। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ধাওয়া দেন। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ন্যাচারাল ডেনিমের এক শ্রমিক বলেন, ‘মজুরি নিয়া সমস্যা, দুইজন শ্রমিক নিখোঁজ—এই সব নিয়া মন্ডল কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে আমরা গেছিলাম। মন্ডলের শ্রমিকদের আটকাইয়া মারধর করতেছে, এটাও শুনছিলাম। ওইখানে যাওয়ার পর প্রশাসন ও সাধারণ শ্রমিক মুখোমুখি হয়। দুই পক্ষেই পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। দেখছি তিনজনের গুলি লাগছে। একজন মারা গেছে। দুইজনরে এনাম মেডিকেলে নিয়া রাইখা আসছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা ইটপাটকেল ছুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকটি গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলেন। এ সময় পুলিশের কয়েকজন সদস্যও আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রাবার বুলেট ছোড়েন।

এর আগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর সাভারের জিরাবো এলাকায় পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সংঘর্ষে একজন নারী শ্রমিক নিহত হন। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকার সাভার ও আশুলিয়া এবং গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অনেক কারখানা দফায় দফায় বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে ২৪ সেপ্টেম্বর শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি পূরণের ঘোষণা দেয় মালিকপক্ষ। অন্তর্বর্তী সরকারের চার উপদেষ্টা, তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতা, পোশাক কারখানার মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের দাবি মানার ঘোষণা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন *প্রথম আলোকে* বলেন, গত কয়েক দিনে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আবারও শ্রমিক হতাহতের ঘটনা কাম্য নয়। দ্রুত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে, না হলে এ শিল্প খাত গভীর সংকটের মুখে পড়বে।

শ্রমিক নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে বিজিএমইএ। সংগঠনটি গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সেনাসদস্যদের উপস্থিতিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মালিকপক্ষের আলোচনা চলছিল। এ সময় বহিরাগত কিছু ব্যক্তি দুই শ্রমিকের মৃত্যুর গুজব তুলে কারখানার বাইরে অবস্থান নেন। তাঁরা কারখানা লক্ষ্য করে গুলি করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও শ্রমিকেরা মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়।

কারখানা ভাঙচুরের চেষ্টা, আটক ৮

টিফিন বিল, রাত্রিকালীন ভাতা (নাইট বিল) ও হাজিরা বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে গতকাল দুপুরে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকার একটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় কারখানায় ভাঙচুরের চেষ্টা চালানো হয়। পরে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আটজনকে আটক করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন দাবিতে এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা কোনাবাড়ী-আমবাগ আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। সেখান থেকে তাঁরা আমবাগ এলাকায় পি এন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি কারখানায় ভাঙচুর চালান। খবর পেয়ে শিল্প ও থানা-পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এরপর র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে শ্রমিকদের ধাওয়া করেন।

এম এম নিটওয়্যারের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. মনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করলে কর্তৃপক্ষ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে। এতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদ ও বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের তিনটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। বিধিবহির্ভূতভাবে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল ফতুল্লায় বিক্ষোভ মিছিল করেন জনি টেক্সটাইল নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, জনি টেক্সটাইলে ৬২৮ শ্রমিক কর্মরত। আজ (গতকাল) লে-অফের যে নোটিশ টাঙানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, ১ সেপ্টেম্ব থেকে কারখানাটি বন্ধ। এমন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত।

গতকাল নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন ক্রোনি অ্যাপারেলস লিমিটেড ও অবন্তী কালার টেক্স লিমিটেড নামের দুটি কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা। সমাবেশ থেকে বলা হয়, দুই কারখানায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। কোনো কারণ ছাড়াই বিনা নোটিশে ধাপে ধাপে কারখানা দুটির শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের কেউ কেউ এখনো ৯ মাসের বেতন পাবেন। মালিকপক্ষ বেতন দিতে টালবাহানা করছে। অবিলম্বে সবার পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

গফরগাঁওকে ‘ত্রাসের রাজত্ব’ বানিয়েছিলেন গোলন্দাজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আশপাশের গ্রামের নারী, পুরুষ ও শিশুরা। সালটিয়া গ্রামের আবদুর রাজ্জাক নামের এক বৃদ্ধ বললেন, ‘প্রত্যেক দিন আমি এই বাড়ির সামনে দিয়া গেছি। উঁচা বাউন্ডারি (প্রাচীর) থাকায় কোনো দিন ভিতরের কিছু দেখা নাই। হুনছি, বাড়িটার ভিতরে মানুষরে ধইরা নিয়ে নির্যাতন করা হইত।’

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার সালটিয়া ইউনিয়নের বাগুয়া এলাকায় অবস্থিত এই বাড়ি সাবেক সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ ওরফে বাবেলের। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি আত্মগোপনে গেলে গত ৫ আগস্ট তাঁর বাড়িতে হামলার চেষ্টা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ভোরে একদল লোক বাড়ির দুটি ফটক গুঁড়িয়ে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। ‘টর্চার সেল’ আখ্যা দিয়ে তারা বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এ সময় একটি টিনশেডের ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় দুটি গাড়ি।

৯ সেপ্টেম্বর বাড়িটি ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ আটকে যায় পেছন দিকে পুকুরপাড়ের একটি টিনের চালার নিচে তিনটি লোহার খাঁচায়। খাঁচাগুলো শূন্য। খাঁচায় কী রাখা হতো, এমন আলোচনা উঠতেই বাড়ি দেখতে আসা ব্যক্তিদের একজন নাম প্রকাশ না করে বলেন, ‘শুনেছি একটি খাঁচায় কুকুর রাখা হতো। কেউ এমপি সাইবের সাথে বেয়াদবি করলে তাকে কুকুরের খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো।’

২০১৪ সালে প্রথমবার ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ফাহমী গোলন্দাজের বেপরোয়া শাসন শুরু হয় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। ৯ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গফরগাঁওয়ে অবস্থান করে সাধারণ মানুষ, বিএনপির নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও সুধীজনদের সঙ্গে *প্রথম আলোর* কথা হয়। তাঁরা বলেছেন, উপজেলার ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করে কমিশন আদায় ও অবৈধ বালুর ব্যবসা থেকে বিপুল টাকা কামিয়েছেন ফাহমী। একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এলাকাছাড়া করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীদের। তাঁর সঙ্গে দ্বিমত করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাও এলাকায় থাকতে পারেননি। কথা না শুনলে বাড়িতে তুলে এনে নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। এখন তিনি আত্মগোপনে যাওয়ায় মানুষ কিছুটা স্বস্তির কথা জানালেও পুরোপুরি ভীতি কাটছে না।

ঠিকাদারিতে আধিপত্য বিস্তার

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে শীতের রাতে গফরগাঁও উপজেলা ঠিকাদার সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামানকে বাড়িতে ডেকে আনেন ফাহমী। ওই সময় বাড়িতে থাকা তরুণদের সামনে আসাদুজ্জামানের উদ্দেশে ফাহমী বলেন, ‘আপনি কি নিজে নিজে পুকুরের পানিতে নামবেন, নাকি আমার ছেলেরা জোর করে নামাবে?’ এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদার *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই রাতে ফাহমী গোলন্দাজ আসাদুজ্জামানকে সাফ জানিয়ে দেন, গফরগাঁওয়ের ঠিকাদারি কাজ শুরুর আগে বরাদ্দের ১০ শতাংশ কমিশন তাঁকে দিতে হবে।

১০ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে আসাদুজ্জামান কোনো মন্তব্য করতে চাননি। শুধু বলেন, ‘আমার ছেলে এখনো গফরগাঁওয়ে থাকে। আমাকে বিপদে ফেলবেন না।’

বালুর অবৈধ ব্যবসা

ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় ঘেঁষে গফরগাঁও উপজেলার অবস্থান। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) প্রকল্পের অধীনে নদে খনন শুরু হয়। প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা বলেন, কাজ শুরুর সময়ই ফাহমী গোলন্দাজ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিনা পয়সায় বালু নেওয়া। পরে কাজ শুরু হলে (এখনো চলমান) উপজেলার ধলা থেকে কাপাসিয়ার টোক পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার অংশের অবৈধ বালু-বাণিজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন ফাহমী।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বালু তুলে নদের পাশের জমিতে রাখা হতো, যা পরে নিলামে বিক্রি করা হতো। নিলামে কেনা বালু ব্যবসায়ীরা নিয়ে যাওয়ার পর ফাহমীর লোকেরা নদ খনন করে এবং নদের পাশের কৃষকদের জমি থেকে আবারও বালু তুলতেন। ৪০ কিলোমিটার অংশকে মোট সাতটি ভাগে ভাগ করে বছরে একবার মোটা অঙ্কের টাকা বালু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিতেন। এ ছাড়া বালু উত্তোলনের সময় প্রতিদিন প্রতিটি ট্রাক থেকে নেওয়া হতো ৬০০ টাকা আর প্রতিটি লরিতে ২০০ টাকা। এভাবে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি ট্রাক ও লরি থেকে কয়েক লাখ টাকা আসত। পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তাজমুন আহমেদ এই অবৈধ বালুর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনিও এখন এলাকায় নেই।

অবৈধভাবে বালু তুলে ফাহমীর লোকেরা অসংখ্য কৃষকের ফসলি জমি নষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সালটিয়া গ্রামে নদের পাড়ে স্থানীয় সাংবাদিক আবদুল মান্নানের কৃষিজমি রয়েছে। বালু তুলতে বাধা দেওয়ায় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারির ওই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আবদুল মান্নান বলেন, ‘গ্রামের কিছু কৃষকের পক্ষ হয়ে ওই দিন এমপির (ফাহমী) লোকদের কৃষিজমির বালু তুলতে বাধা দিয়েছিলাম। খবর পেয়ে এমপি নিজেই লোকজন নিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যান। এরপর একটি ঘরে বন্দী করে রেখে তাঁর লোকদের পাঠিয়ে আমার ও কৃষকদের জমির মাটি কেটে নদের পানির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। আমার পেশা সাংবাদিকতা না হলে ওই দিন আমাকে হয়তো মেরে ফেলতেন।’

ভয়ে বাড়িতে থাকতেন না

২০১৪ সালের ১৩ জুন সন্ধ্যায় যুবদল কর্মী শাকিল আহমেদ অগ্নিবীণা ট্রেনে এসে গফরগাঁও স্টেশনে নামেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ছিনতাইকারী অভিযোগ তুলে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে বাঁচাতে আটক করে নিয়ে যেতে চাইলে ছিনিয়ে নিয়ে আবারও মারধর করা হয়। এতে শাকিল মারা যান। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এই হামলা চালান বলে তখন অভিযোগ করেছিলেন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতারা। শাকিল হত্যায় পুলিশ মামলা না নিলে পরে আদালতে একটি মামলা হয়।

বিএনপির নেতারা অভিযোগ করেন, ফাহমী গোলন্দাজ প্রথম সংসদ সদস্য হওয়ার পর বিএনপির নেতা-কর্মীদের প্রকাশ্যে পেলেই ছিনতাইকারী সাজিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এমন নির্দেশনার কারণে শাকিলকে হত্যা করা হয়। এ কারণে ১০ বছর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা গফরগাঁওয়ে থাকতে পারেননি। গ্রামের সাধারণ কর্মীরাও দলের কর্মসূচিতে যেতে চাইলে নির্যাতন করা হতো বলে অভিযোগ বিএনপির।

গফরগাঁও পৌর বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আওয়ামী লীগ তথা ফাহমী গোলন্দাজের ভয়ে আমরা গফরগাঁওয়ে থাকতাম না। তবু গত ২৮ অক্টোবরের পর ফাহমীর লোকেরা তাঁর খালি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। একই দিন পৌর বিএনপির ৫ জন যুগ্ম আহ্বায়কের বাড়িতেও ভাঙচুর করে।’

আক্রোশের শিকার অনেকে

ভিন্নমত পোষণ করলেই নিজ দলের নেতা-কর্মীরাও ফাহমী গোলন্দাজের আক্রোশের শিকার হতেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গফরগাঁও পৌরসভার সদ্য সাবেক মেয়র ইকবাল হোসেন (সুমন) ছিলেন ফাহমীর অনুসারী। বিপত্তি বাধে ২০২২ সালের এপ্রিলে। ওই মাসে ইকবালের জন্মদিনে তাঁর এক প্রবাসী বন্ধু শুভেচ্ছা জানিয়ে ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘আমার বন্ধু গফরগাঁও পৌর মেয়রকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা, আগামীতে তাঁকে গফরগাঁওয়ের এমপি হিসেবে দেখতে চাই।’

এর এক মাস পর মেয়রের সমর্থকদের ওপর সংসদ সদস্যের সমর্থকেরা হামলা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এর পর থেকেই মেয়র ইকবাল হোসেন ও তাঁর সমর্থকেরা গফরগাঁও ছেড়ে যান। পরে আর ফিরতে পারেননি। সম্প্রতি সরকার পৌরসভার মেয়রদের বরখাস্ত করার দিন (১৯ আগস্ট) ইকবাল গফরগাঁও পৌরসভায় গিয়েছিলেন। সেদিন কিছু লোক তাঁকে মারধর করে পুলিশে দেন।

এর আগে ২০১৮ সালের নভেম্বরে গফরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, ফাহমীর নির্যাতনে এলাকাছাড়া মানুষের সংখ্যা সহস্রাধিক। নাম-ঠিকানা চাইলে তাঁরা ১০০টি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মুঠোফোন নম্বর দেন। তাঁদের মধ্যে ৩২টি পরিবারের সঙ্গে তখন যোগাযোগ করেছিল *প্রথম আলো*। এসব পরিবারের সবাই তখন গফরগাঁও ছাড়তে বাধ্য হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছিলেন।

গফরগাঁও আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত ক্যাপ্টেন (অব.) গিয়াস উদ্দিন আহমেদও ফাহমীর লোকদের কাছে অপদস্থ হওয়ার শঙ্কায় গফরগাঁওয়ে যেতেন না। ফাহমী সংসদ সদস্য হওয়ার পর গফরগাঁও পৌর শহরের ইমামবাড়ি এলাকায় রাতযাপন করেননি গিয়াস উদ্দিন। বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ২০২২ সালের মার্চে গিয়াস উদ্দিনের স্ত্রী শাহানা আহমেদ বাড়িটি সংস্কার করতে চান। তাতেও ফাহমীর লোকেরা বাধা দেন বলে ওই সময় অভিযোগ করেছিলেন শাহানা।

৫ আগস্ট থেকে ফাহমী গোলন্দাজ আত্মগোপনে থাকায় অভিযোগের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি ওই সময় গিয়াস উদ্দিনের বাড়ি সংস্কারে বাধা দেওয়া ও ইকবাল হোসেনকে এলাকাছাড়া করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছিলেন।

কুকুরের খাঁচায় নিক্ষেপ

কথা না শুনলে ফাহমী গোলন্দাজ লোকজনকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে ‘শাস্তি দিতেন’ বলে অভিযোগ রয়েছে। ‘শাস্তি হিসেবে’ কাউকে কাউকে তাঁর বাড়িতে থাকা কুকুরের খাঁচাগুলোতে ছেড়ে দেওয়া হতো। ফাহমী সংসদ সদস্য থাকাকালে তাঁর বাড়িতে গেছেন এমন একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ফোন করার পরও যেতে দেরি হওয়ায় ফাহমীর গাড়িচালক রাসেলকে কুকুরের খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া একজন ঠিকাদার ও একজন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকেও এই শাস্তি দিয়েছেন ফাহমী।

৯ সেপ্টেম্বর সরেজমিনে কুকুরের তিনটি খাঁচাই ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

আয় ও সম্পদ বেড়েছে বহুগুণ

২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় হলফনামায় ফাহমী গোলন্দাজের বার্ষিক আয় দেখানো হয় ২ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। ১০ বছরের ব্যবধানে তাঁর আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় তিনি বার্ষিক আয় উল্লেখ করেছেন ৩ কোটি ১২ লাখ ৬৬ হাজার ৫৪৯ টাকা। ২০১৪ সালে তাঁর ব্যাংকে জমানো টাকার পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ৬৮ হাজার। যৌথ মালিকানায় ১৫ একর জমি ছাড়া কোনো অস্থাবর বা স্থাবর সম্পদ ছিল না।

২০২৪ সালে হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, তাঁর কাছে নগদ টাকা ছিল ১ কোটি ৪৮ লাখ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ছিল ১১ কোটি ৯২ লাখ টাকা। অথচ ২০১৪ সালে তাঁর জমা টাকা ছিল মাত্র ৪ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রীর জমা রয়েছে ১ কোটি ৭১ লাখ টাকা, যা আগে ছিল না।

হলফনামায় যতটুকু সম্পদ দেখানো হয়েছে, বাস্তবে ফাহমীর অনেক বেশি সম্পদ রয়েছে বলে ধারণা এলাকার মানুষের।

“ বিপ্লবের পর চীন যেভাবে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, বাংলাদেশ সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়।

নাহিদ ইসলাম, উপদেষ্টা, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে

সংক্ষেপে

২৬ দিনে ২৪৩ অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১১০

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সারা দেশে যৌথ বাহিনীর চলমান অভিযানে ২৬ দিনে ২৪৩টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১০ জনকে। পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক গতকাল সোমবার সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রিভলবার ১৩টি, পিস্তল ৬৭টি, রাইফেল ১৪টি, শটগান ৩১টি, পাইপগান ৬টি, শুটারগান ২৪টি, এলজি ২৫টি, বন্দুক ৩৯টি, একে-৪৭ ১টি, গ্যাসগান ২টি, এয়ারগান ৫টি, এসবিবিএল ৭টি, এসএমজি ৫টি, কাঁদানে গ্যাস লঞ্চার ২টি ও থ্রি-কোয়ার্টার ২টি। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, কোস্টগার্ড ও র‍্যাব ৪ সেপ্টেম্বর থেকে দেশব্যাপী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান শুরু করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খেলা

নাশতার ছুটির ফাঁকে খেলায় মেতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার ইজার দুর্গাপুরে। ছবি : আলীমুজ্জামান

শাস্তির মুখে ১৭ উপসচিব

জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা দুটি প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও হট্টগোলের ঘটনায় ১৭ জন উপসচিবের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে তদন্ত ও বিধিবিধান সাপেক্ষে আটজনকে গুরুদণ্ড, চারজনকে লঘুদণ্ড এবং পাঁচজনকে তিরস্কারের (সতর্কতা) সুপারিশ করেছে এ-সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেস উর রহমান গতকাল সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন। এদিকে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ‘তিন কোটির ক্যাশ চেক দিয়ে ডিসির পদায়ন!’ শীর্ষক প্রতিবেদনে যে চেকের কথা বলা হয়েছে, সেটি ‘ভুয়া’ বলে জানিয়েছেন মোখলেস উর রহমান। আর ‘ভুয়া’ একটি বিষয়কে জাতীয় পর্যায়ে এনে মানুষকে বিব্রত করা হয়েছে, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তিন কোটি টাকার বিনিময়ে ডিসির পদায়ন শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি তদন্তে এক সদস্যের কমিটি গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সেই কমিটির দেওয়া তথ্য জানাতেই মূলত এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ

সাগর-রুনি হত্যা মামলা

শুনানিতে হাইকোর্ট বলেছেন, এবার সত্যিই দেখতে চাচ্ছি, যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাগর সরওয়ার

মেহেরুন রুনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্রসচিবের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

এক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার এ আদেশ দেন। আর আগে এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে এক যুগ আগে উচ্চ আদালতের ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল দেওয়া এক আদেশে এ মামলার তদন্তের দায়িত্ব পায় র‍্যাব। দীর্ঘ এই সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা পড়েনি। তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ অন্তত ১১১ বার পিছিয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য র‍্যাবের কাছে স্থানান্তরের ওই আদেশ (২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল) সংশোধন চেয়ে স্বরাষ্ট্রসচিবের পক্ষে গত রোববার আবেদনটি করা হয়।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও অনীক আর হক শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেদওয়ান আহমেদ রানজিব ও মহাদ্দেস-উল-ইসলাম। রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। বাদীপক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

শুনানিতে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক বলেন, এটি স্পর্শকাতর মামলা, সাগর-রুনি হত্যা মামলা। হাইকোর্টের ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল দেওয়া আদেশ অনুসারে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) থেকে মামলাটি তদন্তের জন্য র‍্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো ফল আসেনি। এ ধরনের তদন্ত পরিচালনার জন্য র‍্যাবের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। তদন্তে দেরি ও অগ্রগতি না থাকা এই সীমাবদ্ধতার নির্দেশক। র‍্যাব অপারেশনাল ফোর্স, তদন্তকারী সংস্থা নয়। একপর্যায়ে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের উদ্দেশে আদালত বলেন, র‍্যাব থেকে সরিয়ে কার কাছে নিতে চান? তখন অনীক আর হক বলেন, আগের নির্দেশ সংশোধন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

রিট আবেদনকারীর পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, র‍্যাবের তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর চূড়ান্ত কোনো অগ্রগতি নেই। তদন্ত প্রতিবেদন আটকে থাকলে হবে না। তদন্তের জন্য পিবিআই বেস্ট। একপর্যায়ে আদালত বলেন, বিভিন্ন এজেন্সির অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স হলে প্রয়োজনে যাঁকে দরকার তাঁকে আনার বিষয়টি উন্মুক্ত থাকবে।

সাগর-রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলার বাদী রুনির ভাই নওশের আলম। তাঁর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, বাদী আছেন, যিনি বছরের পর বছর ধরে যন্ত্রণা ও ভোগান্তি বয়ে বেড়াচ্ছেন। এ সময় আদালত বলেন, ‘এটি শুধু উনার নয়, এটি পুরো বাংলাদেশের সব নাগরিক, সবার জন্য খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং শকিং। এবার সত্যিই দেখতে চাচ্ছি, যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।’ এরপর ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিলের আদেশ সংশোধন চেয়ে করা আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে পরবর্তী আদেশের জন্য আগামী বছরের ৬ এপ্রিল দিন রাখেন।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনি। সাগর সে সময় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা টিভিতে আর রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন। সাগর-রুনি হত্যার ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। প্রথমে এ মামলা তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। চার দিন পর মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এরপর আদালত র‍্যাবকে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেন। তখন থেকে মামলাটির তদন্ত করছিল র‍্যাব।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে কৃতী শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। গতকাল কুড়িগ্রামের পৌর টাউন হলে। ছবি : মঈনুল ইসলাম

হতে হবে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক

প্রথম আলো ডেস্ক

শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই তাঁকে মেধাবী বলে না। শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি করলে হবে না। শিক্ষার বিকাশের পাশাপাশি মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে। বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে হবে। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক হতে হবে।

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তারা এ কথা বলেন। গতকাল সোমবার পিরোজপুর, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা ও কুড়িগ্রামে এ অনুষ্ঠান হয়। এতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক, অতিথি ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থবিদ্যাকে ‘না’ বলার শপথ পড়ানো হয়। ক্রেস্ট, ডিজিটাল সনদসহ শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল বিভিন্ন উপহার।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। গতকাল মাগুরায়। ছবি : প্রথম আলো

ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল লক্ষ্মীপুরে। ছবি : প্রথম আলো

গান পরিবেশন করছে এক কৃতী শিক্ষার্থী। গতকাল পিরোজপুরে। ছবি : প্রথম আলো

পিরোজপুর

অনুষ্ঠানটি হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। পিরোজপুর বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন আক্তারের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* পিরোজপুর প্রতিনিধি এ কে এম ফয়সাল।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, সামনের দিনগুলোয় আরও কঠোর পরিশ্রম না করলে অনেকেই পিছিয়ে যাবে। যারা জিপিএ-৫ পায়নি, তারা যে জীবনে সফল হবে না, তা নয়। ব্যর্থতা মানেই সব শেষ নয়।

সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক হাবিবুল্লাহ হাওলাদার বলেন, শুধু নিজের ব্যক্তিগত উন্নতি করলে হবে না। ছাত্রদেরই এ দেশ গড়তে হবে। শিক্ষার বিকাশের পাশাপাশি মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

আরও বক্তব্য দেন পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রভাষক মৌমিতা সরকার, *প্রথম আলোর* খুলনার নিজস্ব প্রতিবেদক শেখ আল এহসান প্রমুখ। শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করান আফতাব উদ্দিন কলেজের উপাধ্যক্ষ লুৎফর রহমান। সংগীত পরিবেশন করে শিক্ষার্থী অহনা কর্মকার এবং বন্ধুসভার মো. তানভীর ও মো. মুন্না। কবিতা আবৃত্তি করে শিক্ষার্থী বুশরা সুলতানা। কৃতী শিক্ষার্থী ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য দেয়।

মাগুরা

অনুষ্ঠানটি হয় শহরের আছাদুজ্জামান মিলনায়তনে। স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* মাগুরা প্রতিনিধি কাজী আশিক রহমান।

প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ রিজভী জামান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই তাকে মেধাবী বলে না। সত্যিকারের মেধাবী হতে হলে অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হতে হবে। এ জন্য বই পড়াসহ বহুমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা চাই।

শিক্ষার্থীদের মুখস্থ, মিথ্যা ও মাদক থেকে দূরে থাকার শপথ পাঠ করান *প্রথম আলোর* কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাগুরা বন্ধুসভার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. কাজল মিয়া।

কৃতী শিক্ষার্থী অনুপম শীল বলে, ‘সম্মান বা সংবর্ধনা যেকোনো মানুষকে আরও ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাণবন্ত ও সাজানো-গোছানো এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি গর্বিত।’

মাগুরা বন্ধুসভার সদস্য ফারহানা সুলতানার উপস্থাপনায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেন বন্ধুসভার সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় সংগঠন সুরসপ্তকের শিল্পীরা।

লক্ষ্মীপুর

অনুষ্ঠানটি হয় লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চবিদ্যালয়ে। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি এ বি এম রিপন।

লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার ইউসুফ হোসেন বলেন, ‘তোমাদের হাতেই বাংলাদেশের জয়। স্বপ্ন সফল করতে সব সময় চেষ্টা করতে হবে।’ শিক্ষার্থীদের মাদকবিরোধী শপথ পাঠ করান লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোদেজা খাতুন।

আরও বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* চট্টগ্রাম কার্যালয়ের বিশেষ সংবাদদাতা ওমর কায়সার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ হোসেন ও মারজান চৌধুরী শিমু। অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেয় কৃতী শিক্ষার্থী উম্মে সালমা ও মো. ফাইয়াজ। বন্ধুসভার সদস্য ও কৃতী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

কুড়িগ্রাম

অনুষ্ঠানটি হয় পৌর টাউন হলে। স্বাগত বক্তব্য দেন কুড়িগ্রামের *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি সফি খান।

কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মীর্জা মো. নাসির উদ্দিন বলেন, ‘এই জিপিএ-৫ যেন তোমাদের অহংকারী করে না তোলে। এইচএসসি বড় চ্যালেঞ্জের সময়। তোমাদের বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে হবে।’

শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পড়ান *প্রথম আলোর* রংপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক। স্থানীয় বিশিষ্টজন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর্জা মো. নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে এসে ভালো লাগার কথা জানায় কৃতী শিক্ষার্থী ইশরাত জাহান, নুসরাত জাহান, রওনক জাহান ও তওহীদা রসূল। কুড়িগ্রাম বন্ধুসভার বন্ধু জয়িতা ও তাঁর দল নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি করে।

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জিপিএ-৫ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের উৎসবটি পাওয়ার্ড বাই ‘বিকাশ’। সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা-গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন **প্রতিনিধি**, *পিরোজপুর, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা* ও **সংবাদদাতা**, *কুড়িগ্রাম*]

আহত আরও দুজনের মৃত্যু, নিহত বেড়ে ৭৬৫

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **প্রতিনিধি**, *ফেনী*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন আরও দুজন গতকাল সোমবার মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন তরুণ, বাড়ি হবিগঞ্জে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা গেছেন তিনি। অপরজন কিশোর, বাড়ি ফেনীতে। সে মারা গেছে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ)।

এ নিয়ে আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষে গত ১৬ জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৭৬৫ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান মো. কারিমুল ইসলাম (২২)। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। কারিমুলের স্ত্রী ময়না বেগম অন্তঃসত্ত্বা।

কারিমুল ইসলাম যাত্রাবাড়ীর বড় বাজার লেবু ভান্ডার আড়তের কর্মচারী ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ছোট ভাই মাহমুদুল হাসান। তাঁদের গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায়।

যাত্রাবাড়ীর কুতবখালী এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন কারিমুল। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়।

মাহমুদুল হাসান বলেন, ৫ আগস্ট দুপুরে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে পুলিশের গুলিতে বুক, ডান হাত ও থুতনিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন কারিমুল ইসলাম। ওই দিন তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

১ মাস ২৬ দিন লড়াই করে অবশেষে হার মানল চট্টগ্রামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গুরুতর আহত সাইফুল ইসলাম ওরফে আরিফ (১৬)। গতকাল সকালে ঢাকার সিএমএইচে এই কিশোরের মৃত্যু হয়। সাইফুল ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার সিন্দুরপুর ইউনিয়নের মধ্যম কৌশলাপুর গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে।

আলতাফ হোসেনের তিন মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে সাইফুল ছিল সবার বড়। সাইফুলের বাবা *প্রথম আলোকে* বলেন, ৪ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয় তাঁর ছেলে। এ সময় সে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। ঘটনার পর প্রথমে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার সিএমএইচে ভর্তি করা হয়। গতকাল সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাইফুল দাগনভূঞা উপজেলার দরবেশহাট ফাজিল মাদ্রাসার দাখিল শ্রেণির ছাত্র ছিল। ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পর সে নিয়মিত রাজপথে মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নিত।

লালন আনন্দধাম ও দরবারে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও সাভার*

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি দরবার শরিফে আর ফরিদপুরে লালন আনন্দধামে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া সাভারে সুফি সাধক কাজী জাবের আহমেদের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার রাতে এসব ঘটনা ঘটে।

রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে কুমারখালী উপজেলার চর সাদিপুর ইউনিয়নে রশিদিয়া দরবার শরিফে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। বার্ষিক ওরস মাহফিল চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মোটরা গ্রামে রোববার দিবাগত রাত তিনটার দিকে লালন আনন্দধামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। আগুনে পুড়ে গেছে লালন ফকিরের ছবি, বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ ও সাময়িকী। পুড়িয়ে দেওয়া হয় একতারা, দোতারা, বায়া, জুড়ি, গিটারসহ বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র। ভাঙচুর করা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাস্কর্যও।

এদিকে রোববার রাত ৯টার দিকে সাভারে সুফি সাধক কাজী জাবের আহমেদের বাড়িতে হামলা হয়। ওই বাড়ির একটি মাজার ভাঙচুরের চেষ্টা করেন হামলাকারীরা। ইটপাটকেলের আঘাতে ওই বাড়িতে থাকা ২০ থেকে ২৫ জন আহত হন।

ব্যাটারিচালিত রিকশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা | রাজধানীতে ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯ হাজার ৯৬২টি ব্যাটারিচালিত রিকশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে ডিএমপি ট্রাফিক। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গুম কমিশন

সাবেক সেনাপ্রধান শফিউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) এস এম শফিউদ্দিন আহমেদসহ সাবেক তিন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'গুমসংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি'তে অভিযোগ জমা পড়েছে। অন্য দুই সেনা কর্মকর্তা হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. আকবর হোসেন ও মেজর জেনারেল (অব.) মো. সারোয়ার হোসেন।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর (অব.) এম সারোয়ার হোসেন রোববার এই তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অভিযোগে তিনি নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া গুমের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে গুমসংক্রান্ত কমিশনের কমিশনার ও কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, কিছু অভিযোগ তাঁদের কাছে জমা পড়েছে।

অভিযোগ দাখিলকারী আইনজীবী সারোয়ার হোসেন সাবেক তিন সেনা কর্মকর্তাকে স্বৈরাচারের দোসর, গুম-খুনের হোতা, গোপন বন্দিশালা (আয়নাঘর নামে পরিচিতি পাওয়া) সৃষ্টিকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে গুম করার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর বেলা ১১টায় চা-পানের কথা বলে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সদর দপ্তরে ডেকে নিয়ে যান। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলায় সেখানে তাঁকে গোপন বন্দিশালায় নেওয়ার ভয়ভীতি দেখানো হয়। যদিও ১১ ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁকে ছেড়ে দেন।

কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ পুলিশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে অবস্থান কর্মসূচি তুলে নিয়েছেন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান সাবেক সচিব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল আজ মঙ্গলবার দাবি বাস্তবায়নের জন্য আলোচনায় বসবে। তবে আন্দোলন স্থগিত হবে না। যমুনার পরিবর্তে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন তাঁরা।

আবদুল্লাহ আল মামুন আরও বলেন, 'আমরা চাকরিতে প্রবেশের বয়স ন্যূনতম ৩৫ বছর করার দাবিতে যমুনায় গিয়েছি। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দীর্ঘ ভ্রমণের পর দেশে ফেরায় অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। সে কারণে প্রতিনিধি নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে।'

এর আগে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবিতে বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন কয়েক শ চাকরিপ্রত্যাশী। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন। পরে সেখান থেকে আন্দোলনকারীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হন। পুলিশ সড়কে প্রতিবন্ধক (ব্যারিকেড) তৈরি করে তাঁদের আটকে দেয়। তখন আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

আন্দোলনকারী সঞ্জয় কুমার দাস *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা শাহবাগ থেকে যমুনার দিকে রওনা হলে পুলিশ শাহবাগে ব্যারিকেড দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে। পরে সেটি অতিক্রম করে যমুনার সামনে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।'

বিকেল সোয়া চারটার দিকে এই চাকরিপ্রত্যাশী আন্দোলনকারী বলেন, চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ন্যূনতম ৩৫ বছর করার দাবিতে চাকরিপ্রত্যাশীরা এখনো প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে আছেন। সরকারের কাছ থেকে দাবি মেনে নেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য না আসা পর্যন্ত যমুনার সামনে অবস্থান চলবে।

> পুলিশের লাঠিপেটা ও কাঁদানে গ্যাসে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে এক আন্দোলনকারী জানিয়েছেন।

পুলিশের লাঠিপেটা ও কাঁদানে গ্যাসে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে রনি জোয়ার্দার নামের এক আন্দোলনকারী জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা একটি কেপিআইভুক্ত (কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন) এলাকা এবং প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে সভা-সমাবেশের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ জন্য আন্দোলনকারীদের সরে যেতে বলা হয়েছিল; কিন্তু তাঁরা না সরায় সীমিত আকারে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়।

কমিটি গঠন

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। গতকাল বিকেলে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোখলেস উর রহমান। তিনি বলেন, এই কমিটির প্রধান করা হয়েছে সাবেক সচিব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে, যিনি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান। কমিটির সদস্যসচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব। এই কমিটি আগামী সাত দিনের মধ্যে পরামর্শ দেবে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটোই বাড়ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যকর ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। স্থানীয় সরকারের অব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ের অভাব বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁদের পরামর্শ, পরিস্থিতি আরও নাজুক হওয়ার আগে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সরকারের জোর প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত।

অবশ্য গতকাল সোমবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশনে দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। প্রতিটি কমিটিতে দেশের তিনজন বিশেষজ্ঞকে সদস্য করা হয়েছে।

এডিস বাড়ছে, রোগী বাড়ছে

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে, চলতি বছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩০ হাজার ৯৩৮ জন। এর মধ্যে শুধু সেপ্টেম্বরেই আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ হাজারের বেশি মানুষ। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত মাসের প্রথম সপ্তাহে আক্রান্তের হার ছিল ১৪ শতাংশ। মাসের শেষে সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে, তা বেড়ে হয়েছে ২৪ শতাংশ।

বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। সেপ্টেম্বরের প্রথম ৭ দিনে ডেঙ্গুতে প্রাণ হারান ১১ জন। আর শেষ ৭ দিনে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩০ জন।

ডেঙ্গু সংক্রমণের সঙ্গে বাড়ছে এডিস মশার বিস্তারও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কবিরুল বাশারের নেতৃত্বে করা গবেষণায় দেখা যায়, এবার সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে তার আগের সপ্তাহের তুলনায় এডিস মশা বেড়ে গেছে ১৫ শতাংশের বেশি। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন ও সাভারের বিভিন্ন এলাকায় জরিপ করে তিনি এমন তথ্য পেয়েছেন।

গত বছর দেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুর সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়। সে বছর সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে। ওই মাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন। মারা গিয়েছিলেন ৩৯৬ জন।

এবার যেসব কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধি

এ বছরের শুরু থেকেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও মার্চ থেকে তা কমে আসে, অন্তত আগের বছরের তুলনায়। তবে আগস্ট মাস থেকে আবার বাড়তে থাকে সংক্রমণের সংখ্যা।

জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলেন, জুলাই ও আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কারণে ডেঙ্গুর নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কাজগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আন্দোলনের সময় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌরসভা কার্যালয়ে ভাঙচুর হয়। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণ করা হয়।

জনস্বাস্থ্যবিদ আবুল জামিল ফয়সাল *প্রথম আলোকে* বলেন, জনপ্রতিনিধিদের এভাবে ঢালাও অপসারণের ফলে ডেঙ্গু রোধের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। এর ফলে মশা নির্মূল করার সব কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর পর থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নজরের বাইরে চলে গেছে।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের একটি সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেই সমন্বয় হয়নি। প্রতিবছর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা তিন দফায় ডেঙ্গুর লার্ভা জরিপ করে তা স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বর্ষাপূর্ব জরিপ হয়েছিল। কিন্তু বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী জরিপ হয়নি। গত বছর অক্টোবরের মধ্যে এই দুই পর্যায়ের জরিপ সম্পন্ন হয়েছিল।

এখন ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার পেছনে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের অতিবৃষ্টি একটি বড় কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় জুলাই মাসে। কিন্তু এবার জুলাইয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে। যদিও আগস্টে স্বাভাবিকের চেয়ে ৪৬ ভাগ বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৫৩। এটা গত বছর ছিল শূন্য দশমিক ৫২।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক শেখ দাউদ আদনান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ডেঙ্গুতে মৃত্যুর বিষয়টি উদ্বেগের। এর নিয়ন্ত্রণে আমরা কাজ করছি।'

অক্টোবর নিয়ে ভয় কেন

ডেঙ্গু বর্ষাকালের রোগ। ২০০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়ে আগস্ট মাসে। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে সেই চিত্রের কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে।

এখন ডেঙ্গু রোগীর সর্বোচ্চ সংখ্যা সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে হচ্ছে। ২০২২ সালে দেশে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয় অক্টোবর মাসে। এবারও এ মাসে ডেঙ্গুর সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কার কারণ আগের মাসগুলোর অস্বাভাবিক বৃষ্টি।

যুক্তরাজ্যের কেইল ইউনিভার্সিটির এপিডেমিওলজি বিভাগের প্রভাষক নাজমুল হোসেন ডেঙ্গু নিয়ে একাধিক গবেষণা করেছেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, কোনো মাসে প্রতি সেন্টিমিটার বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য পরবর্তী মাসে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৮ শতাংশ এবং তারপর পরবর্তী মাসে ১৭ শতাংশ বেড়ে যায়।'

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে, রোগীর সংখ্যা সাত হাজারের বেশি। এরপরই আছে চট্টগ্রাম বিভাগ, রোগী সাড়ে ছয় হাজারের বেশি। ঢাকার বাইরে সংক্রমণরোধে মাঠপর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন আইসিডিডিআরবির বিজ্ঞানী মোহাম্মদ শফিউল আলম।

এক মাসেই মুগদায় ৩ হাজারের বেশি রোগী

রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুধু সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ৩ হাজার ২৭০ জন। এর মধ্যে রয়েছে ৮৩৯ শিশু। সেপ্টেম্বরে মারা গেছেন ৮ জন। এর মধ্যে শিশু একজন।

রোববার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৫ শিশু ভর্তি হয়েছে। এ বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুগদা হাসপাতালে ৮ হাজার ৮১০ জন ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩২ জন মারা গেছেন।

ডেঙ্গু রোগীর ভিড় মুগদা হাসপাতালে তুলনামূলক বেশি। আশপাশের রোগী ছাড়া দূর থেকেও রোগী আসছেন। মো. হাসানকে গতকাল ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি এক সপ্তাহ চিকিৎসা নিয়েছেন। পেশায় গাড়িচালক হাসানের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। মুগদায় কেন এসেছেন, জানতে চাইলে বলেন, তাঁর এলাকার আরও অনেকেই এখানে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাই তিনিও এখানে এসেছেন।

হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, হাসপাতালের ১২ তলাও ডেঙ্গু রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সরকার থেকে মহাখালীর ডিএনসিসি হাসপাতালেও ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রোগী বেশি হলে সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে বলে জানান এই চিকিৎসক।

এবারের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, সাধারণ লক্ষণগুলোর পাশাপাশি শক সিনড্রোম বেশি। তবে গত বছরের চেয়ে এবার রোগীর সংখ্যা কম। জুলাই থেকে রোগী বেড়েছে বেশি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অ্যান্ড অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে জানা যায়, সারা দেশে শেষ ২৪ ঘণ্টায় (রোববার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ১৫২ জন।

সশস্ত্র বাহিনী পেল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। আগের প্রজ্ঞাপনে কেবল সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। সেটিই সংশোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব সমপদমর্যাদার) বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৭ সেপ্টেম্বর কেবল সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এখন একই স্মারক ও তারিখ ঠিক রেখে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকে (১৭ সেপ্টেম্বর থেকে) ৬০ দিনের জন্য এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ঢাকাসহ সারা দেশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে ১৯ জুলাই রাতে সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও কারফিউ জারি করে সে সময়ের আওয়ামী লীগ সরকার।

বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুবার্ষিকী আজ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তোয়াব খান

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ ১ অক্টোবর। ২০২২ সালের এই দিনে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৯৫৩ সালে *সাপ্তাহিক জনতার* মাধ্যমে সাংবাদিকতায় যুক্ত হন তোয়াব খান। মৃত্যুর আগপর্যন্ত সাত দশক ধরে দেশের সাংবাদিকতায় অনন্য অবদান রেখেছেন তিনি। স্বাধীনতার পর *দৈনিক বাংলার* প্রথম সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন তিনি।

এ ছাড়া সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন তোয়াব খান। মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত তাঁর 'পিণ্ডির প্রলাপ' অনুষ্ঠান ছিল মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা।

শোক

মো. মনিরুজ্জামান সরকার

দৈনিক *প্রতিদিনের বাংলাদেশ*-এর সাবেক জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মো. মনিরুজ্জামান সরকার (৫৭) গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন।

আজ মঙ্গলবার চাঁদপুরের মতলব উত্তরের ছোট লক্ষ্মীপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে। মনিরুজ্জামান স্ত্রী ও দুই ছেলে রেখে গেছেন। তিনি দৈনিক *ভোরের কাগজ*, দৈনিক *জনকণ্ঠ*, *সকালের খবর*, *দেশ রূপান্তর*-এ কাজ করেছেন। **বিজ্ঞপ্তি**

পাওয়ার চেয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে বেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার যেসব সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তার বাস্তবায়নে সহায়তা করতে মূলত অতিরিক্ত ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে জুলাই-আগস্ট সময়ে ছাড় করা হয়েছে কম অর্থ। বিপরীতে এ সময়ে দেশকে নিয়মিতভাবে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে।

বিদেশি ঋণের অর্থছাড়ের নিম্নগতি শুরু হয়েছিল গত জুলাই মাসে। ইআরডির তথ্য অনুসারে, জুলাই মাসে সব মিলিয়ে ৩৫ কোটি ৮৩ লাখ ডলার বিদেশি ঋণ এসেছে। আর ওই মাসে পরিশোধ করা হয়েছে ৩৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার। সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরেই বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়ে চলেছে। চলতি বছরের জুলাই-আগস্ট মাসের চিত্র মূলত সেই পরিস্থিতিকেই প্রতিফলিত করেছে।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ঋণের আসল হিসেবে ৪১ কোটি ৫৬ লাখ ডলার এবং সুদ বাবদ ১৭ কোটি ৩৬ লাখ ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সুদাসল বাবদ বেশি পরিশোধ হয়েছে ১৯ কোটি ডলার। এ সময়ে টাকার অঙ্কে ঋণ পরিশোধ হয়েছে প্রায় ৬ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে ঋণ পরিশোধ প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বেড়েছে। সরকার বিদেশি ঋণের জন্য যে অর্থ পরিশোধ করে, তার জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা হয়।

জুলাই-আগস্ট মাসে ঋণ পরিশোধে খরচ বাড়লেও বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতি প্রায় তলানিতে নেমেছে। ওই দুই মাসে মাত্র দুই কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি মিলেছে।

সাধারণত বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ বিদেশি ঋণ ছাড় করা হয়, ঋণ পরিশোধ হয় তার চেয়ে কম। ইআরডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় গত জুলাই-আগস্ট মাসে বিদেশি ঋণছাড় তুলনামূলক কম হয়েছে। ওই কর্মকর্তারা আরও বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় বেশ কয়েক দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ে বন্ধ ছিল। তখন বিদেশি ঋণের প্রবাহ কমেছে।

এক যুগে বিদেশি ঋণ শোধ তিন গুণ

কয়েক বছর ধরেই বিদেশি ঋণ পরিশোধ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে সব মিলিয়ে ১১০ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করেছিল বাংলাদেশ। প্রায় ১০ বছর পর ২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ পরিশোধ বেড়ে ২০১ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা পৌনে তিন শ কোটি ডলারে পৌঁছায়। বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদেশি ঋণ পরিশোধ বাবদ ৩৩৬ কোটি ডলার দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে। অর্থাৎ গত এক যুগে বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়ে তিন গুণ হয়েছে।

তবে বিদেশি ঋণ নিয়ে চাপ কমাতে সম্প্রতি কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণের আসল শোধ শুরু হওয়ার কথা ২০২৭ সালের মার্চ মাসে। এটি আরও দুই বছর পেছানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া বেইজিংয়ের কাছ থেকে চীনা মুদ্রায় ৫০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ একটি ঋণ নেওয়ার বিষয়ে 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করেছে ঢাকা। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে। বিদেশি ঋণ নেওয়ার সময় সুদের হার, কিস্তি, পরিশোধের মেয়াদসহ শর্তগুলো ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য ইআরডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদেশি ঋণপ্রাপ্তির চেয়ে পরিশোধ বেশি হওয়া অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। অতীতে বেশ কিছু প্রকল্পের জন্য বাছবিচার ছাড়াই বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে। অনেক প্রকল্পে বড় অঙ্কের ঋণ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীতে অর্থনৈতিক সুবিধা (রিটার্ন) কবে পাওয়া যাবে, তা নিশ্চিত নয়। যেমন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

সেলিম রায়হানের মতে, ঋণ করে বিদেশি ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হলে তা দেশের অর্থনীতির জন্য আরও বেশি উদ্বেগের বিষয় হবে। ভবিষ্যতে ঋণের বোঝা আরও বাড়বে। বিদেশি ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ।

ইরানের প্রতিক্রিয়া | হামলার তীব্র নিন্দা করলেও ইরানি নেতারা প্রতিশোধের জন্য সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নেননি।

সংঘাত কি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে

নাসরুল্লাহ হত্যাকাণ্ড

ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন হিজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেবাননের এই শিয়াপন্থী সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং তাতে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা নিয়ে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ লিখেছেন **অ্যারন বক্সারম্যান, রোনেন বার্গম্যান, প্যাট্রিক কিংসলে** ও **স্টিভ লোর**

লেবাননের মিলিশিয়া বাহিনী হিজবুল্লাহ গত শনিবার সংগঠনটির দীর্ঘদিনের নেতা হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তাঁর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রক্সি বা সমর্থকদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি হামলার একটি বড় নিদর্শন।

নাসরুল্লাহকে হত্যার জন্য ইসরায়েলি বোমা হিজবুল্লাহর ভূগর্ভস্থ সদর দপ্তর রক্ষায় তৈরি তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। তাঁর এই মৃত্যু ইরান-সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধকে নতুন ভূখণ্ডে ঠেলে দিল। ইরান বহুদিন ধরেই প্রক্সি বাহিনীগুলোর মাধ্যমে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। এগুলো হলো গাজায় হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেনে হুথিদের বাহিনী।

হিজবুল্লাহ ইরানের অন্যতম সামরিক 'মিত্র'। হিজবুল্লাহকে যদি যথেষ্ট দুর্বল করে দেওয়া যায়, তাহলে ইসরায়েল অনেক কম হুমকি বোধ করবে। একই সঙ্গে ইসরায়েল নিয়ে ইরান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতেও দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

হামলার তীব্র নিন্দা করলেও ইরানি নেতারা প্রতিশোধের জন্য সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ ছাড়া তেহরানে গত মাসে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার জন্য ইরান এখনো ইসরায়েলকে কোন 'শাস্তি' দেয়নি। এসব 'নিষ্ক্রিয়তা'র কারণে কিছু বিশ্লেষক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ইরানিরা আসলে ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতে চায় না।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি শনিবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি হিজবুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সমর্থন করে।'

এই হামলা ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনার ভবিষ্যৎকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। হিজবুল্লাহকে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কিছু দেশ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। বোমা বিস্ফোরণের দিন পর্যন্ত, বাইডেন প্রশাসন ও অন্য মধ্যস্থতাকারীরা গাজা নিয়ে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি কূটনৈতিক চুক্তি করার চেষ্টা করছিল। এই চুক্তিটি হলে ১১ মাসের যুদ্ধের একটা সমাধান হবে, এমন আশা করা হচ্ছিল।

কিন্তু এই হামলা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পাল কিছুটা হাওয়া দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বৈরুতে বোমা হামলার ঠিক আগে গত শুক্রবার তিনি জাতিসংঘে দেওয়া এক ভাষণ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমরা জয়ী।' যুদ্ধবিরতির আহ্বানের মধ্যে তাঁর এই ঘোষণা ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

নাসরুল্লাহকে হত্যার পর তাঁর প্রথম মন্তব্যে শনিবার নেতানিয়াহু বলেন, অসংখ্য ইসরায়েলি এবং অন্যান্য দেশের অনেক নাগরিক হত্যার জন্য দায়ী প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে ইসরায়েল 'খেলা শেষ' করেছে। তিনি আরও যোগ করেন, হিজবুল্লাহ নেতা একজন সন্ত্রাসী ছিলেন।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন শনিবার বলেন, নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড বহু মার্কিনসহ আরও অনেক ভুক্তভোগীর জন্য ন্যায়বিচারের একটি পদক্ষেপ। তবে তিনি যুদ্ধ শেষ করার জন্য আবারও একটি কূটনৈতিক চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।

নাসরুল্লাহর মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে সামনে এসেছে। তিনজন সিনিয়র ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, তাঁরা কয়েক মাস ধরে নাসরুল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই হিজবুল্লাহ নেতা শিগগিরই অন্য কোনো জায়গায় চলে যাবেন, এমনটা জানার পর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় কুদস বাহিনীর একজন সিনিয়র ইরানি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মো. জেনারেল আব্বাস নিলোফোরোশানও নিহত হয়েছেন। জেনারেল নিলোফোরোশান ছিলেন লেবানন ও সিরিয়ার অপারেশন কমান্ডার। তিনি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের একজন অভিজ্ঞ ও ইসরায়েলের হাতে নিহত সবচেয়ে সিনিয়র ইরানি কমান্ডারদের মধ্যে একজন।

দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, নাসরুল্লাহকে হত্যার অভিযানে কয়েক মিনিটের মধ্যে ৮০টিরও বেশি বোমা ফেলা হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার জানিয়েছে যে হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। হতাহতের এই সংখ্যা পরে আরও বেড়েছে।

লেবানন ও গাজায় ইসরায়েলের হামলায়

হাসান নাসরুল্লাহর নিহত হওয়ার ঘটনায় ইরানের রাজধানী তেহরানে শোক জানাতে তাঁর ছবি প্রদর্শন করা হয়। ছবি : এএফপি

- ইরান বহুদিন ধরেই প্রক্সি বাহিনীগুলোর মাধ্যমে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। এগুলো হলো গাজায় হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেনে হুতিদের বাহিনী।
- নাসরুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্য এবং এর বাইরেও ইসরায়েলবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নাসরুল্লাহর মৃত্যু হিজবুল্লাহর জন্য একটি প্রচণ্ড আঘাত।
- ইসরায়েলের জন্য নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড বড় বিজয়ের একটি বিরল মুহূর্ত। হামাস ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে দেশটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে।

হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ইসরায়েল আন্তর্জাতিক নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের অভিযোগ, হামাস সদস্যরা গাজার সাধারণ জনগণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

নাসরুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্য এবং এর বাইরেও ইসরায়েলবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নাসরুল্লাহর মৃত্যু হিজবুল্লাহর জন্য একটি প্রচণ্ড আঘাত। এ ঘটনা ইসরায়েলের সঙ্গে হিজবুল্লাহর কয়েক দশকের পুরোনো লড়াইয়ের একটি যুগের অবসান ঘটিয়েছে এবং সংগঠনটির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। হিজবুল্লাহর নেতা হিসেবে নাসরুল্লাহ একাধিক ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি একই সঙ্গে হিজবুল্লাহর ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক কৌশলবিদ এবং কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে কাজ করেছেন।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শুরু হয়েছিল। সেই ঘটনার সূত্র ধরে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ শুরু করে। হিজবুল্লাহ কয়েক মাস ধরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ না করলে হিজবুল্লাহ তার ফিলিস্তিনি মিত্রের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

কিন্তু নাসরুল্লাহকে হত্যার পরও লেবাননে সংঘাত শেষ হবে না বলে মনে হচ্ছে। শনিবার হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইসরায়েল লেবাননে পুনরায় বিমান হামলা শুরু করেছে।

নাসরুল্লাহ ছিলেন একজন শিয়া ধর্মগুরু। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি লেবাননের একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল এবং ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, ড্রোনসহ অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি শক্তিশালী মিলিশিয়া বাহিনী পরিচালনা করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু হিজবুল্লাহবিরোধী দল নাসরুল্লাহর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্‌যাপন করলেও লেবাননের রাজধানী বৈরুত এবং অন্যান্য অঞ্চলে হিজবুল্লাহ সমর্থকেরা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন। বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মসজিদের বাইরে কয়েকজন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শোকে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমরা তাঁর পথ অনুসরণ করব। তিনি মারা গেলেও জিতবেন।'

নাসরুল্লাহর জন্য শোক প্রকাশ করতে ইরানিরা শনিবার তেহরানের প্যালেস্টাইন স্কোয়ারসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা হিজবুল্লাহর পতাকা নাড়েন এবং ধর্মীয় গীতিনাট্যের মাধ্যমে শোক জানান। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি ইরাকের সব অংশে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেন। হামাস একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে যে ইসরায়েলের এই হত্যাকাণ্ড ফিলিস্তিন এবং লেবাননে প্রতিরোধকে আরও দৃঢ় এবং অবিচল করে তুলবে।

রাজনীতি ও ধর্মের কারণে গভীরভাবে বিভক্ত লেবাননের বিভিন্ন অংশে নাসরুল্লাহর হত্যার ঘটনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বৈরুতের একটি খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত এলাকা আচরাফিহতে নাসরুল্লাহর মৃত্যুর খবরকে অনেকে অস্বস্তির সঙ্গে স্বাগত জানান। সেখানকার অনেক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ নাসরুল্লাহকে পছন্দ করেন না। তবে তাদের কেউ কেউ বেশ চিন্তিত। তাদের আশঙ্কা এই হত্যাকাণ্ড অভ্যন্তরীণ কলহের জন্ম দিতে পারে এবং যার ফলাফল হতে পারে আরেকটি গৃহযুদ্ধ।

সিরিয়ার কিছু অংশে হিজবুল্লাহর ওপর সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হামলা এবং নাসরুল্লাহর মৃত্যুর খবরকে এমনকি রাস্তায় গান গেয়েও স্বাগত জানানো হয়েছিল। হিজবুল্লাহ একটি শিয়া সংগঠন, যারা সিরিয়ায় সুন্নি বিরোধীদের পরাজিত করতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল।

সেই সময় সুন্নি-অধ্যুষিত বেশ কিছু শহরে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল। সেখানকার মানুষেরা মাসের পর মাস অনাহারে ছিলেন। বহু সুন্নি মুসলমানকে আশপাশের শহর থেকে বহিষ্কার করে হয়েছিল। তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী একজন সিরীয় শরণার্থী মোহাম্মদ আল-শামারি নাসরুল্লাহর মৃত্যুকে 'এখন পর্যন্ত সবচেয়ে মধুর সংবাদ' বলে অভিহিত করেছেন।

ইসরায়েলের জন্য নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড বড় বিজয়ের একটি বিরল মুহূর্ত। হামাস ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে দেশটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে হিজবুল্লাহর নেতাকে নিয়ে ভীতির মধ্য ছিল। তাঁরা ভেবেছেন যে কখন তাদের জীবন নতুন করে সহিংসতার দ্বারা বিপর্যস্ত হতে পারে।

ইসরায়েলের সীমান্ত শহর কিরিয়াত শমোনার ডেপুটি মেয়র ওফির ইয়েজেকেলি বলেছেন, হিজবুল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন রকেট হামলার পর শহরটি প্রায় খালি হয়ে গেছে। শহরের বাসিন্দারা এখন বিক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, 'রকেট হামলা হবে কি না, তা জানার জন্য আমরা সব সময় তাঁর কথা এবং তাঁর বক্তৃা অনুসরণ করতাম।' তিনি আরও বলেন, এটি একটি যুগের শেষ।

নাসরুল্লাহর মৃত্যুর পর লেবাননে বিক্ষোভ ও অস্থিরতা ঠেকাতে বিভিন্ন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু স্থানে সেনাবাহিনীর ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছিল। শিয়া ও খ্রিষ্টধর্মাবম্বলীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি নিয়ে কারও কারও মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এরই মধ্যে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিসহ লেবাননজুড়ে হিজবুল্লাহর বিভিন্ন অবস্থানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডএম ড্যানিয়েল হাগারি টেলিভিশন ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁরা হিজবুল্লাহ কমান্ডারদের হামলা, হত্যা ও নির্মূল করতে হামলা অব্যাহত রাখবে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী শনিবার বলেছে যে তারা হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য হাসান খলিল ইয়াসিনকেও হত্যা করেছে। তিনি বেসামরিক ও সামরিক লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করার জন্য দায়ী ছিলেন, এমন দাবি করা হয়েছে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে।

হিজবুল্লাহ নেতাদের লক্ষ্য করে বিমান হামলার পাশাপাশি ড্রোন, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্রসহ হিজবুল্লাহর শক্তিশালী অস্ত্রভান্ডারও ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তু। তবে হিজবুল্লাহর অস্ত্রাগার ধ্বংস করতে ইসরায়েল এখন পর্যন্ত কতটা সফল হয়েছে, সেটা এখনো বলার মতো সময় আসেনি।

● *নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া*

অ্যারন বক্সারম্যান *টাইমস*-এর রিপোর্টিং ফেলো
রোনেন বার্গম্যান *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সাংবাদিক
প্যাট্রিক কিংসলে *জেরুজালেমে টাইমস*-এর ব্যুরো চিফ
স্টিভ লোর প্রযুক্তি ও অর্থনীতিবিষয়ক লেখক
অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তকরণ : **মনজুরুল ইসলাম**

এন্ডোমেট্রিওসিসের আধুনিক চিকিৎসা

ভালো থাকুন

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ডা. আঞ্জুমান আরা বেগম, *বিভাগীয় প্রধান, স্ত্রীরোগ, প্রসূতিবিদ্যা ও বন্ধ্যত্ব রোগ, ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা*

এন্ডোমেট্রিয়াম হলো জরায়ুর সবচেয়ে ভেতরের স্তর, যা প্রতি মাসে মাসিকের সময় রক্তের সঙ্গে বের হয়ে যায়। এই স্তর দুটি হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের প্রতি সংবেদনশীল। এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু জরায়ুর বাইরে ডিম্বনালি, ডিম্বাশয় বা অন্য কোনো জায়গায় থাকতে পারে। এ কারণে এন্ডোমেট্রিওসিসের সৃষ্টি হয়। ফলে মাসিকের সময় জরায়ুর সঙ্গে এসব জায়গায়ও রক্তপাত ও ব্যথা হয়। এটি খুবই কষ্টদায়ক অবস্থা।

উপসর্গ

- মাসিকের সময় পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। অনেকের সব সময় পেটে ব্যথা থাকে।
- যৌনমিলনের সময় ব্যথা।
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা দীর্ঘকালীন রক্তক্ষরণ।
- বন্ধ্যত্ব।
- মূত্র ও মলত্যাগের সময় ব্যথা অনুভব করা।
- দুর্বলতা, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি বমি ভাব, বিশেষত মাসিক চলার অবস্থায়।

কেন হয়

ডিম্বনালি, ডিম্বাশয় বা জরায়ুর অন্য কোনো স্থানে কীভাবে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু আসে?

- মাসিক চক্রের রক্ত যখন শরীরের বাইরে না বেরিয়ে ভেতরে প্রত্যাবর্তন করে এবং বিপরীত গতিতে ডিম্বনালি বা ডিম্বাশয়ে ফিরে আসে, তখন ডিম্বনালি বা ডিম্বাশয়ে এন্ডোমেট্রিয়াল কোষ জন্মাতে শুরু করে।
- অস্ত্রোপচারের কারণে বিশেষ করে সিজারিয়ান পদ্ধতিতে প্রসবকালে অস্ত্রোপচার বা হিস্টারোস্কোপিতে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু ওই জায়গায় জন্মাতে পারে।
- কিছু রোগ প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জটিলতা বা হরমোনগত কারণে পেরিটোনিয়াল কোষ এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুতে পরিবর্তিত হয়।
- এন্ডোমেট্রিয়াল কোষ অন্য কোনো অঙ্গে পৌঁছাতে পারে রক্ত বা লাসিকার মাধ্যমে।
- বয়ঃসন্ধিকালে ইস্ট্রোজেনের কারণে এম্ব্রাজোনিক কোষ এন্ড্রো এন্ডমেট্রিয়াল কোষে রূপান্তরিত হয়।

পরিবারে মা-বোনদের রোগটি থেকে থাকলে ৩০ বছর বয়সের পর যদি কোনো নারী তার প্রথম সন্তানের জন্ম দেন, জরায়ুতে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা থাকলে, স্বাভাবিক সময়ের আগেই বারবার মাসিক শুরু হলে, মাসিক অনেক দিন ধরে চললে অথবা মাসিক চলার সময় অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হলে এর ঝুঁকি বাড়ে।

শনাক্ত

সম্পূর্ণ ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষা এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তকরণে সাহায্য করে। যেমন আলট্রাসাউন্ড, এমআরআই ও বায়োপসি।

চিকিৎসা

- মাসিকের সময় ব্যথা কমানোর ওষুধ সেবন।
- হরমোন থেরাপি ব্যথা কমাতে, মাসিক নিয়মিত হওয়া ও মাসিকের রক্তপ্রবাহ কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। হরমোনের ওষুধগুলো এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুর বৃদ্ধিকে বন্ধ করে দিতে পারে এবং নতুন এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু ইমপ্ল্যান্ট গঠনে বাধা দিতে পারে।
- অস্ত্রোপচারের দ্বারা রূপান্তরিত এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু বাদ দেওয়া হয়। গুরুতর ক্ষেত্রে জরায়ু, ডিম্বাশয়, ডিম্বনালিসহ (ফেলোপিয়ান টিউব) অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
কিডনির পাথর কি ওষুধে বের হয়

গোলাপি রঙের ঘাসফড়িংয়ের দেখা

বিচিত্র

এনডিটিভি

ঘাসফড়িং শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে সবুজরঙা এক পতঙ্গের ছবি। কিন্তু কেমন হবে, যদি হঠাৎ গোলাপি রঙের ঘাসফড়িংয়ের দেখা মেলে? আট বছরের শিশু মিট জেমি এমনই এক গোলাপি ঘাসফড়িংয়ের দেখা পেয়েছে। বিরল এই ঘাসফড়িংকে ক্যামেরায় ধারণ করতে ভুল করেনি সে। আর সেটা করবে নাই-বা কেন। কারণ, জেমি রীতিমতো পুরস্কারজয়ী আলোকচিত্রী।

যুক্তরাজ্যের খুদে আলোকচিত্রী জেমি ইনস্টাগ্রামে ঘাসফড়িংয়ের ভিডিও পোস্ট করে জানিয়েছে, মাঝেমধ্যে অন্য রঙের ঘাসফড়িংয়ের যে দেখা মেলে না, তা নয়। তবে গোলাপি রঙের ঘাসফড়িংয়ের দেখা পাওয়াটা যেন ভাগ্যের ব্যাপার! এমন ঘাসফড়িংয়ের ছবি দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীও মুগ্ধ।

ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মিট লিখেছে, 'বাহ্, মাত্রই একটা গোলাপি রঙের ঘাসফড়িং পেলাম। ১ শতাংশের মতো মানুষ হয়তো তাদের জীবদ্দশায় গোলাপি রঙের ঘাসফড়িংয়ের দেখা পেয়ে থাকে। এর দেখা পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি।'

গোলাপি ঘাসফড়িং কেন গোলাপি রঙের হলো, ভিডিওতে তারও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে জেমি। তার মতে, জিনগত রূপান্তর থেকে এমনটা ঘটেছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে কালো রঙের রঞ্জক উৎপাদিত হয়নি, গোলাপি রঙের রঞ্জক অনেক বেশি উৎপাদিত হয়েছে।

জেমি 'ইগল আইড গার্ল' স্মার্ট নামে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে।

খুদে আলোকচিত্রী মিট জেমির ক্যামেরায় ধারণ করা সেই গোলাপি ঘাসফড়িং।
ছবি : এক্স থেকে নেওয়া

ভিডিওটি ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বেশ প্রশংসা পেয়েছে। অনেকেই জেমির মেধা এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি তার আগ্রহের প্রশংসা করছেন।

এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিশুদের এমনই হওয়ার কথা। শিশুরা তাদের চারপাশের জগৎ নিয়ে আগ্রহী ও কৌতূহলী। আমি এটা পছন্দ করি।'

আরেক ব্যবহারকারী জেমির প্রশংসা করে লিখেছেন, 'তার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে থাকা উচিত। তাকে অভিনন্দন। এই বিরল ও সুন্দর ঘাসফড়িং দেখতে পাওয়ার বিষয়টি আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা।'

একটু থামুন

বাসার ভাই

● লেখা : **আদনান মুকিত**, আঁকা : **আরাফাত করিম**

১৪৮০

ভাই, আপনার ভুঁড়ি তো কদিন পর সিলিং ছুঁয়ে ফেলবে।
ওই মিয়া, মশকরা করো? আমি রেগুলার জিমে যাচ্ছি।
রেগুলার জিমে গিয়েও ভুঁড়ি কমছে না?
না। কারণ, আমি জিমে গিয়েই বাসায় চলে আসি।
কেন?
মনে করি, আজকে থাক, কাল থেকে ব্যায়াম করব। ওই 'কাল'টা আর আসছে না।
চলবে

স্বাস্থ্যবটিকা

● ব্রন স্মিথ

মাসল ক্র্যাম্প হলে কী করব?

আমিও বেশ ভুগেছি!

পা সোজা করে পায়ের পেছনের মাংসপেশিতে হালকা মালিশ করতে পারেন। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে হালকা সেঁক বা পানির বোতলে গরম পানি দিয়ে সেঁক দিতে পারেন ১৫-২০ মিনিট। গর্ভকালীন রগে যে টান পড়ে, বেশির ভাগ সময় প্রসবের পর পায়ের টান চলে যায়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২			৩	৪	
				৫			৬
৭			৮				
		৯		১০		১১	
	১২		১৩		১৪		
১৫		১৬		১৭			১৮
		১৯	২০		২১		
২২			২৩				

বাঁ থেকে ডানে
১. মনের জোর। ৩. শতরঞ্জ খেলা। ৫. ক্লান্তিজনিত বিষণ্ন ভাব। ৭. মনুষ্যত্ব। ৯. কাব্য। ১১. জনপ্রিয় সবজিবিশেষ। ১৩. আবহাওয়া। ১৫. যে নারীর স্বামী মৃত। ১৭. খরচ। ১৯. কমে যাওয়া। ২১. সাহসিকতা। ২২. বল্লরি। ২৩. কাল।

ওপর থেকে নিচে
১. সড়ক। ২. অনর্গল কথা। ৩. ধাওয়া। ৪. নীড়। ৬. দয়াবান। ৮. কবচ। ১০. তালু থেকে উচ্চারিত হয় এমন। ১১. জীবনকাল। ১২. জলের প্রবাহ রোধ করার আল বা প্রাচীর। ১৪. বায়ুবিষয়ক। ১৫. বিশাল। ১৬. কথা। ১৮. উঠান। ২০. ৩০ দিন।

গত সমস্যার সমাধান

মা	য়া	বী		বু	দ্ধি	মা	ন
র		থি	তা	নো		ঝি	
প্যাঁ	চা		মা		স	মা	ন
চ		বি	দি	ত		ল্লা	
	মো	হ		রু	জি		শ
পা	র	ঙ্গ	ম		ব	র	ণ
ঠ	গ		ধ্যা	ন		স্তা	
ক		চি	হ্ন		জ	নি	ত

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট!

● জন গ্র্যাজিয়ানো

মার্কিন কবি এমিলি ডিকিনসনের যেকোনো কবিতা 'দ্য ইয়েলো রোজ অব টেক্সাস' গানটির সুরে গাওয়া যায়।

জাপানের ইতিহাসে ১৬০৩ থেকে ১৮৬৮ সালকে বলা হয় 'এডো পিরিয়ড'। এ সময়ের সামুরাই কিমুরা শিগেনরাই নিজের শিরোস্ত্রাণের ভেতরে ধূপ জ্বালাতেন, যাতে যুদ্ধে তাঁর শিরশ্ছেদ হলেও সুগন্ধ ছড়ায়!

নর্দমার বর্জ্য জমতে জমতে যে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়, তাকে বলে 'ফ্যাটবার্গ'। ২০১৯ সালে ২১০ ফুট লম্বা এক ফ্যাটবার্গ নর্দমা আটকে দিয়েছিল ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে।

বিল্টু : মন খারাপ কেন তোর?
পল্টু : বাসার আরশোলাগুলো প্রতিবেশীর আরশোলাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।
বিল্টু : তাই নাকি! তো যুদ্ধের ফলাফল কী?
পল্টু : আমাদের বাসার আরশোলারা জিতেছে।
বিল্টু : এ তো ভালো খবর!
পল্টু : ভালো খবর! কাল ওরা দুই হাজার যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে এসেছে বাসায়।

কথা অমৃত

কুকুর নিয়ে তেমন কিছুই জানি না, শুধু জানি, ওদের আমি ভালোবাসি।

জো গ্যারেজিওলা
মার্কিন বেসবল খেলোয়াড় (১৯২৬-২০১৬)

সুডোকু

6	8			3	2	1	5	
		4	8		5		7	
7		5		6				
	7	6	1					
	5		6		3		1	
					9	6	3	
				9		2		1
	9		4		7	3		
	6	3	2	5			4	9

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

7	3	5	9	8	2	1	6	4
2	1	4	5	6	7	9	3	8
6	9	8	3	4	1	7	5	2
9	4	2	7	1	3	6	8	5
8	7	3	6	5	4	2	1	9
1	5	6	2	9	8	4	7	3
4	6	7	8	2	5	3	9	1
3	8	1	4	7	9	5	2	6
5	2	9	1	3	6	8	4	7

পিনাটস

● চার্লস শুলজ

'এস পিয়ানো কোম্পানি'তে নতুন একটা পিয়ানোর অর্ডার করেছি।
ভালো একটা অফার চলছ ওদের। প্রতিটা খেলনা পিয়ানোর সঙ্গে জো গ্যারেজিওলার একটা করে ছবি উপহার দেবে।
তোমার পুরোনো পিয়ানোটার তো ইনস্যুরেন্স ছিল, তাই না?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান : সমস্যা ও সমাধানের পথ

আইএলও বাংলাদেশ ও ইউএনপিআরপিডির সহায়তায় বিবিডিএন ও প্রথম আলোর আয়োজনে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান : সমস্যা ও সমাধানের পথ’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪। আলোচকদের বক্তব্যের সারকথা এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান : সমস্যা ও সমাধানের পথ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকার প্রথম আলো কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

মনসুর আহমেদ চৌধুরী
ট্রাস্টি, বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক (বিবিডিএন)

অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারে ছয়টি কমিশন করার উদ্যোগ নিয়েছে। অন্তত চারটি কমিশনের কাছে আমাদের সুপারিশ করতে হবে। প্রথমত, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার-সংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবন্ধীদের নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী প্রত্যেকের জন্য সুবিধাজনক উপায়ে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংস্কার-সংক্রান্ত একটি কমিটি করা হয়েছে। এ কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করতে হবে। এটি শুধু সুরক্ষিত নয়, আইনে লেখা আছে, এর সঙ্গে যদি অন্য কোনো আইন সাংঘর্ষিক হয়, তবে সে আইনটি বাতিল হবে। ২০১৩ সালের আইনে প্রতিবন্ধী নারীদের কথা বলা হয়নি। ২০০৮ সালে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার সনদের সর্বশেষ অ্যাডহক কমিটির মিটিংয়ে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমরা নারী প্রতিবন্ধী ও শিশু প্রতিবন্ধীদের পৃথক দুটি ধারা সংযোজনের দাবি জানিয়েছিলাম। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে অনেক বিতর্কের পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদে এ দুটি ধারাই সংযোজিত হয়েছিল। সুতরাং, সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলোতে আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছেও আমাদের কিছু সুপারিশ করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের চাকরি নিশ্চিতের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। সবচেয়ে বড় চাকরিদাতা কিন্তু সরকার নিজেই। আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, সেখানে কেন আমাদের প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা চাকরি পাবে না। প্রাথমিকের শিক্ষক হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা থাকার পরও তারা কেন চাকরি পায় না? আমি পাইনি, ৫০ বছর আগে সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারিনি। আমাকে একটি মাত্র কারণে চাকরি দেওয়া হয়নি, তা হচ্ছে আমি চোখে দেখি না, আমি নাকি শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। এটাই হচ্ছে একটা অজুহাত। অথচ আমি সেই সুদূর নরওয়ের থমসন ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। অথচ আমি নিজের দেশে সে সুযোগ পাইনি।

আর চতুর্থত, বিচারব্যবস্থা সংস্কারে যে কমিশন হয়েছে, সেখানেও আমাদের নজর দিতে হবে, সুপারিশ দিতে হবে। যাতে করে এভিডেন্স অ্যাক্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় ক্ষেত্রে বাক্‌প্রতিবন্ধী মানুষের বক্তব্য, ফরিয়াদ যেন আদালতের বিচারক গ্রহণ করতে আইনগতভাবে বাধ্য হন। তাদের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালতে ইশারা ভাষার প্রচলন করতে হবে।

পিটার বেলেন
চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), বাংলাদেশ

আইএলওর ম্যান্ডেট হলো সামাজিক ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নেওয়া, যার মাধ্যমে সর্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথে অবদান রাখা। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের মূল ভিত্তি। সম্প্রতি আইএলও একটি বৈশ্বিক জোট গঠন করেছে সামাজিক ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। এই জোটের মূলনীতিগুলো বাংলাদেশের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে অন্যতম হলো কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যায়সংগত সুযোগ তৈরি করা। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং এরপর কর্মক্ষেত্রে সংহত হওয়া প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য একটি মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। শুধু চাকরি প্রদান করাই যথেষ্ট নয়; কর্মস্থানে তাদের ধরে রাখতে হলে সেগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী অভিযোজিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ এখনো রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং কিছু সুযোগ তাদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করা উচিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি প্রদানকে বোঝা হিসেবে দেখা উচিত নয়; বরং তাদের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তারা অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আসে এবং ইতিবাচক করপোরেট ভাবমূর্তি গঠনে ভূমিকা রাখে। দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে, তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ সুবিধা ও অবকাঠামো আয়োজনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে এসব বিধানের স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ডেটা তৈরি করা অত্যাবশ্যক। এ ধরনের ডেটা ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়বদ্ধ রাখা কঠিন হবে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার জন্য অনেক চমৎকার নীতি রয়েছে। এখন কাজ হলো এসব নীতির বাস্তবায়ন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উভয়ের মধ্যে দায়বদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়বদ্ধতা ছাড়া সবচেয়ে ভালো নীতিও সফল হতে পারে না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো মূলধারার মনোযোগ পায় না। অনেক চমৎকার উদ্যোগ রয়েছে, যা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি।

বৈশ্বিকভাবে অনেক বড় ও সুপরিচিত কোম্পানি রয়েছে, যাদের বিস্তৃত বাজার রয়েছে। এসব কোম্পানি তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করবে। এটি আইএলওর গার্মেন্টস সেক্টরে কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেলে, তারা তাদের সম্পদ ও প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। তাদের অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে; শুধু কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

আইএলও কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা নিয়ে কাজ করছে, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংযুক্তির সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি আইএলও কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে লিঙ্গসমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ওপর কাজ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এসব সংলাপ থেকে নতুন ধারণা ও উদ্ভাবন উদ্ভাসিত হবে।

সালমা মাহবুব
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান)

আমরা দেখেছি, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো, সেখানে বৈচিত্র্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো প্রতিনিধিত্ব দেখতে না পাওয়াটা দুঃখজনক।

একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তারা রাষ্ট্রের সংস্কার নিয়ে কাজ করার কথা বলছে। সে জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে আমরা তাদের একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে তা একটি রূপরেখা হিসেবে কাজ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলো আমরা এখনো মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। সেখানে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যেসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকি, তার মধ্য থেকে ১৬টি পয়েন্টের সুপারিশ সরকারের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টার কাছে পেশ করেছি। অন্তর্বর্তী সরকার দুটি পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে। প্রথমত, তাৎক্ষণিকভাবে কী করা যায় এবং দ্বিতীয়ত, স্বল্পমধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে করা যেতে পারে, এমন কিছু খাতভিত্তিক সুপারিশ।

তাৎক্ষণিকভাবে করা যেতে পারে এমন কিছুর ক্ষেত্রে আমরা উপদেষ্টামণ্ডলীতে প্রতিবন্ধীদের একজন প্রতিনিধিকে যুক্ত করার কথা জানিয়েছি। সেটি সম্ভব না হলে অন্তত একজন সহযোগী হিসেবে যেন নেওয়া হয়। আমরা অনতিবিলম্বে প্রতিবন্ধী অধিদপ্তর সচল করার আহ্বান জানিয়েছি।

প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কোটাপদ্ধতির ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছি। এ ক্ষেত্রে নবম থেকে দ্বাদশ গ্রেড পর্যন্ত ২ শতাংশ এবং ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ৫ শতাংশ রাখার সুপারিশ করেছি। এ ছাড়া প্রতিবন্ধিতার মাত্রাভেদে আমরা ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ফোকাল পয়েন্ট বা মুখপাত্র রাখার সুপারিশ করেছি। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা কার্যক্রম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসার কথা বলেছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবহনে ভাড়া রেয়াতের প্রস্তাব করেছি। সংবিধান সংশোধনের কথা চলছে। আমরা সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কোটা রাখার কথা বলেছি। এ ছাড়া রাষ্ট্রের সব অংশীজন সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করারও সুপারিশ করা হয়েছে।

আইন, নীতি, প্রশিক্ষণকেন্দ্র সবই আমাদের আছে। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিকঠাক তথ্য আমরা পাচ্ছি না। প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোয় প্রবেশগম্যতা ও উপযুক্ত শৌচাগারের ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া কর্মসংস্থান খাতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা এখন পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী কাজের ধরন ও সুযোগের বিষয়টি নিয়ে ওয়াকিবহাল নন। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবও রয়েছে। এসব বিষয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

আজিজা আহমেদ
হেড অব অপরেশন্স, বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক (বিবিডিএন)

আজকের গোলটেবিল বৈঠকে আমরা এখানে একত্র হয়েছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে, যা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবিকা নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের বৃহত্তর লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে। এ বৈঠক আইএলও- ইউএনপিআরপিডি প্রকল্পের অংশ।

ইউএনপিআরপিডি (জাতিসংঘের প্রতিবন্ধীদের অধিকারবিষয়ক অংশীদারত্ব) একটি অনন্য প্রকল্প, যেখানে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, সরকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো (ওপিডি) একসঙ্গে কাজ করছে, যার লক্ষ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। ইউএনপিআরপিডি জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সহায়তা প্রদান করে, যাতে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক কনভেনশন (সিআরপিডি) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

আজকের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা এবং বিদ্যমান সুযোগ ও সম্ভাব্য সমাধানগুলো নিয়ে আলোচনা করা।

বাংলাদেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে রয়েছে, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে—উভয় দিক থেকে। সমাজের সব স্তরে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান আলোচনা চলছে। আমাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো আমাদের জন্য ইতিবাচক বলে মনে করি। আমরা মনে করছি, এর ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

আমরা জানি, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে, ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, তবে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং অন্য অংশীদারদের সঙ্গে অর্থবহ সম্পৃক্ততার অভাবে এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আগামী দিনেও যেন এ ধরনের সমস্যা না হয়।

সম্প্রতি প্রতিবন্ধী নাগরিক সংগঠনের পরিষদ (পিএনএসপি) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, শারমিন মুরশিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে কিছু সুপারিশ পেশ করেছে, যা পরিবর্তনের একটি রোডম্যাপ প্রদান করে। এ ধরনের পদক্ষেপগুলো তখনই কার্যকর হবে, যদি আমরা সবাই—সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন সহযোগীরা একসঙ্গে কাজ করি।

আজকের আলোচনায় আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলব, তার মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারার দক্ষতা উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, কাজের ক্ষেত্রে স্থানান্তর, কর্মস্থলে অন্তর্ভুক্তি ও স্থায়িত্ব এবং অর্জিত দক্ষতা ও কর্মসংস্থানকে সহায়তার জন্য সামগ্রিক প্রবেশগম্যতা। সেই সঙ্গে আমরা সরকারের ভূমিকা এবং জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক মানগুলোর ওপরও গুরুত্বারোপ করব। আমরা কীভাবে প্রতিবন্ধী নারীদের সহায়তা করতে পারি, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং বাস্তব ও টেকসই পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অংশীদারত্বগুলোকে শক্তিশালী করতে পারি—সে বিষয়েও আলোচনা করব।

ড. মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়েই এগোতে হবে। পুনর্বাসনের পর তাঁদের কাজের ব্যবস্থা না করা হলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পুনর্বাসনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদের স্বনির্ভর করা। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পড়াশোনা করলেন, পুনর্বাসিত হলেন, দক্ষতা অর্জন করলেন, কিন্তু তিনি যদি কর্মক্ষম না হন, তাহলে প্রকৃত অর্থে তিনি পুনর্বাসিত হন না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের চাহিদা বিবেচনায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ একান্ত প্রয়োজন।

পুনর্বাসনের পেছনে কাজ করেন রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীরা। কিন্তু এখনো সরকারি খাতে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়নি। কেবল কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই মানুষগুলোকে পুনর্বাসন করে, তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সরকারি খাতে হেলথ টিম, রিহ্যাবিলিটেশন টিমের সঙ্গে থেরাপিস্টদের যদি সংযুক্ত করা হয়—ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্টসহ তাঁদের সমমর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে পুনর্বাসিত হয়ে একটা পর্যায়ে তাঁরা সমাজে যেতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী মানুষের দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) তিন থেকে ছয় মাস মেয়াদি এসব প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পার্টনারদের সহযোগিতায় আমরা বিনা মূল্যে বাংলাদেশ টেকনিক্যাল বোর্ডের অধীন এসব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলিং অ্যান্ড লিংকিং কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৫০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখন পোশাক খাতে কাজ করছেন। আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়টিও বেশ জরুরি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবছর ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাঁদের বাসস্থান বা আশেপাশে গিয়ে কিছু করছেন। আমরা তাঁদের কিছু সিড মানি দিই, তাঁরা সেটা কাজে লাগান। শপ কিপিং, পোলট্রি, টেইলারিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং, মোবাইল সার্ভিসিং, বেসিক ইলেকট্রনিকস ট্রেনিং, লাইভ স্টকসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

বিবিডিএন ও আমরা যৌথভাবে জব ফেয়ার আয়োজন করেছি। এ ছাড়া আমরা জব সিলেকশন প্রোগ্রাম করি, যেটাও খুব উপকারে আসে। আগামী সপ্তাহে আমাদের একটি জব সিলেকশন প্রোগ্রাম রয়েছে, যেখানে পোশাক খাতের ৪০টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচন করবে কারা কারা চাকরি করবেন। সুতরাং চাকরির সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত পুনর্বাসন বলে আমরা মনে করি। আমাদের প্রশিক্ষণগুলোকে সফল করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হচ্ছে আবাসন। ভ্রমণ করে এসে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা তাঁদের জন্য কষ্টসাধ্য। পাশাপাশি তাঁদের যেন এসব প্রশিক্ষণ পেতে কোনো অর্থ খরচ না হয়, সেটিও লক্ষ রাখতে হবে।

মির্জা নুরুল গণি শোভন
সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা যাঁরা কাজ করছি, তাঁদের একে অপরের কাজের পরিধি সম্পর্কে জানা জরুরি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা কত, কোন বিষয়ে তাঁর দক্ষতা আছে, তা নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কেবল চাকরি নয়, তাঁরা উদ্যোক্তা হতে পারেন। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বিটিবির সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদের জন্যও কারিকুলাম করা হয়েছে। এগুলো পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে তাঁদের ইন্ডাস্ট্রিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে সুযোগ করে দিলে তাঁরা শিখতে পারবেন।

যেহেতু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো বিভিন্নমুখী, সেহেতু সেখানে একেক জনের একেক ধরনের বিশেষায়িত কাজ করতে পারার সুযোগ থাকে। এখন এসব কাজ শিখে ভালো একজন উদ্যোক্তা হওয়ার পর তারা নিজেরা যখন প্রয়োগ করতে যায়, সেখানে আমাদের অনেকগুলো সমস্যা আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এখন রিফাইন্যান্সিং স্কিম আছে ১৩টি। এর অধিকাংশই এসএমই-সংক্রান্ত। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটা বিশেষ স্কিম চালু করা, তহবিল গঠন করার বিষয়টি বোঝাতে পারি। একজন উদ্যোক্তার সফল হওয়ার প্রথম কাজটিই হচ্ছে আর্থিক সহায়তা পাওয়া। যেহেতু তাদের সবাইকে চাকরি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কোনো প্রণোদনা দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও ভাবতে হবে।

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ডেস্ক বা সেল করার ব্যবস্থা করা গেলে সেখানে কাজের পরিধি বাড়বে। সরকারিভাবে বিসিকের পাশাপাশি বেসরকারি খাত বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-তেও এ ধরনের কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন। এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আছে, অচিরেই দেশ চালাবে রাজনৈতিক সরকারই। সুতরাং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে জাতীয়ভাবে একটা অঙ্গীকার আদায়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

ফারজানা শারমিন
যুগ্ম সচিব, বিকেএমইএ

পেশাজীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাসা থেকে কারখানা বা অফিসে আসতে হয়। প্রতিবন্ধীবান্ধব যানবাহনব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। তাহলে তাঁকে কে কারখানায় নিয়ে আসবেন?

দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো আছে, সেখানে আমরা প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। ১১ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদের সবাইকে হয়তো আমরা প্রশিক্ষণে আনতে পারছি না। এখনো ব্রেইল সিস্টেমের মডিউল আমরা তৈরি করতে পারিনি।

কর্মস্থলে এখনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। আবার কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে, যারা প্রতিবন্ধীবান্ধব সুন্দর শৌচাগারের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু পরিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে এ ব্যক্তিদের আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ধরে রাখতে পারছি না।

জিআইজেডের অর্থায়নে সিডিডি এবং সিআরপি একটা জব ইনক্লুশন প্রোগ্রাম করেছিল। উপযুক্ত ডেটাবেজ না থাকায় বিকেএমইএ থেকে আমরা পর্যাপ্ত দক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পাই নি। সিডিডির সে অনুষ্ঠানে আমরা একটা ডেটাবেজের নকশাও দিয়ে এসেছিলাম। এতে ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে সেন্টারে ডেটা ব্যবস্থাপনা কী রকম হবে এবং প্রধান সার্ভার তা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, তা ছিল। ইন্ডাস্ট্রির মানুষ কীভাবে সেখানে সংযুক্ত হবেন এবং কর্ম-বেকারত্বের বিষয়গুলো ব্যবস্থাপনা করবেন, সে সুপারিশগুলো তুলে ধরা হয়েছিল।

ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সবাই কেবল অপারেটর তৈরি করতে চায়। অপারেটর কেবল একটি পদ। আরও অনেকগুলো পদ ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। কারও হয়তো এমন প্রতিবন্ধকতা আছে যে তাঁর পক্ষে অপারেটর হওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি অন্য কাজ করতে পারবেন। ফ্যাক্টরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসন সুবিধার মতো কোনো সুবিধা দেওয়া যায় কি না, তা ভাবতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিগুলো যখন সরকারের কাছে ভবনের নকশা জমা দেয়, তখনই তা প্রতিবন্ধীবান্ধব কি না, যাচাই করতে হবে।

খোন্দকার সোহেল রানা
অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স কো-অর্ডিনেটর, সাইটসেভার্স বাংলাদেশ

আমরা, সাইটসেভার্স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বিশেষভাবে কাজ করি। আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব থাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে কাজ করা। এ ক্ষেত্রে যাদেরকে আমরা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের অংশীজন বলছি, তারাও কি বিষয়টিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন? না দেওয়ার কারণ হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে যেকোনো কাজে একটি মন্ত্রণালয়ে কিংবা অধিদপ্তরে গেলে সেখান থেকে অন্য মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়; কিন্তু কেন? কারণ, এখানে সমন্বয়ের অভাব। যেমন ধরুন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, সেটিও সমাজকল্যাণে; অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এই সমস্যা নিরসনে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বারবার বলতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে আশা করি কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসবে। সময় লাগবে, তবে পরিবর্তন আসবে। এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

প্রতিবন্ধীবিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার তৃতীয় থেকে দশম অধ্যায়ে কর্মসংস্থান এবং এ সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, প্রবেশগম্যতা, ন্যায়বিচার, অধিকারসহ নানান বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা রয়েছে; কিন্তু যখনই প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ে যাওয়া হয়, তখন আমাদেরকে শুধুই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পথ দেখানো হয়। এসব কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার নিয়ে আমরা যারা কাজ করছি, তাদের মধ্য হতাশ হওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়।

বর্তমানে দেশে যে সংস্কার প্রক্রিয়া চলমান, আমরা আশা করি এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, সুরক্ষা ও তাদের কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

নাজমা আরা বেগম পপি
ন্যাশনাল প্রজেক্ট সাপোর্ট অফিসার্স, ইউএন উইমেন বাংলাদেশ

প্রতিবন্ধী নারীদের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সেটি আরও বেশি। একজন প্রতিবন্ধী নারী আইনগতভাবে যে অধিকারগুলো পাওয়ার কথা, সেগুলো এখনো অনুপস্থিত। প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ২০১৩-এ নারীদের জন্য আলাদা কিছুই বলা নেই। একটি গবেষণা অনুসারে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যে আইন বা রক্ষা কবজগুলো আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে নারীদের বিষয় খুবই নগণ্য পরিমাণে এসেছে।

কর্মসংস্থানের ঘাটতি থাকলেও কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষেরা কাজ করছেন। বেসরকারি খাতগুলোতে প্রতিবন্ধী নারীদের অংশগ্রহণ তেমন নেই। এর একটি বড় কারণ হলো, তারা এই সুযোগের বিষয়ে জানতে পারেন না। এ ছাড়া সাধারণ মানুষের চেয়ে দক্ষতা, কর্মক্ষমতা কম- এই কথা বলে বেসরকারি খাতগুলো প্রতিবন্ধীদের নিতেও চায় না।

এমন অসংখ্য প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন, যাঁরা স্নাতকোত্তর শেষ করেও চাকরি পাচ্ছেন না। সে ক্ষেত্রে তাঁর জন্য বিষয়টি অনেক বেশি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন সাধারণ, সুস্থ মানুষ অন্তত শারীরিক শ্রম কিংবা এমন কিছু একটা করে পেট চালাতে পারেন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেটিও সম্ভব হয় না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারি কিংবা বেসরকারি পর্যায়ের যেকোনো কাজে তাদের সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে হবে। কারণ, তাদের কী দরকার, কীভাবে হলে ভালো হয়, সেটা তারাই ভালো জানবে। প্রতিবন্ধীদের সংগঠনগুলোকে যুক্ত করা না গেলে প্রকল্প যত বড়ই হোক না কেন, ফলপ্রসূ করা যাবে না।

প্রিয়তা ত্রিপুরা
প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, উইম্যান উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ)

প্রতিবন্ধী নারীরা উদ্যোক্তা হওয়ার পথে দুই ধরনের বাধার শিকার হন। প্রথমত, তিনি নারী, দ্বিতীয়ত, তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতাবিহীন ধরেই কাজ শুরু করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বেতের ঝুড়ি কিংবা অন্যান্য হাতের কাজ নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি।

প্রতিবন্ধী নারীদের আগ্রহের জায়গাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যেমন অনেক প্রতিবন্ধী নারী আছেন, যাঁরা বিউটি পারলারে কাজ করতে ইচ্ছুক। তাঁদের সে দক্ষতাও আছে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে যদি আমরা পোশাক খাতে কাজ দিই, তাহলে ফলপ্রসূ হবে না। সুতরাং তাঁদের দক্ষতার দিকটি মাথায় রেখে কাজ করতে হবে।

প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আর্থিক বিষয়টি তাঁদের হাতে থাকে না। দেখা যায় পরিবারের অন্য কেউ একজন এটির দেখভাল করেন। অর্থাৎ নিজেদের অর্থের দিকটিও নিজেদের হাতে থাকে না। স্বল্প ও বৃহৎ পরিসরে প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীদের স্থিতিশীল করতে আরও কাজ করতে পারেন। প্রশিক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে।

মো. জাহিদুল কবির
লিড, ডিসঅ্যাবিলিটি ইনক্লুশন জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক

একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যখন আমরা অন্তর্ভুক্তির মধ্যে নিয়ে আসতে চাই, তখন তাঁর কোথায় কোথায় বাধা আছে, আমরা সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে চাই না। আমাদের সমাজের অনেকের ধারণা যে একটা র‍্যাম্প করে দিলেই বোধ হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হয়ে যাচ্ছে! বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ১১ ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন। প্রতিটি ধরনের মধ্যে আবার মাত্রাভেদে ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিবন্ধী পুরুষ ও প্রতিবন্ধী নারীর অভিজ্ঞতা এক নয়, আবার যাঁরা শহরে বেড়ে উঠেছেন আর যাঁরা গ্রামে বেড়ে উঠেছেন, তাঁদের প্রতিবন্ধকতাও ভিন্ন। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তাঁদের বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিনিধিত্ব এখনো খুবই কম, অনেক ক্ষেত্রে তা শূন্যের কোঠায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইনে প্রতিটি পর্যায়ে কমিটি করার কথা আছে, কিন্তু যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাখা হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় যে কমিটি, সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব কীভাবে অপ্রতিবন্ধী মানুষ করে! প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব জরুরি।

কোনো কোটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, ওটা হচ্ছে একটা সাময়িক সমাধান। প্রতিবন্ধী মানুষ এখনো অনেক বেশি বেকার, সুতরাং তাঁদের জন্য কোটা কেন ৫ শতাংশ বা তার বেশি হবে না? পাঁচ/দশ বছর পর যখন প্রতিবন্ধী মানুষ অনেকেই সরকারি চাকরিতে চলে আসবেন, তখন আবার সেটা কমানো যেতে পারে।

ট্রাফিকের অভিযানে ৭৮৮টি মামলা | রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে গতকাল ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় ৭৮৮টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

জি এম কাদের

জাপাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল আ.লীগ

বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ—এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন, বিএনপি ও জামায়াতকে মামলা-হামলা করে আর জাতীয় পার্টিকে বিভক্ত করে ধ্বংস করতে চেয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয়ে জাতীয় যুব সংহতির নেতাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জি এম কাদের এ কথা বলেন। জি এম কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ দানবীয় শক্তি দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি করতে দেয়নি। বিএনপিকে জেল-জুলুম করে ঘরছাড়া করেছিল। জামায়াতকে তো রাজনীতির মাঠে দাঁড়াতেই দেয়নি। আর ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় পার্টিকে রাজনীতি করতে দেয়নি। নিজ দলের কথা উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, '২০১৪ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ আমাদের মধ্যে একটি দালাল পার্টি তৈরি করে রেখেছিল। অবৈধভাবে তাদের জাতীয় পার্টির লোগো ও প্রতীক ব্যবহার করতে সহায়তা করেছিল আওয়ামী লীগ। টেলিভিশনে গিয়ে তারা জাতীয় পার্টি পরিচয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলত।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

স্মরণ ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ৪ আগস্ট নিহত হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের ছাত্র ইকরামুল হক সাজিদ। গতকাল ছিল এই বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা। পরীক্ষার হলে একটি বেঞ্চের ওপর জাতীয় পতাকা বিছিয়ে তার ওপর ফুল রেখে সহপাঠীরা তাঁকে স্মরণ করেন। ছবি : দীপু মালাকার

বললেন সালাহউদ্দিন আহমেদ

বিচার করতে হবে গুমের সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বাংলাদেশে গুমের সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'আমি এই অনুষ্ঠান থেকে সরকারকে বলছি, যারা গুমের সংস্কৃতির ধারক-বাহক, যারা গুম করেছে, হত্যা করেছে—তারা কারা আপনারা জানেন, বাংলাদেশের জনগণ জানেন। এই জিয়াউল হাসান, বেনজীর, মনিরুল, ডিবি হারুন, বিপ্লব, মেহেদি, যত আছে—নো মার্সি, গো টু জাস্টিস। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তারা মানুষকে গুম করেছে, হত্যা করেছে, তাদের বিচার করতে হবে।'

গতকাল সোমবার বিকেলে জাতীয় জাদুঘরে গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের দুর্ভোগ নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সালাহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন। 'গুম : জান ও জবান' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী ও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'মায়ের ডাক'।

অনুষ্ঠানে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সব জায়গায় ফ্যাসিবাদের দোসরেরা বসে আছে। এরা থাকলে আমরা কীভাবে বিচার পাব?' গুমের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের লড়াইয়ে স্বজনদের পাশে বিএনপি থাকবে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমেদ।

গণতান্ত্রিক সরকার শুধু ভোটের মাধ্যমে হয় না

জন্মদিনে আবুল কাসেম ফজলুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার লেকচার হলে বাংলাদেশ জাগরণী শান্তিসঙ্ঘ বরেণ্য এ অধ্যাপকের জন্মদিনের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আবুল কাসেম ফজলুল হক

বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি বলে মনে করেন বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনি বলেন, গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় তা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক সরকার হয় না। এর সঙ্গে আরও অনেক কিছু দরকার। গণতন্ত্রের ধারণায় বিকাশের ধারণা থাকা দরকার।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার লেকচার হলে নিজের ৮৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জাগরণী শান্তিসঙ্ঘ বরেণ্য এ অধ্যাপকের জন্মদিনের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

অধ্যাপক আবুল কাসেম বলেন, মানুষ বদলাচ্ছে, প্রকৃতি বদলাচ্ছে, রাষ্ট্র-সমাজ বদলাচ্ছে, মানুষের জীবনও বদলাচ্ছে। সেই বদলকেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক এ অধ্যাপকের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশও কথা বলেছেন। দেশের বাম রাজনৈতিক দলগুলো দুর্বলতার কারণে ভোটে জিততে পারে না উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করেন, তাহলে আগামী নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল কে হবে?

অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের মধ্যে কথা বলেন, *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান। গত ৫৩ বছরেও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অধ্যাপক আবুল কাসেমের প্রস্তাবিত ২৮ দফা রাষ্ট্র মেরামতের কাজে সহায়ক হতে পারে উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান।

অধ্যাপক আবুল কাসেমের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গৃহীত প্রস্তাব তুলে ধরেন জাগরণী শান্তিসংঘের সভাপতি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

মুক্ত মতপ্রকাশের জন্য হওয়া মামলা দ্রুত প্রত্যাহার

সাইবার নিরাপত্তা আইন

গতকাল আইন মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাইবার আইনে দায়ের হওয়া স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত (মুক্তমত প্রকাশের কারণে মামলা) মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ ছাড়া এসব মামলায় কেউ গ্রেপ্তার থাকলে তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন। গতকাল সোমবার আইন মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন, ২০০৬; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর অধীন গত আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ৫ হাজার ৮১৮টি মামলা চলমান ছিল। বর্তমানে স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মোট ১ হাজার ৩৪০টি মামলা চলমান, যার মধ্যে ৪৬১টি মামলা তদন্তকারী সংস্থার কাছে তদন্তাধীন এবং ৮৭৯টি মামলা দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন।

এসব মামলার মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তমত প্রকাশের কারণে দায়ের হওয়া মামলাগুলোকে 'স্পিচ অফেন্স' এবং কম্পিউটার হ্যাকিং বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে জালিয়াতিকে 'কম্পিউটার অফেন্স' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মামলাগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের অধীন ২৭৯টি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীন ৭৮৬টি এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীন ২৭৫টি মামলা চলমান।

> গত আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ৫ হাজার ৮১৮টি মামলা চলমান ছিল।

> বর্তমানে স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মোট ১ হাজার ৩৪০টি মামলা চলমান।

বর্তমান সরকার স্পিচ অফেন্স-সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১ হাজার ৩৪০টি স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মামলার মধ্যে বিচারাধীন ৮৭৯টি মামলা আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত প্রত্যাহার করা হবে। তদন্তাধীন ৪৬১টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে।

সুলতান মনসুর ও হেনরী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক দুই সংসদ সদস্যকে গতকাল সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আর জান্নাত আরা হেনরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মৌলভীবাজার থেকে।

যুবদলের নেতা শামীম মোল্লা হত্যা মামলায় সুলতান মনসুরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট রাগীব নূর গতকাল এ আদেশ দেন। কানাডা থেকে সুলতান মনসুর দেশে ফেরেন।

এদিকে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস জানিয়েছেন, গত ৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জ সদর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জান্নাত আরা হেনরী ও তাঁর স্বামী লাবু তালুকদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মৌলভীবাজারের বর্ষিজোড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আইএসপিআর

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল সাইফুলকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রায় এক যুগ আগে গুম হওয়া বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলামের ভাই সাইফুল ইসলাম ওরফে শ্যামলকে গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর শাহীনবাগের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যান সেনাসদস্যরা। এর প্রায় দুই ঘণ্টা পর আবার তাঁকে বাসায় দিয়ে যাওয়া হয়।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাইফুলের বিরুদ্ধে একাধিক চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল।

আইএসপিআরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে রমনা থানায় একটি মামলায় সাইফুল ইসলাম কারাভোগ করেছিলেন। এ ছাড়া আরেকটি মামলায় ২০১৬ সালে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিকটস্থ সেনাবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাইফুল ইসলাম 'মায়ের ডাক' নামক সংগঠনের প্রধান সানজিদা ইসলামের বড় ভাই হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সাইফুলের পারিবারিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের অপপ্রচার অনাকাঙ্ক্ষিত।

কুষ্টিয়ার ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুষ্টিয়া*

নঈম উদ্দিন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইউপি চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু (৫০) দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো গতকাল সকালে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ের নিজ কক্ষে বসে পরিষদের কাজ করছিলেন নঈম উদ্দিন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চেয়ারের পেছনে থাকা জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছোড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

গুলির শব্দে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে তাঁদের লক্ষ্য করেও গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে চেয়ারম্যানের লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে আসার পর উত্তেজনা বেড়ে যায়। পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে বেগ পেতে হয়। সাংবাদিকেরা ছবি নিতে গেলে তাঁদের ওপর চড়াও হন কয়েকজন।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, চেয়ারম্যান নিজ কক্ষের চেয়ারেই বসে ছিলেন। তাঁকে পেছন থেকে জানালা দিয়ে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা গেছেন।

পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের যেকোনো হুমকিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত

পারমাণবিক অস্ত্রনীতিতে পুতিন বদল আনায় ভারতের *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন

সমন্বয় কমিটি বাতিলের যৌক্তিকতা কী

১৩ দিনের মাথায় পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মহলবিশেষের আপত্তিতে যদি সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে সেটি অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকারের সক্ষমতাও সে ক্ষেত্রে প্রশ্নের মুখে পড়বে। এই সরকারকে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রীয় সংস্কারের কাজ করতে হবে এবং জনগণ সেটাই প্রত্যাশা করে। এখন পাঠ্যক্রম সংশোধন ও পরিমার্জন কাজ দেখাশোনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে যদি তা টিকিয়ে রাখা না যায়, তবে তা জনগণের মধ্যে হতাশা তৈরি করবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে গ্রহণ করা কঠিন। তিনি বলেছেন, এটা অনানুষ্ঠানিক কমিটি, ভুলবশত প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। সমন্বয় কমিটি নিয়ে কেন এই লুকোছাপা? উল্লেখ্য, ১৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন-পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে।

এর আগে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন কমিটিতে কমপক্ষে দুজন আলেমকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দল ও সংগঠন। এই দাবি তারা করতেই পারে। কমিটির বিষয়ে কারও ভিন্নমত থাকলে সেটাও যে কেউ জানাতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল একটি গোষ্ঠী কমিটির দুজন সদস্যকে ইসলামবিদ্বেষী ট্যাগ দিয়ে প্রচারণা শুরু করে। কাউকে এভাবে চিহ্নিত করা বা ট্যাগ দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পতিত স্বৈরাচারী সরকার এই কৌশল অবলম্বন করত। এটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী।

কোনো ইস্যুর সঙ্গে যখন ধর্মের প্রশ্ন যুক্ত হয়, তখন বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটির সমাধান খুঁজতে যাওয়া কাম্য নয়। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, সমন্বয় কমিটি বাতিল হলেও পাঠ্যবই পরিমার্জনের কাজ চলবে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপাখানায় দিতে হাতে সময় খুব কম। এখন বড় পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর চাপে সরকার পাঠ্যপুস্তকে নানা পরিবর্তন এনেছে এবং সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। আর এবার অন্তর্বর্তী সরকার মহলবিশেষের আপত্তির মুখে খোদ কমিটিটিই বাতিল করে দিল।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ যে মন্তব্য করেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। তিনি বলেছেন, বাইরের নানা কথাবার্তা বা মিথ্যাচার ও হিংসামিশ্রিত প্রচারণার পর কমিটি বাতিলের মাধ্যমে সরকার নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করল। গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও শিক্ষা সংস্কারের পথে এটি খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার পাঠ্যবই পরিমার্জন করতে গিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল। কমিটি বাতিলের প্রতিবাদে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে শাহবাগ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কর্মসূচি পালিত হয়েছে। যয বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল হিসেবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো, সেই আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালনকারী দুই শিক্ষকের প্রতি এই আচরণ অগ্রহণযোগ্য।

মহলবিশেষের দাবি বা আবদারের মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেভাবে সমন্বয় কমিটি বাতিল করল, তাতে সরকার নিজের দুর্বলতাকেই তুলে ধরল। সরকার কাকে নিয়ে কোন কমিটি করবে, এটা সম্পূর্ণ তাদের এখতিয়ার। অবশ্যই আমাদের সবার চাওয়া থাকবে যোগ্য, উপযুক্ত ও সক্ষম ব্যক্তিরাই সেখানে থাকবেন। সেটি নিশ্চিত করার জন্যও আমরা সরকারকে আহ্বান জানাব। কমিটি গঠন নিয়ে যৌক্তিক সমালোচনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কমিটি গঠন বা বাতিলের নামে শিক্ষকদের অপদস্থ করা বা তাঁদেরকে বিশেষ ট্যাগ দেওয়া পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।

ঝুঁকিতে ৪৪ বন্য প্রাণী

রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা কাম্য নয়

আমরা কে না জানি, বন্যেরা বনে সুন্দর আর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। অথচ সেই বনের প্রাণীদের খাঁচায় পুরে রাখা হয় আর মায়ের কোলে চড়ে শিশুরা সেগুলোকে দেখতে যায়। মানুষের বিনোদনের জন্য পশুপাখিকে চিড়িয়াখানার খাঁচায় পুরে রাখা হয়, আধুনিক সমাজে এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কী আছে? কিন্তু খাঁচায় পুরে রাখা প্রাণীদের কি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয়? সেটি হয় না বলেই সিলেটের টিলাগড় এলাকায় একটি চিড়িয়াখানায় থাকা বন্য প্রাণীদের করুণ পরিস্থিতিতে আমাদের উদ্বেগ তৈরি হয়।

চিড়িয়াখানা নামে পরিচিত হলেও এটি মূলত বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র। প্রায় দেড় মাস ধরে সংরক্ষণ কেন্দ্রটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ইজারাদার লাপাত্তা। তিনি হচ্ছেন সিলেট মহানগর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। সরকারি দলের দাপটে এই ইজারা নিয়েছিলেন মূলত ব্যবসার উদ্দেশ্যে। প্রাণীদের তদারকিতে কখনোই গুরুত্ব দেননি। ফলে দুটি জেব্রা, পাঁচটি ময়ূর ও চারটি খরগোশ মারা গেছে। চিড়িয়াখানার পরিবেশ কোনোভাবেই প্রাণিবান্ধব ও পর্যটকবান্ধব না হলেও টিকিটের অতিরিক্ত মূল্য রাখা হতো এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হতো। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি খুবই গুরুতর।

বর্তমানে সংরক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৩টি ময়ূর, ২০টি হরিণ, অজগর, ৪ ধরনের পাখি, মাছ মিলিয়ে ৪৪টি প্রাণী রয়েছে। নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেক দর্শনার্থী ভেতরে প্রবেশ করেন। খাঁচায় থাকা প্রাণীগুলোকে কৌতূহলবশত মানবখাবার দিচ্ছেন, যা প্রাণীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আবার কেউ কেউ প্রাণীগুলোকে অহেতুক বিরক্ত করছেন। এর মধ্যে একটি অজগরকে খুঁচিয়ে আহত করার ঘটনাও ঘটেছে। খাঁচা বেহাল হওয়ায় পাখিগুলো উড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া বন বিভাগের প্রাণিচিকিৎসক নেই। ফলে কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই প্রাণীর জীবন নিয়ে ঝুঁকি দেখা দেয়। জনবল কম থাকায় কর্মীরা সার্বক্ষণিক প্রাণী ও দর্শনার্থীদের নজরদারি করতে পারেন না। বরং নিজেরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির *প্রথম আলো*কে বলেন, ইজারাদার ইজারা থেকে সরে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। বন বিভাগের পক্ষ থেকে শর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অপারগতার কারণে ইজারার কিস্তির টাকা জমা দিতে বলা হয়েছে। বন বিভাগের জনবল কম। এরপরও সংরক্ষণ কেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি অধিদপ্তরে জানানো হয়েছে। জনবলসংকট কাটিয়ে ইজারাদারকে বাদ দিয়ে শিগগিরই সংরক্ষণ কেন্দ্রটি চালু করা ও খাস সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আমরা আশা করব, দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে চিড়িয়াখানাটির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। ভবিষ্যতে ইজারা দেওয়া হলেও সেখানে কোনোভাবেই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না, সেটিও নিশ্চিত করা হবে। আমরা চাই না চিড়িয়াখানাটির কোনো প্রাণী মারা যাক বা অযত্নে থাকুক।

চিঠিপত্র

চাকসু নির্বাচন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, সংক্ষেপে চাকসু নামে পরিচিত। এটি ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান, নেতৃত্ব প্রদান ও অধিকার সম্পর্কে তাঁদের মতপ্রকাশ করার জন্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে চাকসুর কোনো কার্যকারিতা নেই। নেই কোনো প্রতিনিধি নির্বাচন। শিক্ষার্থীদের অধিকারের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ নেই। বর্তমানে এটি একটি ভাতের হোটেল। শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ এই সংসদ ভাতের হোটেলে রূপান্তরের পেছনে অন্যতম দায় ছিল ছাত্রলীগের গ্রুপভিত্তিক রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীন মনোভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনের কাছে নির্বাচনের মাধ্যমে চাকসু সচল করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মুহাম্মাদ রিয়াদ উদ্দিন
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

শিক্ষাব্যবস্থা

নানা সংস্কারের ডামাডোলে শিক্ষা কি হারিয়ে যাচ্ছে

মনজুর আহমেদ

রাষ্ট্র সংস্কারের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্প্রতি কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্য কিছু বড় বিষয়েও শ্বেতপত্র; পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জটিল ও বহুমাত্রিক শিক্ষা খাত ও উপ খাত চালু রাখার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনের কথা বলা হলেও সামগ্রিক সংস্কার বা পরিবর্তনের উদ্যোগ এখনো নেওয়া হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ২৫ আগস্টে তাঁর প্রথম ভাষণে শিক্ষা নিয়ে চারটি বিষয় উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে পূর্ববর্তী সরকারের অপশাসনে শিক্ষাব্যবস্থা পঙ্গু হওয়া, অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষার ব্যাপক সংস্কারে অঙ্গীকার, পরিবর্তিত সময়ের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম তৈরি করা আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালু করা।

অন্তর্বর্তী সরকারের এখন প্রয়োজন ন্যূনতম সংস্কার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং কোথা থেকে কাজ শুরু হবে, তা স্থির করা। এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে রাজনৈতিক সংলাপ থেকে।

জরাজীর্ণ শিক্ষা

২০১০ সালে একটি জনসমর্থিত শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সব শিশুর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের ধরন নির্বিশেষে এক মূল অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সব বিদ্যালয়ের পাঠদান ও অবকাঠামোর গ্রহণযোগ্য মান নিশ্চিত করা। সে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাও আছে এই নীতিতে। এই পরিকল্পনার কেন্দ্রে ছিল শিক্ষক, শিক্ষার-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষাব্যবস্থার ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি ইত্যাদি। লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ আছে সেখানে। কিন্তু গত দেড় দশকের এসব কাজের জন্য কোনো সমন্বিত ও সামগ্রিক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

উন্নয়ন যা হয়েছে, তা কেবল সংখ্যাগত। প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভাবে এবং ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহির দুর্বলতায় গুণগত ফল অর্জিত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেও শিশুদের অর্ধেকের বেশি মৌলিক সাক্ষরতা ও গণিতের দক্ষতা দেখাতে পারে না। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শিক্ষা-দারিদ্র্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দর্শন, লক্ষ্য ও উন্নয়ন কৌশলের দুর্বলতায় এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের অভাব শিক্ষাকে ক্লিষ্ট করে রেখেছে। তাই শিক্ষায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা আংশিক, খণ্ডিত এবং রোগের মূলে না গিয়ে উপসর্গের চিকিৎসা বলে পর্যালোচকেরা মনে করেন।

২০২২ সাল থেকে নতুন বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম চালু করার উদ্যোগ এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বড় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল খণ্ডিত, আনুষঙ্গিক সবকিছু বিবেচনা না করে বিদ্যালয়ের ও শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও সক্ষমতার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রবল উদ্বেগ ও শঙ্কা সৃষ্টি করে।

প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষার সব খাত ও উপ খাত ধরলে শিক্ষার আয়োজনের সঙ্গে দেশের ১৭ কোটি মানুষের বেশির ভাগ নানাভাবে যুক্ত। শিক্ষার ব্যাপারে আছে তাদের নিজস্ব প্রত্যাশা ও মতামত। তাই সবার আশা পূরণ করে, শিক্ষার সংস্কারে এগিয়ে যাওয়া দুরূহ।

আশু পদক্ষেপ

অতীতের অনাচার এড়িয়ে শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালু রাখার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন। এর জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ কালক্ষেপণ না করেই নেওয়া জরুরি।

১. নতুন স্বাভাবিকের সূচনা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘নতুন স্বাভাবিক’ পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্কে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা নিশ্চিত করতে হবে। শান্তি বিঘ্নকারী, আধিপত্য, চাঁদাবাজির পরিবেশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে হবে। এ জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের সংলাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. গ্রহণযোগ্য কার্যকর নিয়োগের নীতি নির্ধারণ : এই নীতিতে নিয়োগ ও পদায়নে শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা ও শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা হবে একমাত্র মাপকাঠি। এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার আগপর্যন্ত যত নিয়োগ ও পদায়ন হবে, সেগুলো স্বল্পমেয়াদি বা অস্থায়ী বলে বিবেচিত হবে।

৩. নির্বাচিত ছাত্র সংসদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা : সব উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ প্রবর্তন করতে হবে।

৪. আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত না নেওয়া : শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অবাস্তবায়নযোগ্য নতুন বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম স্থগিত করা হয়েছে। তবে বিগত সরকারের সব উদ্যোগ বাতিল বা পরিত্যাগ যুক্তিযুক্ত নয়। নবম শ্রেণি থেকে বিশেষায়িত ধারা পুনঃপ্রবর্তনও যুক্তিসংগত নয়। তেমনি সব নতুন পাঠ্যপুস্তক সম্পূর্ণ বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এগুলোর কিছু সংশোধন করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ

১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ধারাবাহিক উন্নয়ন : শিক্ষাক্রম, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতির পর্যালোচনা ও উন্নয়ন গবেষণানির্ভর ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা নিয়ে ভাবতে হবে নতুনভাবে। মনে রাখতে হবে যে সবার জন্য পেশাদারি বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিবেচনায় রেখে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢেলে সাজাতে হবে।

২. শিক্ষার অর্থায়ন : গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধির অঙ্গীকার। তা কার্যকর করার জন্য সময়সীমা দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।

৩. নিয়মিত নমুনা জরিপ : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় মূল্যায়নে নিয়মিত জরিপ করা প্রয়োজন।

৪. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পেশাদারত্ব : বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মূল্যায়ন নতুনভাবে করা প্রয়োজন। সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্নদের শিক্ষার কাজে আকৃষ্ট করে ধরে রাখার প্রক্রিয়া থাকা দরকার। এ জন্য দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫. শিক্ষার অখণ্ডিত তত্ত্বাবধান : প্রাক্-প্রাথমিক থেকে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে সর্বজনীন ও মানসম্মত করা গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান এক অভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৬. বৃত্তিমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষা : শ্রমবাজারে পরিবর্তন আসে দ্রুত। সেই বিবেচনায় দক্ষতা তৈরি, উদ্যোক্তা তৈরি ও বেকারত্ব প্রশমনে ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের সহযোগিতায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসারের বড় উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ : প্রয়োজনভিত্তিক জবাবদিহি শিক্ষাসেবার জন্য জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। এই লক্ষ্যে অবিলম্বে কয়েকটি জেলায় পাইলট প্রকল্প শুরু করা প্রয়োজন।

সফল অগ্রযাত্রা কীভাবে হবে?

শিক্ষা খাতে সংস্কার সফল করতে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। অতীতেও অনেক ইতিবাচক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি এর অভাবে। আর তাই প্রয়োজন অগ্রযাত্রার কৌশল, প্রক্রিয়া, দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা নির্ধারণ। শিক্ষাবিশেষজ্ঞ, তরুণ প্রজন্মসহ অংশীজনের প্রতিনিধি নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে এসব কাজের নির্দেশনা, পর্যালোচনা, সামগ্রিক নজরদারি করা এবং সরকারকে পরামর্শ দেওয়া আর সেই সঙ্গে জনসাধারণকে অবহিত রাখা। ২০১০ সালের শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী এই কমিশন বিধিবদ্ধ স্থায়ী কমিশনে রূপান্তরিত হতে পারে ভবিষ্যতের নির্বাচিত সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

■ **মনজুর আহমেদ** ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক

গণতন্ত্র ও সুশাসন

স্বৈরাচারের কালাকানুন এখনো কি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে

বদিউল আলম মজুমদার

শেখ হাসিনার পতনের আগে আমার বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করত, আমি কেন কারাগারের বাইরে! আমার উত্তর ছিল, কারাগারেই তো আছি, শুধু পার্থক্য হলো আমি চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নই। এক দশক ধরে, রূপক অর্থে, জাতি হিসেবে আমরা একটা কারাগারের মধ্যেই ছিলাম। আমি ও আমার পরিবারের অনেকের ছিল অনেকটা ‘বন্দীর’ দশা। বহু বঞ্চনা, বিধিনিষেধ, হয়রানি ও হুমকির মধ্যেই আমরা এই সময় পার করেছি।

আমার প্রতি বঞ্চনা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের প্রথম থেকে। ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমাকে কুমিল্লা বার্ড-এর (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি) ‘বোর্ড অব গভর্নরস’-এর সদস্য করা হয়। তবে নতুন সরকার এসেই ২০০১ সালে আমাকে বাদ দিয়ে দেয়।

এর পরেরটি ছিল পারিবারিক বঞ্চনা। আমার বড় ছেলে, মাহবুব মজুমদার। সে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি থেকে স্নাতক, স্টানফোর্ড থেকে স্নাতকোত্তর, যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস ও থিওরিটিক্যাল ফিজিকসে পিএইচডি ডিগ্রি এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে পোস্ট-ডক্টরাল সম্পন্ন করে। এরপর বাংলাদেশের তরুণদের সঙ্গে কাজ করার জন্য দেশে ফিরে আসে। এ ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এরপর শুরু হয় আমার বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ। ২০০২ সালে নাগরিক সংগঠন হিসেবে ‘সুজন’ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ এবং আমি নির্বাচনপ্রক্রিয়া পরিচ্ছন্ন করা এবং সমাজের নানা অসংগতি নিয়ে ছিলাম অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠ। আমাদের তখন বলা হতো আমরা আওয়ামী লীগের সমর্থক। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের আমলে আমরা আখ্যায়িত হই বিএনপি হিসেবে। এই অভিযোগ অব্যাহত থাকে, বিশেষ করে ওবায়দুল কাদেরের মুখ থেকে, আওয়ামী লীগের পতনের দিন পর্যন্ত। এই অভিযোগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শুনেছি, আমি ও আমার মতো আরও চার সোচ্চার কণ্ঠকে থামাতে সরকারের বিশেষ বাহিনী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। তাই ৫ আগস্ট হাসিনার পতন না হলে আমাদের অস্তিত্বই হয়তো বিপন্ন হতো।

আমি শেখ হাসিনার দৃষ্টিতে তাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছি ধাপে ধাপে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমার ওপর প্রথম বড় ধাক্কা আসে ২০১৩ সালের বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেটের সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময়। সেই নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে আমরা সুজনের পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম। আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীদের সবাই ছিলেন বিদায়ী মেয়র। আমরা দেখিয়েছিলাম যে তাঁদের আয়, সম্পদ ও দায়দেনা, বিরোধী বিএনপির প্রার্থীদের তুলনায় ছিল আকাশচুম্বী। সংবাদ সম্মেলনের পর সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছিল ক্ষমতার সঙ্গে জাদুর কাঠি জড়িত। এরপর ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে আমরা বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে তাদের মেয়র প্রার্থীদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছি। আমাদের সব তথ্য ছিল নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা থেকে নেওয়া। এরপরও পরবর্তী সব নির্বাচনের অসংগতিগুলো আমরা তুলে ধরি। বিভিন্নভাবে হুমকিরও সম্মুখীন হই।

> দু-দুবার স্বৈরাচারের (১৯৯০ ও ২০২৪) পতন ঘটলেও তাদের সৃষ্ট কালাকানুন এখনো আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে হলে বিদ্যমান স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙতে হবে

এরপর আসে ২০১৮-এর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এর আগে আগে ৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে জড়িত ছাত্র-তরুণেরা পুলিশ ও হেলমেট বাহিনীর যৌথ আক্রমণে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শহিদুল আলম গ্রেপ্তার হন। সেদিন সন্ধ্যায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট বিদায়ী নৈশভোজে আমার বাসায় আসেন। সেখান থেকে ফেরার সময় ক্ষমতাসীনদের মাস্তানদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাঁর গাড়িবহর। আমার বাসাও আক্রমণের শিকার হয়। আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিদেশি কূটনীতিকদের এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া।

আক্রমণ চলাকালে আমরা ৯৯৯-এ টেলিফোন করি। আক্রমণ শেষ হওয়ার পর পুলিশ আসে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই চলে যায়। পরদিন থানায় গেলে পুলিশ এমনকি আমাদের মামলাও নিতে চায়নি। কয়েক দিন পর তারা আমাদের দেওয়া অভিযোগকে মামলায় পরিণত করে। পুলিশ মামলার চার্জশিটে দাবি করে যে আমরা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে আমার বাসায় ষড়যন্ত্র করছিলাম।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত সরকার আমার পরিবারের ওপর আরেকটি বড় অন্যায় করে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি উত্তরবঙ্গের একটি জেলায় নিজেদের জমিতে স্থানীয় দরিদ্র মানুষের জন্য হাসপাতাল নির্মাণের জন্য অসিয়ত করে যান। এই জমির ওপর দিয়ে হাইওয়ে নির্মাণ করা হয়। এরপর এ জমির ওপর দিয়ে তিনটি বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হয়। গত বছর একই জমির ওপর দিয়ে সরকার পুলিশ এনে জোর করে আরও দুটি ১৩২ কেভির হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়।

গত বছর থেকে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও এনএসআই আমাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে তদন্ত শুরু করে, যা সম্ভবত এখনো চলছে। এ ব্যাপারে এনবিআরও বসে নেই। দ্য হাঙ্গার প্রজেক্টের সব অর্থকড়ি ছাড় বন্ধ করে দেয় এনজিও ব্যুরো। এ ছাড়া যখনই দেশের বাইরে গিয়েছি, তখনই এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন আমাকে বসিয়ে রেখেছে। আর ৫ সেপ্টেম্বর একটি কনফারেন্সে ব্যাংকক রওনা হই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার আগপর্যন্ত এয়ারপোর্টে আমাকে বসিয়ে রাখা হয়।

এসব কারণে, স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, দু-দুবার স্বৈরাচারের (১৯৯০ ও ২০২৪) পতন ঘটলেও তাদের সৃষ্ট কালাকানুন এখনো আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে হলে বিদ্যমান স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙতে হবে।

■ **বদিউল আলম মজুমদার** সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

জাপানের রাজনীতি

ইশিবা শিগেরুর প্রধানমন্ত্রিত্ব সংক্ষিপ্ত হতে পারে

তানিগুচি তোমোহিকো

জাপানের শাসক দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ইশিবা শিগেরুকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করেছে। যেহেতু এলডিপি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তাই ইশিবা জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন।

৬৭ বছর বয়সী ইশিবা বহু বছর ধরে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদে উত্তরণকে তাঁর একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ইশিবার এই রাজনৈতিক উত্থানের উজ্জ্বলতা দ্রুতই ম্লান হয়ে যাবে; সম্ভবত খুব শিগগির। ইশিবার উজ্জ্বলতা শিগগিরই ফিকে হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত, ইশিবা উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের দেশগুলোর সামরিক সংগঠন ন্যাটোর আদলে এশিয়ায় একই ধরনের একটি জোট (যেটিকে ‘এশিয়ান ন্যাটো’ বলা হচ্ছে) গঠনের যে ধারণা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব এবং এটি দিয়েতের (জাপানের পার্লামেন্টের নাম ‘দিয়েত’) বিতর্কে টিকবে না।

ইশিবা নিজেকে নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করলেও কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর খামতি আছে বলে মনে হয়। যখন তাঁর এই খামতি ও ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন তাঁর জনসমর্থন পড়ে যাবে।

ন্যাটোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার পারস্পরিক প্রতিরক্ষা-নিশ্চয়তা। ওই নিশ্চয়তার শর্তে ন্যাটোর যেকোনো একটি সদস্যরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ এলে ন্যাটোর প্রতিটি দেশ সেটিকে নিজের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করে থাকে। আত্মরক্ষার অধিকারকে সমষ্টিগত করে তুললে প্রতিরোধক্ষমতা সর্বোচ্চ হয়ে থাকে।

শিনজো আবের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাপান ২০১৫ সালের দিকে আংশিকভাবে আত্মরক্ষার সমষ্টিকরণ অর্জন করেছিল। কিন্তু সামরিক দিকে ঝুঁকে পড়ার বিষয়ে দেশের ভেতর থেকে সে সময় বিরোধী দলগুলোর দিক থেকে আবে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শুধু জাপানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে আত্মরক্ষার সমষ্টিকরণের দিকে যাওয়া যেতে পারে, এ প্রস্তাবে সবার মত পাওয়া গিয়েছিল।

এশিয়ান ন্যাটোর প্রস্তাবে বলা আছে, যদি ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ আক্রান্ত হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক সহায়তা দিতে জাপানকে প্রস্তুত ও সক্ষম হতে হবে। একইভাবে যদি চীনের নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্ভাব্য সদস্যরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে জাপানকে সমষ্টিগত আত্মরক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সম্ভবত ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়াই ইশিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

সে ক্ষেত্রে ইশিবাকে প্রমাণ করতে হবে, কীভাবে একটি এশিয়ান ন্যাটো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লাভজনক হবে। এখন পর্যন্ত এটিকে অত্যন্ত অসম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে।

তারপর আছে ভারতের প্রশ্ন। শিনজো আবে যখন ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন, চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে থাকা ভারত তার দীর্ঘদিনের মিত্র রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়।

কোয়াডে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ভারত সম্ভবত একটি এশিয়ান ন্যাটোতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। কারণ, মস্কোর সঙ্গে দিল্লি তার সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলতে চায় না।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইশিবা শিগেরু

এ বিষয়ে ভারতকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা জাপানের উচিতও হবে না।

ইশিবার রাজনৈতিক সম্ভাবনা তাঁর কর বাড়ানোর আহ্বানের কারণে আরও ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত ও করপোরেট উভয় ক্ষেত্রেই আয়কর বাড়ানোর সুযোগ আছে। তিনি মূলধন লাভের ওপর করারোপের ব্যাপারেও আগ্রহী।

এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে, ইশিবা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, কর বাড়ানোকে সমর্থন করা একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তিনি নির্বাচনে জিততে পারবেন?

সাধারণ জ্ঞান খাটিয়ে বোঝা যায়, ইশিবা সম্ভবত নিম্নকক্ষটি ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দেবেন, যাতে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাঁর সরকারকে শক্তিশালী করতে পারেন। যদি তিনি সামনের মাসগুলোয় নিম্নকক্ষ ভেঙে দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি সম্ভবত উভয় কক্ষের জন্য আগামী জুলাইয়ে নির্বাচন দিতে পারেন।

অবশ্য ইশিবার কপাল ভালো, জাপানের অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় নেই। জিডিপি সর্বকালের সর্বোচ্চ অবস্থায় আছে। কর রাজস্বও রেকর্ড পরিমাণ এসেছে। তবে বেসরকারি খাতের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ সম্ভব হয়নি। তাই এখন কর বাড়ানোর উপযুক্ত সময় নয়; বরং কর কমানো উচিত। এর কারণ, খুব কম দলই কর বাড়িয়ে নির্বাচনে জিততে পেরেছে।

ইশিবার রাজনৈতিক দীর্ঘায়ু নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ার তৃতীয় প্রধান কারণ হলো তাঁর প্রতি সরকার গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত নেতাদের আনুগত্যের ঘাটতি।

ইশিবা এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন। আমি সে মন্ত্রণালয়ের অনেক বেসামরিক কর্মকর্তাকে চিনি এবং আমি ‘আত্মরক্ষা বাহিনী’র শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও পরিচিত। ইশিবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন, এমন প্রশ্ন করার পর তাঁরা যখন প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তখন দেখেছি, তাঁরা স্পষ্ট কোনো উত্তর দেন না; প্রতিবারই তাঁরা কপালে ভাঁজ ফেলেন।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। তাঁর কাজের প্রায় ৯৯ শতাংশই বিপর্যয় মোকাবিলা করা-সংশ্লিষ্ট কাজ। আর যেকোনো নতুন উদ্যোগ তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন সেগুলো বাজেট বরাদ্দ ও আইনগত দিক থেকে সমর্থন পায়। ইশিবার নতুন উদ্যোগগুলো এই সমর্থন পাবেন বলে মনে হয় না।

■ **তানিগুচি তোমোহিকো** সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের মন্ত্রিসভা

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

আগাম নির্বাচনের পরিকল্পনা

জাপানের নতুন নেতা শিগেরু ইশিবা অক্টোবরের শেষের দিকে আগাম সাধারণ নির্বাচনের পরিকল্পনা করছেন। এএফপি

সংক্ষেপে

পাকিস্তান

বেলুচিস্তানে ২০ পাঞ্জাবি শ্রমিককে অপহরণ

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ থেকে ২০ শ্রমিককে অপহরণ করা হয়েছে। অপহৃত এসব শ্রমিক পাঞ্জাবের বাসিন্দা। পুলিশ গতকাল সোমবার জানায়, একদল সশস্ত্র ব্যক্তি মুশাখালী জেলা থেকে এসব শ্রমিককে অপহরণ করেছে। পাঞ্জাব থেকে আসা এসব শ্রমিক বেলুচিস্তানের একটি গ্যাস কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। অস্ত্রধারীরা শ্রমিকদের তাঁবুতে এসে অতর্কিতে হামলা চালায়। এ সময় অন্তত আটটি বুলডোজারে আগুন দেওয়া হয়। বেলুচিস্তানের পাঞ্জগুর জেলায় বন্দুকধারীর গুলিতে সাতজন শ্রমিক নিহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই অপহরণের এ ঘটনা ঘটল। গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের (সিআরএসএস) হিসাবে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধেই পাকিস্তানে সহিংসতার ঘটনায় অন্তত ৩৮০ জন নিহত হয়েছেন। এই সময়ে আহত হয়েছেন অন্তত ২২০ জন।

জিও নিউজ, *কোয়েটা*

নেপাল

বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৯২

নেপালে ভারী বৃষ্টি থেকে সৃষ্ট বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯২ হয়েছে। এদিকে বন্যার পানি কমতে শুরু করায় রাজধানী কাঠমান্ডুর আশপাশের এলাকাগুলোয় গতকাল সোমবার অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় ভারী বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমন দুর্যোগ পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নিচ্ছে। দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে নেপালে এবার সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। কাঠমান্ডু ও আশপাশের এলাকায় গত শনিবার সকাল পর্যন্ত ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে কাঠমান্ডুর অনেক এলাকা প্লাবিত হয়। ভূমিধসের কারণে অনেক মহাসড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় পুরো দেশ থেকে কাঠমান্ডু সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঋষি রাম তিওয়ারি এএফপিকে বলেন, 'অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে আমরা পুরো মনোযোগ দিচ্ছি, বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন মহাসড়কে আটকা পড়েছেন।' ঋষি রাম তিওয়ারি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত ১৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ৩১ জন।

এএফপি, *কাঠমান্ডু*

লেবাননে ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ। গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। ছবি: এএফপি

স্থল হামলা মোকাবিলায় প্রস্তুত হিজবুল্লাহ

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

হিজবুল্লাহর উপপ্রধান শেখ নাইম কাসেম গতকাল সোমবার দেওয়া এক ভিডিও ভাষণে এ কথা জানিয়েছেন।

রয়টার্স, *বৈরুত*

শেখ নাইম কাসেম

লেবাননে ইসরায়েলের স্থল আগ্রাসন মোকাবিলায় প্রস্তুত হিজবুল্লাহ। সশস্ত্র গোষ্ঠীটির উপপ্রধান শেখ নাইম কাসেম গতকাল সোমবার দেওয়া এক ভাষণে এ কথা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব সংগঠনের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় নতুন প্রধান নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গত শুক্রবার বৈরুতের উপকণ্ঠে হিজবুল্লাহর সদর দপ্তরে ইসরায়েলের হামলায় নিহত হন সংগঠনটির প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। ওই ঘটনার পর সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের কোনো নেতা প্রথমবারের মতো জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

ইসরায়েল তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না মন্তব্য করে ভিডিও বার্তায় কাসেম বলেন, 'আমরা সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করব। ইসরায়েলে যদি স্থলপথে অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়, আমরাও প্রস্তুত আছি। প্রতিরোধ বাহিনীগুলো স্থল হামলা মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে।'

হিজবুল্লাহর উপপ্রধান বলেন, অভ্যন্তরীণ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিগগির নতুন নেতা নিয়োগ দেওয়া হবে। নতুন নেতা নির্বাচনের বিষয়টি স্পষ্ট। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি।

লেবাননে গত দুই সপ্তাহে একের পর এক হামলায় হিজবুল্লাহকে একাধিক ধাক্কা দিয়েছে ইসরায়েল। এসব হামলায় সংগঠনটির প্রধানসহ কয়েকজন কমান্ডার নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের পরবর্তী পদক্ষেপ লেবাননে স্থল অভিযান পরিচালনা বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে লেবানন সীমান্তে বিপুলসংখ্যক ট্যাংক জড়ো করা হয়েছে।

ইয়েমেনেও হামলা ইসরায়েলের

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। গত রোববার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ইরান।

লেবাননে হামাস নেতা নিহত

এদিকে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে একটি শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের নেতা ফাতাহ শরিফ আবু আল-আমিনি নিহত হয়েছেন। হামাসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

হামাস জানিয়েছে, ফাতাহ শরিফ আবু আল-আমিনি লেবাননে হামাসের নেতা ছিলেন। হামাসের প্রবাসী নেতৃত্বের একজন সদস্য ছিলেন তিনি।

বন্ড প্রশ্নে নির্মলার পদত্যাগ দাবিতে সরব কংগ্রেস

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

নির্মলা সীতারমণ

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ওপর ক্রমেই চাপ বাড়িয়ে চলেছে কংগ্রেস। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সরব হওয়ার পাশাপাশি কংগ্রেস বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে বিশেষ দল গড়ে এ বিষয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া দরকার। তা হলে চক্রান্তের চরিত্র স্পষ্ট হবে।

সীতারমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নির্বাচনী বন্ড চালু করে তাঁর দল ও সরকার নির্ভেজাল চাঁদাবাজি চালিয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা জোগাড় করেছে। সুপ্রিম কোর্ট ওই ব্যবস্থা 'অসাংবিধানিক' বলে বাতিল করে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ওই ব্যবস্থা 'কুইড প্রো কো' বলেও মন্তব্য করেছিলেন, যার অর্থ কাউকে কোনো কিছুর বিনিময়ে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া।

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের পর কর্ণাটকের 'জনাধিকার সংঘর্ষ সংগঠন' বেঙ্গালুরুর এক আদালতে নির্মলা ও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে।

ইউক্রেনে নির্ধারণ করা সব লক্ষ্য পূরণ করবে রাশিয়া : পুতিন

দ্য গার্ডিয়ান

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনে তাঁর দেশ যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তা পরিপূর্ণ করা হবে। গতকাল সোমবার এক ভিডিও বার্তায় পুতিন এ কথা বলেন। রাশিয়ার দ্বিতীয় 'পুনরেকত্রীকরণ দিবস' বা 'রিইউনিফিকেশন ডে' উপলক্ষে তিনি এ বার্তা দেন। মস্কোর পক্ষ থেকে চারটি অঞ্চল—দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসনকে রাশিয়ার সঙ্গে একত্রীকরণ দিবস হিসেবে দিনটি পালন করা হয়।

মস্কোর পক্ষ থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে গণভোটের মাধ্যমে একত্রীকরণের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এবার মুখোমুখি বিতর্কে দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জে ডি ভ্যান্স ও টিম ওয়ালজ আজ মঙ্গলবার নিউইয়র্কে বিতর্কে মুখোমুখি হচ্ছেন।

জে ডি ভ্যান্স

টিম ওয়ালজ

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জে ডি ভ্যান্স ও টিম ওয়ালজ আজ মঙ্গলবার নিউইয়র্কে বিতর্কে মুখোমুখি হচ্ছেন। মধ্য আমেরিকান ভোটারদের মন জয় করতে দুই প্রার্থীর মধ্যে তীব্র কথার লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে, তাতে ভোটের ফলাফল নির্ধারণে তাঁদের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

রিপাবলিকান পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ওহাইওর সিনেটর জে ডি ভ্যান্স ও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমিয়ে তুলেছেন। কথাই লড়াইয়েও দুজন বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরেই ডেমোক্র্যাটদের আক্রমণ করে চলেছেন ৪০ বছর বয়সী ভ্যান্স। তিনি ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী কমলাকে 'চাইল্ডলেস ক্যাট লেডি' বলে আক্রমণ করার পাশাপাশি 'বিড়ালখাওয়া অভিবাসী' বলে ভুয়া খবর ছড়ানো ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সামরিক রেকর্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

অন্যদিকে সাবেক শিক্ষক ৬০ বছর বয়সী ওয়ালজ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সুরে ভ্যান্স ও ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন। তিনি রিপাবলিকদের 'অদ্ভুতুড়ে' বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তবে এই দুজনের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে। তা হচ্ছে, কমলা ও ট্রাম্প দুজনই চান যে তাঁদের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের ভোটারদের মন জয় করে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পথ সুগম করবেন।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক থমাস হোয়ালেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা বড় ধরনের নাটক দেখতে চান। আজ মঙ্গলবার তাঁরা টেলিভিশনে তা দেখতে পাবেন। বড় ধরনের পার্থক্য গড়ে দিতে পারে, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ে এমন বিতর্ক আগে তেমন দেখা যায়নি।

ভ্যান্স ও ওয়ালজের এই বিতর্কের আয়োজন করেছে সিবিএস নেটওয়ার্ক। আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এটাই বড় নেতাদের শেষবার মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা হবে।

কমলা হ্যারিসের সঙ্গে দ্বিতীয় বিতর্কে অংশ নেওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাম্প। এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বরের বিতর্কে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জিতেছিলেন বলে বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়।

ভ্যান্স ও ওয়ালজের বিতর্কে আরেকটু বেশি মসলা যোগ করতে বিতর্কের সময় দুজনের মাইক্রোফোন চালু রাখা হচ্ছে। এতে একজনের বক্তব্যের মধ্যেই আরেকজন কথা বলতে পারবেন, যা কমলা-ট্রাম্পের বিতর্কের সময় ছিল না।

আজকের এ বিতর্কে ভ্যান্সের ওপর চাপ বেশি থাকবে। ওয়ালজ তাঁকে নারী ও গর্ভপাত নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য আক্রমণ করতে পারেন। এ ছাড়া ভুয়া তথ্য ছড়ানো নিয়েও তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে। অন্যদিকে ভ্যান্সের পক্ষ থেকে ওয়ালজকে মার্ক্সবাদী হিসেবে আক্রমণ করা হতে পারে।

জরিপে দেখা গেছে, জনপ্রিয় ভোটের হিসাবে ওয়ালজের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন ভ্যান্স। একসময় ভাইস প্রেসিডেন্টের মনোনয়নের দৌগে তাঁর রেটিং ছিল সবচেয়ে কম।

থমাস হোয়ালেন বলেন, 'ভ্যান্সকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আমি মনে করি তাঁর জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে।'

কমলাকে আক্রমণ ট্রাম্পের

গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে কমলা হ্যারিসকে আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি সেখানে অপরাধ দমনে সহিংস পুলিশি অভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে কমলাকে 'মানসিক প্রতিবন্ধী' বলেও অপমান করেছেন।

অস্ট্রিয়ায় ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টির জয়

রয়টার্স, *ভিয়েনা*

হার্বার্ট কিকল

অস্ট্রিয়ায় সাধারণ নির্বাচনে জয় পেয়েছে হার্বার্ট কিকলের অতি ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ায় এই প্রথম কোনো অতি ডানপন্থী দল সাধারণ নির্বাচনে জয় পেল। তবে দলটিকে দ্রুত ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার করতে হবে। কারণ, নির্বাচনে জয়লাভ করলেও ফ্রিডম পার্টি সরকার গঠন করতে পারব কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তাই সরকার গঠন করতে হলে ফ্রিডম পার্টিকে এক বা একাধিক দলের সঙ্গে জোট গড়তে হবে। কিন্তু জোট গড়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

ফ্রিডম পার্টির এই জয়কে 'অভূতপূর্ব', 'ঐতিহাসিক', 'ভূমিকম্প' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষায়িত করা হচ্ছে। গত রোববার অস্ট্রিয়ায় নির্বাচন হয়। নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, ফ্রিডম পার্টি ২৯ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। ইউরোপজুড়ে ডানপন্থীদের উত্থানের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক এটি। তবে দলটিকে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

বর্তমান চ্যান্সেলর কার্ল নেহামারের ক্ষমতাসীন অস্ট্রিয়ান পিপলস পার্টি ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। মধ্য-বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব অস্ট্রিয়া ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

২০% নগদ লভ্যাংশ দেবে বীকন ফার্মা

গত জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে বীকন ফার্মা। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

২৮ দিনে প্রবাসী আয় এসেছে ২১১ কোটি ডলার

চলতি মাসের প্রথম ২৮ দিনে দেশে ২১১ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে। এর আগে মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে প্রবাসী আয় এসেছে যথাক্রমে ৫৮ কোটি ৪৫ লাখ ও ৫৮ কোটি ২৬ লাখ ডলার। তবে পরের দুই সপ্তাহে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কিছুটা কমেছে। এর মধ্যে তৃতীয় সপ্তাহে ৪৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার ও চতুর্থ সপ্তাহে ৪৭ কোটি ৮৮ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে সার্বিকভাবে প্রবাসী আয় এসেছে ৪১৩ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। এর মধ্যে জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ডলার এবং আগস্টে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ডলার আসে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ২৮ দিনে এল ২১১ কোটি ডলার। অর্থাৎ বাকি দুই দিন তথা ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর আরও ১১ কোটি ডলার না এলে গত মাসের তুলনায় এ মাসে প্রবাসী আয় কমবে। বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, দাম বাড়িয়ে প্রবাসী আয় কেনার যে প্রতিযোগিতা ছিল, তা কমে এসেছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়াকড়ি কমায় ব্যাংকগুলোর সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে প্রবাসী আয় বাড়তে শুরু করেছে। **অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক**

ঢাকা ব্যাংকের নতুন এমডি শেখ মারুফ

শেখ মোহাম্মদ মারুফ

শেখ মোহাম্মদ মারুফ ঢাকা ব্যাংকের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, যা আজ মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে। এর আগে তিনি সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ও চিফ বিজনেস অফিসার ছিলেন। ২০১২ সাল থেকে তিনি সিটি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হোলসেল ব্যাংকিং প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৭ সালে সিটি ব্যাংকে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রেজারি প্রধান হিসেবে যোগ দেন। শেখ মোহাম্মদ মারুফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে যোগ দিয়ে ব্যাংকিং কর্মজীবন শুরু করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সংস্কার কার্যক্রমে ঘনিষ্ঠভাবে পাশে থাকবে আইএমএফ

চলমান ঋণ কর্মসূচি

এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক শেষে বহুজাতিক সংস্থাটি বলেছে, এখন বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বাংলাদেশের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়েছে সংস্থাটি। তারা বলেছে, চলতি অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠেয় আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় এসব বিষয়ে আরও আলোচনা হবে।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সপ্তাহব্যাপী বৈঠক শেষে গতকাল সোমবার আইএমএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেছে। সংস্থাটির গবেষণা শাখার উন্নয়ন সামষ্টিক অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিওর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি মিশন গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আইএমএফের প্রতিনিধিদল বেসরকারি খাত, থিঙ্কট্যাংক তথা গবেষণা সংস্থা, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সহযোগীদের সঙ্গেও বৈঠক করে। গতকাল ছিল মিশনের শেষ দিন। এদিন আইএমএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের আতিথেয়তা এবং তাদের অকপট আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন অনেকে—এ কথা উল্লেখ করে তাঁদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছে আইএমএফ। সংস্থাটি বলেছে, এমন কঠিন সময়ে বাংলাদেশের জনগণের পাশে আছে আইএমএফ।

সংস্থাটি বলেছে, দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, যা রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল করা এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এখন অর্থনীতিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার উঠে যায় দুই অঙ্কের ঘরে। উল্লেখযোগ্যভাবে স্থবির হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তার ওপর আন্দোলনের কারণে অস্থিরতা দেখা দেয়। সঙ্গে যোগ হয় বড় আকারের বন্যা। লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির অবনমনের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বাড়তি চাপ তৈরি হয়। কমে যায় রাজস্ব সংগ্রহের গতি। এমন সময়ে এ ঘটনা ঘটেছে, যখন ব্যয়ের চাপ বেড়েছে এবং পুঞ্জীভূত হয়েছে অভ্যন্তরীণ বকেয়া।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইএমএফ বলেছে, আর্থিক খাতের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নীতি ও সংস্কারের ওপর উন্মুক্ত ও ফলপ্রসূ আলোচনা করেছে তারা। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অংশ হিসেবে নীতি পদক্ষেপের সমন্বয়, চলমান সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখা এবং খুব প্রয়োজনীয় নয়, এমন খাতগুলোতে যৌক্তিকভাবে ব্যয় করার সরকারি উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে আইএমএফ। সংস্থাটি নিজেকে 'বাংলাদেশের অবিচল অংশীদার' আখ্যা দিয়েছে। বলেছে, বাংলাদেশ এবং এর জনগণকে সমর্থন করার জন্য আইএমএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আইএমএফ ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি ঋণ কর্মসূচি অনুমোদন করে। এর দুই দিন পরই ঋণের প্রথম কিস্তিতে ৪৭ কোটি ৬৩ লাখ ডলার দেয় তারা। একই বছরের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তিতে আসে ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার। চলতি বছরের জুনে তৃতীয় কিস্তিতে ছাড় হয় আরও ১১৫ কোটি ডলার। তিন কিস্তিতে আইএমএফের কাছ থেকে প্রায় ২৩১ কোটি ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিশ্রুত ঋণের মধ্যে আরও বাকি আছে ২৩৯ কোটি ডলার, যা ২০২৬ সাল নাগাদ আরও চার কিস্তিতে পাওয়া যাবে।

আইএমএফ জানিয়েছে, তাদের সমর্থিত চলমান ঋণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে তারা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করা এবং টেকসই ও ন্যায়সংগতভাবে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়ানো।

এদিকে চলমান ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচির বাইরে আরও প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের ঋণ আইএমএফের কাছে চাইতে পারে বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে এক মাস ধরে প্রাথমিক আলোচনা চলছে। এ নিয়ে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় চূড়ান্ত আলোচনা হবে বলে কয়েকবারই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

অর্থ বিভাগের সূত্রগুলো জানায়, গত এক সপ্তাহের বৈঠকগুলোতে আইএমএফ বাজেট বাস্তবায়ন, সরকারি ঋণ কমানো, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের সম্প্রসারণ, ভর্তুকি কমানোর কৌশল নির্ধারণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে।

প্রথম আলো ডটকম আয়োজিত অনলাইন আবাসন মেলা শুরু হয়েছে। মেলা চলবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এক ফ্রেমে মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন আবাসন ও নির্মাণ খাতের প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শীর্ষ কর্মকর্তারা। গতকাল বিকেলে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে। প্রথম আলো

সাত দিনের অনলাইন আবাসন মেলা শুরু

প্রথম আলো ডটকমের আয়োজন

মেলায় ৪৫টি আবাসন প্রতিষ্ঠান, ৩ লাখ ১৫ হাজার কাঠার প্লট ও ৬ হাজার ২২৫টি ফ্ল্যাট প্রদর্শন করা হচ্ছে। সপ্তমবারের মতো এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'সুযোগ এসেছে আবার, ঘরে বসেই স্বপ্নের আবাস খোঁজার' স্লোগানে সপ্তমবারের মতো শুরু হয়েছে 'ডিবিএল সিরামিকস অনলাইন আবাসন মেলা'। এই মেলার মাধ্যমে গ্রাহকেরা ঘরে বসেই জমি, ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের খোঁজখবর নিতে পারবেন। সাত দিনের এই মেলায় ৪৫টি আবাসন প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ৩ লাখ ১৫ হাজার কাঠা প্লট এবং ২৮৩টি প্রকল্পের ৬ হাজার ২২৫টি ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রথম আলো ডটকমের আয়োজনে অনলাইন আবাসন মেলাটি গতকাল সোমবার সকালে শুরু হয়। আর গতকাল বিকেলে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে আয়োজনটির সূচনা হয়। মেলা আয়োজনের নানা দিক তুলে ধরেন *প্রথম আলোর* চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এ বি এম জাবেদ সুলতান। এরপর মঞ্চে আসেন *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান।

মতিউর রহমান বলেন, 'বর্তমানে আবাসন ব্যবসা নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতীতেও খাতটি বিভিন্ন সংকটে পড়েছে; আবার কাটিয়েও উঠেছে। এখন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও ব্যাংক খাতের সমস্যার কারণে সংকট এসেছে। তার আগে ঢাকা মহানগরের জন্য নতুন বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপের কারণে সমস্যায় পড়েছে আবাসন খাত। ড্যাপ নিয়ে আপনাদের (আবাসন ব্যবসায়ী) আপত্তি আছে। এটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।'

এবারের মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিবিএল সিরামিকস। কৌশলগত অংশীদার আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। বিশেষ সহযোগী হিসেবে আছে আসবাবের ব্র্যান্ড হাতিল। এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংক বিশেষ অংশীদার এবং ন্যাশনাল পলিমার (এনপলি) ও বিক্রয় ডটকম কোস্পনসর হয়েছে।

অনলাইন আবাসন মেলা আয়োজনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'মেলাটি আমাদের সংগঠনের সদস্য ও সংযোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করবে।' তিনি বলেন, '২০২২ সালে প্রণীত নতুন ড্যাপের মাধ্যমে রাজধানীর আবাসন খাতে একধরনের বৈষম্য করা হয়। ফলে একেক এলাকায় ভবনের উচ্চতা একেক রকম দেওয়া হচ্ছে। এটি ব্যবসার ক্ষতি করছে। আমরা রাজউককে ড্যাপ সংশোধনের একটি প্রস্তাব দিয়েছি। তারা সে অনুযায়ী সংশোধন করলে আবাসন ব্যবসার পরিবেশ ফিরে আসবে।'

ডিবিএল সিরামিকসের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ কাদের বলেন, 'ডিবিএল গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল সিরামিকস আবাসন খাতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা অনলাইন আবাসন মেলার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন হাতিলের সহকারী পরিচালক মাইশা রহমান, ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব রিটেইল ল্যান্ডিং মো. মনিরুল ইসলাম, ন্যাশনাল পলিমারের (এনপলি) বিক্রয় পরিচালক মো. মাহমুদুল ইসলাম, বিক্রয় ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ঈশিতা শারমিন।

আরও বক্তব্য দেন রূপায়ণ হাউজিং এস্টেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. আলীনূর রহমান, র‍্যাংগস প্রোপার্টিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাহবুবুর রহমান, ক্রিডেন্স হাউজিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জিল্লুল করিম, অঙ্গন ডেভেলপমেন্টসের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাদাত হোসেন, কৃষিবিদ গ্রুপ রিয়েল এস্টেটের এমডি মো. আলী করিম বিশ্বাস, নতুনধরা অ্যাসেটসের নির্বাহী পরিচালক শাহীন মিয়া শিকদার, অ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজিসের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর গোলাম মোহাম্মদ আলী, ট্রপিক্যাল হোমসের এমডি শেখ রবিউল হক, ইনটেক প্রোপার্টিজের এমডি এম ফখরুল ইসলাম, মেরিন গ্রুপের এমডি এন-ই-খোদা, স্বপ্ননিবাস অ্যাসেটসের এমডি মো. সোলায়মান শাওন এবং মাস্কট প্রোপার্টিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নঈম শরীফ।

শেষে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে বিশেষ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান, রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান ও ডিবিএল সিরামিকসের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ কাদের। শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন অয়ন চাকলাদার ও আতিয়া আনিসা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, রিহ্যাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, পরিচালক মোবারক হোসেন, এ এফ এম উবায়দুল্লাহ, সেলিম রাজা, মুহাম্মদ লাবিব বিল্লাহ্‌সহ বিভিন্ন আবাসন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

এবারের অনলাইন আবাসন মেলায় অংশ নিয়েছে রূপায়ন হাউজিং এস্টেট, ট্রপিক্যাল হোমস, র‍্যাংগস প্রোপার্টিজ, আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক, ভাইয়া গ্রুপ, অঙ্গন প্রোপার্টিজ, নর্থ-সাউথ গ্রুপ, ক্রিডেন্স হাউজিং, পূর্বাচল মেরিন সিটি, নতুনধরা অ্যাসেটস, কমপ্রিহেনসিভ হোল্ডিংস, আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন, স্বপ্ননিবাস অ্যাসেটস, জেবিএস, কিউব হোল্ডিংস, কনকর্ড গ্রুপ, দোয়েল ডেভেলপমেন্ট প্রোপার্টিজ, কৃষিবিদ গ্রুপ রিয়েল এস্টেট, অ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্টস টেকনোলজিস, শামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট, জেসিএক্স, নেস্ট ডেভেলপমেন্টস, ইউনিমাস হোল্ডিংস, সুবর্ণভূমি হাউজিং, এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন, মাসকট প্রোপার্টিজ, অ্যাসোর্ট হাউজিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, পারটেক্স বিল্ডার্স, ইনটেক প্রোপার্টিজ, ইন্টেরিয়র প্রতিষ্ঠান ফার্নি ইত্যাদি।

abashonmela.pro ওয়েবসাইটে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত এ মেলা চলবে।

শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে। বিজ্ঞপ্তি

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির বৈঠক

শ্রমিকেরা উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা পাননি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, তার ন্যায্য হিস্যা শ্রমজীবীরা পাননি। এর কারণ হিসেবে শ্রমিকনেতারা বলেছেন, শ্রমিকদের মজুরি যথোপযুক্ত নয়। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাসস্থান, মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ যেসব ব্যবস্থা থাকার কথা, সেগুলোও যথেষ্ট নয়।

শ্রমিকদের কল্যাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ করেছেন শ্রমিকনেতারা। যেমন ভবিষ্য তহবিলসহ সামাজিক সুরক্ষার অন্য যেসব উপকরণ রয়েছে, সেগুলোও যথাযথ নয়। আইনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও তাঁরা নির্বিঘ্নে তা করতে পারছেন না। এ ছাড়া অনেক শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যেগুলো চালুর যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতির ব্যত্যয় ঘটছে; বড় বড় কায়েমি স্বার্থের প্রভাবে তা হচ্ছে।

গতকাল সোমবার ঢাকার শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে শ্রমিকনেতাদের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথাগুলো বলেন কমিটির প্রধান ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

বাংলাদেশে এখন শিল্পক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ছাড়া শ্রমিকনেতাদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে দেশের শ্রম আইনের সামঞ্জস্য না হওয়ায় শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে শ্রমিকনেতারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমিকদের এসব আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় আমলে নেওয়া হবে।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠনের এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কমিটি অনুসন্ধান করে কী পেল—এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রথমে কমিটির কাজের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সদস্যরা কে কোন কাজ করবেন, তা বণ্টন করা হয়েছে। ১১ জন মানুষ ২৩টি বিষয়ে কাজ করছেন। কে কোন বিষয়ে কাজ করছেন, তা পরে সাংবাদিকদের জানানো হবে।

এ ছাড়া সরকারি পরিসংখ্যানের যথার্থতা যাচাইয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, যেমন আজ (গতকাল) শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা হলো। খাতওয়ারি আরও আলোচনা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারী ও সাহায্যদাতাদের সঙ্গেও আলোচনা হবে। বৈঠকের মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য আসছে, এখন তা আত্মস্থ করা হচ্ছে।

শ্বেতপত্র কমিটি কি অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করছে, নাকি অনিয়ম-দুর্নীতির কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে—এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গবেষণাপদ্ধতির মূল বিষয় হলো কোনো একটি উৎসের প্রতি আস্থা না রেখে আরেকটি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা। যেসব প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত তাদের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। এসব তথ্য যারা ব্যবহার করে তারা কী সমস্যায় পড়েছে, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে গত ২৮ আগস্ট দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

শ্বেতপত্রে মোট ছয়টি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পদ, সরকারি ব্যয় (সরকারি বিনিয়োগ, এডিপি, ভর্তুকি ও ঋণ), ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের বিষয়াদি থাকবে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকবে উৎপাদন, সরকারি কেনাকাটা ও খাদ্য বিতরণ এবং বাহ্যিক ভারসাম্যের মধ্যে থাকবে রপ্তানি, আমদানি, প্রবাসী আয়, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিদেশি অর্থায়নের প্রভাব ও ঋণ।

ডরিন পাওয়ারের বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বিক্রি ২০ কোটি টাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকার পরিবর্তনের পর বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বিক্রি শুরু করেছে ডরিন পাওয়ার। এরই মধ্যে দুটি বন্ধ বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দিয়েছে কোম্পানিটি। গত ফেব্রুয়ারিতে এই দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ নতুন করে আর বাড়বে না, এমন আশঙ্কা থেকেই ডরিন পাওয়ার যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দেয় বলে জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ডরিন পাওয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বিক্রির এই তথ্য বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল সোমবার কোম্পানিটির ফেনীর ২২ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রপাতি বিক্রির তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে গত ২১ আগস্ট কোম্পানিটি তাদের টাঙ্গাইলের ২২ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রপাতি বিক্রির কথাও জানিয়েছিল।

জানা গেছে, ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বন্ধ বিদ্যুৎকেন্দ্র দুটির যন্ত্রপাতি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় ডরিন পাওয়ার। এই দুটিসহ তাদের মোট তিনটি বিদ্যুকেন্দ্রের মেয়াদ ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়েছে। এরপর চুক্তি নবায়নে উদ্যোগী হয় ডরিন পাওয়ার। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় চুক্তি নবায়নের আশ্বাস পেয়ে অপেক্ষায় ছিল তারা। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর এখন কোম্পানিটি মনে করছে যে তাদের সঙ্গে বিপিডিবির চুক্তি নবায়নের সম্ভাবনা কম। এ কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতির পাশাপাশি জমিও বিক্রির চেষ্টা করছে তারা।

ডরিন পাওয়ারের মালিকানায় ছিল সাবেক ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগদলীয় সাবেক সংসদ সদস্য নুরে আলম সিদ্দিকীর পরিবার। বর্তমানে কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরে আলম সিদ্দিকীর ছেলে ও আওয়ামী লীগদলীয় সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী। আর চেয়ারম্যান হলেন তাহজীব আলম সিদ্দিকীর স্ত্রী আনজাবিন আলম সিদ্দিকী।

কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর বিদ্যুৎ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয় ডরিন পাওয়ার। ওই বছরই উল্লিখিত তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্র সরকারের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তিতে উৎপাদন শুরু করে। ডরিন পাওয়ার জানিয়েছে, টাঙ্গাইল ও ফেনীর দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ২০ কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। রূপসী বাংলাদেশ গ্রুপ ও ট্রাস্ট মেরিন সার্ভিসেস নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে এসব যন্ত্রপাতি বিক্রি করা হয়। যন্ত্রপাতির পাশাপাশি দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জমিও বিক্রির চেষ্টা চলছে।

করপোরেট সংবাদ

বাজারে 'লিয়োনা' নামে নতুন সাবান এনেছে এসিআই

এসিআই কনজ্যুমার ব্র্যান্ডস দেশের বাজারে এনেছে ব্যালান্সড ময়েশ্চার বিউটি সোপ 'লিয়োনা'। সম্প্রতি নতুন এই পণ্যের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসিআই কনজ্যুমার ব্র্যান্ডসের বিজনেস ডিরেক্টর কামরুল হাসান ও বিজনেস ম্যানেজার জামান আসিফ আহমেদ। রোজ অ্যান্ড গ্লিসারিন এবং কোকোনাট মিল্ক—এই দুটি ভেরিয়েন্টে বাজারে লিয়োনা বিউটি সোপ পাওয়া যাবে। **বিজ্ঞপ্তি**

বাড়ি হস্তান্তর করেছে এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন

পূর্বাচলে দুটি নতুন ডুপ্লেক্স বাড়ি গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করেছে এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউনের নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী কামরুল আহসান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউনের বিক্রয় পরিচালক অলি উল্লাহ ও এস এম শাকিল সারওয়ার; সিএসও মোহাম্মাদ মেশকাত হোসেন; মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মাদ জসীম উদ্দিন; জ্যেষ্ঠ ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক সাকিব হোসেনসহ প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মকর্তারা। **বিজ্ঞপ্তি**

এসবিএসি ব্যাংকে নতুন চেয়ারম্যান

মোখলেসুর রহমান

বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মো. মোখলেসুর রহমান এসবিএসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তিনি এই ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা পরিচালক। এর আগে তিনি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। মোখলেসুর রহমান বিঅ্যান্ডটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কনটেক কনস্ট্রাকশন, বিঅ্যান্ডটি নিটওয়্যার, বিঅ্যান্ডটি ক্যাবলস, বিঅ্যান্ডটি কোল্ড স্টোরেজ, বিঅ্যান্ডটি ডেভেলপমেন্ট, বিঅ্যান্ডটি মিটার, বিঅ্যান্ডটি ট্রান্সফর্মারস, স্মার্ট মিটার, প্রি-স্ট্রেসড পোলস, নেক্সাস সিকিউরিটিজ, তুষার সিরামিকস, পিএমজে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, বিডি গেম স্টুডিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মোখলেসুর রহমান চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি দিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স ও প্রথম আলো মিলে তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করেছে 'আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার ২০২৩'। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে সাধারণের মধ্যে থেকেও যাঁরা অসাধারণ, এমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে সম্মানিত করা হবে।

আয়োজকেরা জানান, কৃষি, প্রযুক্তি, উৎপাদনশিল্প, রপ্তানি শিল্প ও নারী উদ্যোক্তা—এই পাঁচ ক্যাটাগরি বা শ্রেণিতে সেরা এসএমই উদ্যোক্তার পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ছাড়া দুজন পাবেন সম্মানজনক স্বীকৃতি। আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় ঢাকার একটি হোটেলে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।

এই আয়োজনের পুরস্কার বিতরণী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এ ছাড়া উপস্থিত থাকবেন আইডিএলসি ফাইন্যান্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম জামাল উদ্দিন ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি শুধু আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য।

সাবেক মন্ত্রী, পুলিশ কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও তাঁর পরিবারের দুই সদস্যের ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। অন্যরা হলেন তাঁর স্ত্রী সিতারা আলমগীর ও পুত্র জয় আলমগীর।

এ ছাড়া ঢাকা মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করার হয়েছে। একই সঙ্গে স্থগিত করা হয়েছে রাজশাহীভিত্তিক আলোচিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপের চেয়ারম্যান জাহান বক্স মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা বেগম এবং এমডি আমিনুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী মোছা. ইসরাত জাহান, পুত্র এজাজ আবরার ও কন্যা আফরা ইবনাতের ব্যাংক হিসাব। একই সঙ্গে তাঁদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত করা হয়েছে।

আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সম্প্রতি এসব ব্যাংক হিসাব স্থগিত করে।

আগে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন তারিখে কফি দিবস পালন করত। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক কফি সংস্থার উদ্যোগে ১ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক কফি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৭৭টি দেশে দিনটি পালন করা হয়।

বড় হচ্ছে কফির বাজার, দেশে বেড়েছে কফির চাষ

এআই আর্ট/প্রথম আলো

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম

এক দশক আগেও দেশের কফির বাজারে বড় শিল্পগোষ্ঠীর আধিপত্য তেমন ছিল না। সুইজারল্যান্ডের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নেসলেই মেটাত কফির সিংহভাগ চাহিদা। এর বাইরে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান কফি আমদানি করে বাজারজাত করত। তবে মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নেসলের পর কয়েকটি শিল্প গ্রুপ ও প্রতিষ্ঠান এই বাজারে যুক্ত হয়েছে। গত অর্থবছরে তারা শীর্ষ তালিকায় উঠে এসেছে।

কফি বাজারজাতকরণে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, বাংলাদেশে এখনো ১৫ শতাংশ বাসায় কফি পান করা হয়। সেখানে চা পান করা হয় ৯০ শতাংশের বেশি বাসায়। কফি-সংস্কৃতি চালু হওয়ার পর কফি পানের হার বাড়ছে। তরুণ প্রজন্ম কফি পানের দিকে ঝুঁকছে। এই প্রবণতা এই বাজারে সম্ভাবনা হিসেবে দেখছে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো।

কফির বাজারে সম্ভাবনার কারণে দেশেও কফির আবাদ বাড়ছে। এতে আমদানিনির্ভরতা কমবে। আবার কফি চাষকে কেন্দ্র করে নতুন উদ্যোক্তাশ্রেণিও গড়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কফির বাজারে যারা

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে কফি বাজারজাত শুরু হয় নেসলের হাত ধরে। ১৯৯৮ সালে নেসলে প্রথম কফি বাজারজাত করে এ দেশে। এরপর আরও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কফি এনে বাজারজাত শুরু করে বাংলাদেশে। নেসলে আনুষ্ঠানিকভাবে কফি বাজারজাত শুরুর এক দশকে খুব বেশি বাড়েনি এই বাজার।

চলতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে মূলত তরুণদের খাদ্যাভ্যাসে যুক্ত হতে থাকে কফি। ইনস্ট্যান্ট কফি দিয়ে শুরু হলেও নানা স্বাদের কফি নতুন মাত্রা যোগ করে। কফি পানের জন্য নতুন নতুন ক্যাফেতে বিনিয়োগ করেন শিল্প উদ্যোক্তারা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইনস্ট্যান্ট কফি ও কফি বিন মিলিয়ে দেশে আমদানি হয়েছে ১৪ লাখ ৩৯ হাজার কেজি কফি। এর মধ্যে পৌনে সাত লাখ কেজি আমদানি করে নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড। মোট আমদানির ৪৭ শতাংশই নেসলের দখলে।

কফি আমদানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপ। গত অর্থবছরে গ্রুপটি ১ লাখ ৫৯ হাজার কেজি কফি আমদানি করেছে। গ্রুপটির হাতে রয়েছে বাজারের ১১ শতাংশ। আবুল খায়ের গ্রুপ 'আমা' ব্র্যান্ডে ইনস্ট্যান্ট কফি বাজারজাত করছে। চার বছর আগে গ্রুপটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের কনজ্যুমার প্রোডাক্টস লিমিটেড কফি বাজারজাত শুরু করে। শুরু থেকেই দ্রুত প্রবৃদ্ধি বাড়ছে তাদের। যেমন দুই বছর আগে কফি বাজারজাত বা আমদানিতে গ্রুপটি ছিল সপ্তম অবস্থানে। গত অর্থবছরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে গ্রুপটি।

কফি আমদানিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে প্রাণ-আরএফএল। খাদ্যপণ্য বিপণন ও উৎপাদনকারী প্রাণ গ্রুপ ২০১৭ সাল থেকে মূলত বড় আকারে কফি বাজারজাত করতে থাকে। গত অর্থবছরে গ্রুপটি ১ লাখ ৩৫ হাজার কেজি কফি আমদানি করেছে। মোট কফি বাজারজাতের ৯ শতাংশ করেছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ।

আমদানি কম, তবে তা সাময়িক

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাবে দেখা গেছে, গত অর্থবছরে কফি আমদানি কমেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কফি আমদানি হয় ১৭ লাখ ৩২ হাজার কেজি। গত অর্থবছরে (২০২৩-২৪) তা কমে দাঁড়ায় ১৪ লাখ ৩৯ হাজার কেজিতে। এই হিসাবে কফি আমদানি কমেছে ১৭ শতাংশ। তবে আমদানি হ্রাসের এই ধারা সাময়িক বলে দাবি করেছেন কফি বাজারজাতকারীরা।

কফি বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলছেন, বিশ্ববাজারে কফি বিনের দাম ৩০ শতাংশ বেড়েছে। আবার দেশেও শুল্কহার বেড়েছে। দাম বাড়ার কারণে কফি পানের হার কিছুটা কমেছে। এ কারণে আমদানি কম। তবে এটা সাময়িক। কারণ, তরুণদের মধ্যে কফি পানের ঝোঁক রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়লে কফি পানের হারও বাড়বে।

আশার কথা, চাষ বাড়ছে

কফির বাজারে সম্ভাবনার কারণে দেশেও কফি চাষ দ্রুত বাড়ছে। তিন পার্বত্য জেলার পাশাপাশি টাঙ্গাইল, রংপুর, নীলফামারীসহ নানা এলাকায় এখন বাণিজ্যিকভাবে কফি চাষ হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২২ হেক্টর জমিতে কফি চাষ হতো। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮০০ হেক্টর। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যেখানে কফি বিন উৎপাদিত হয়েছিল ৬২ টন, সেখানে গত অর্থবছরে কফি বিনের উৎপাদন হয়েছে ৬৭ টন। তবে নতুন গাছ রোপণের পাঁচ-ছয় বছর পর ফলন দেয়। তাতে তিন থেকে চার বছর পর দেশে কফি বিনের উৎপাদন ৫০০ টন ছাড়িয়ে যাবে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আশা করছে।

জানতে চাইলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিচালক শহীদুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, কফি চাষ যেভাবে বাড়ছে, তাতে এক দশক পর দেশে কফি উৎপাদন দুই হাজার টন ছাড়িয়ে যাবে। কফির বাজারের সম্ভাবনা দেখে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আমদানির পাশাপাশি চাষেও যুক্ত হয়েছে।

জেনে নিন

কোনটা কী কফি, স্বাদ কেমন

ফাহমিদা শিকদার

ক্যাফেতে বসে এক মগ কফি চাইলেন। অবধারিত পাল্টা প্রশ্ন, 'কোন কফি দেব, এসপ্রেসো, আমেরিকানো, মোকা, নাকি লাতে?' এ রকম অনেক নামের কফি আছে। কোন কফির স্বাদ কেমন, তা দেখে নেওয়া যাক একনজরে।

এসপ্রেসো : শুরুটা হোক এসপ্রেসো দিয়ে। এটি 'হার্ডকোর' বা কট্টর কফি-ভক্তদের প্রিয়। একে শর্ট ব্ল্যাকও বলা হয়। মূলত নানা ধরনের কফির বেজ বা ভিত্তি হলো এসপ্রেসো। স্বাদ বেশ তেতো। ছোট্ট এসপ্রেসো কাপে এটি পরিবেশন করা হয়। স্পেশালিটি কফি অ্যাসোসিয়েশন গাইডলাইন অনুসারে, সিঙ্গেল শট এসপ্রেসো তৈরির জন্য প্রয়োজন ৫ আউন্স বা ১৫০ মিলিলিটার পানি ও ৮ গ্রাম কফি।
উচ্চ চাপে ফুটন্ত পানির ধারা যোগ হয়ে কফির প্রাকৃতিক তেলে সঙ্গে ইমালসিফাই করে ক্যারামেল রঙের ফেনা তৈরি হয়। একে 'ক্রেমা' বলে। এটি এসপ্রেসোর স্বাদ ও কফির তীব্র সুবাস তৈরি করে। অত্যন্ত কড়া ও তেতো স্বাদের এই কফি আয়েশ করে উপভোগের নয়। তবে দিনের শুরুতে এক কাপ এসপ্রেসো আপনার কাজের জন্য উদ্যম নিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

ডাবল এসপ্রেসো : এসপ্রেসোরই ডাবল শট এটি। এর আরেক নাম ডপিও। এসপ্রেসোর দুটি শট এক কাপে নিলে হয়ে যাবে ডাবল এসপ্রেসো।

আমেরিকানো : ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালিতে নিয়োজিত মার্কিন সেনাবাহিনীর হাতেই এর জন্ম। কারণ, তিতকুটে স্বাদের এসপ্রেসো তাঁদের জিবে সহ্য হচ্ছিল না। তাই এসপ্রেসো শটে সমপরিমাণে পানি মিশিয়ে নিতেন তাঁরা। এ জন্যই নাকি নামটা 'আমেরিকানো'।

লাতে : আমাদের দেশে কফিপ্রেমীদের সবচেয়ে প্রিয় লাতে। দুধের ইতালীয় অর্থ হলো 'লাতে'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এই কফি দুধে ভরপুর। নরম, মখমলি স্বাদের লাতের ভিত্তি হলো এসপ্রেসো। এর সঙ্গে মেশানো হয় কফির দ্বিগুণ পরিমাণ দুধ। ওপরে ভেসে থাকে দুধের ফেনা। এতে মিষ্টতার পরিমাণ বেশি। অনেক ফ্লেভারের লাতে পাওয়া যায়। যেমন ভ্যানিলা, ক্যারামেল, হ্যাজেলনাট, মোকা ইত্যাদি।

কাপুচিনো : ইতালির কাপুচিন ধর্মযাজকদের খয়েরি রঙের বিশেষ পোশাকের সঙ্গে মিল আছে দেখে এই কফির নাম কাপুচিনো রাখা হয়েছে। এক ভাগ এসপ্রেসো কফির সঙ্গে এক ভাগ দুধ ও এক ভাগ দুধের ফেনা মিশিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু কাপুচিনো। এর ওপর ছিটানো থাকে কোকো পাউডার বা দারুচিনির গুঁড়া।

মোকা : যাঁরা একই সঙ্গে কফি ও চকলেট ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য আছে মোকা। প্রথমে একটি গ্লাসে এসপ্রেসো শটের অর্ধেক পরিমাণ চকলেট সিরাপ দেওয়া হয়। তারপর সিঙ্গেল শট এসপ্রেসো, দ্বিগুণ পরিমাণ গরম দুধ ও সামান্য দুধের ক্রেমা বা ফোম। ব্যস! তৈরি হয়ে গেল মোকা কফি।

আফোগাতো : আফোগাতো মূলত কফি দিয়ে তৈরি ডেজার্ট। ইতালিতে বেশ জনপ্রিয়। আমাদের দেশের কফি শপে এর আগমন খুব বেশি দিনের নয়। বানানো সহজ। এক শট এসপ্রেসোর মধ্যে এক স্কুপ ভ্যানিলা আইসক্রিম দিলেই তৈরি হয়ে যায় আফোগাতো।

ফ্রাপে : এটি শীতল কফি। অনেক ফ্লেভারের হয়ে থাকে। এর জন্ম গ্রিসে। তাই একে গ্রিক আইসড কফিও বলে। এসপ্রেসো, চিনি, পানি, দুধ মিশিয়ে তৈরি হয়। চাইলে চিনির পরিবর্তে বিভিন্ন ফ্লেভারের সিরাপ মেশানো যায় এতে। গরমের দিনে আরামদায়ক এই কফি ছেলে-বুড়ো সবারই বেশ প্রিয়।

কফি দিবসের কথা

কবীর হোসাইন

কফির প্রসঙ্গ এলেই বাঙালির মনে গুনগুন করে বেজে ওঠে মান্না দের গান 'কফি হাউজের সেই আড্ডাটা…।' সন্দেহ নেই, সর্বত্র না হলেও শহুরে বাঙালির কাছে আড্ডার এক অনিবার্য অনুষঙ্গ কফি। কফিপ্রেমীদের কাছে কফি নেহাত অভ্যাস নয়, রীতিমতো জীবনযাপন।

ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী, কফি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ইথিওপিয়ায় নবম শতাব্দীতে। আজ ১ অক্টোবর, আন্তর্জাতিক কফি দিবস। আগে যদিও বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন তারিখে কফি দিবস পালন করত। তবে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক কফি সংস্থার উদ্যোগে বৈশ্বিকভাবে কফি দিবস পালনের জন্য একটি অভিন্ন দিন নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংস্থার সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে বেছে নেন ১ অক্টোবর দিনটি। এর পর থেকে ওই সংস্থাভুক্ত ৭৭টি দেশ ও বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু কফি সংস্থা দিনটি নিয়মিত পালন করে আসছে। এবারের কফি দিবসের আপ্তবাক্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'কফি, আপনার দৈনন্দিন অভ্যাস, আমাদের যৌথ যাত্রা (কফি ইয়োর ডেইলি রিচুয়াল, আওয়ার শেয়ারড জার্নি)।

তথ্যসূত্র : আন্তর্জাতিক কফি সংস্থা

৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪

০১ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার

মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য : বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনায় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

❑ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ আশ্বিন ১৪৩১
০১ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide' অর্থাৎ 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রবীণের অভিজ্ঞতার আলোকে তারুণ্যের উদ্যমকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও প্রবীণদের অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পথক্রমে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবীণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি শক্তিশালী যত্ন ও পরিচর্যা কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। প্রবীণদের মর্যাদাসম্পন্ন, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা' ও 'পিতা মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা দেয়া হচ্ছে এবং আশ্রয় ও স্বজনহীন প্রবীণদের জন্য ৮টি প্রবীণ নিবাস স্থাপন করা হয়েছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ কল্যাণ নিশ্চিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং তাঁরা যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সাম্যতা অর্জন করতে পারেন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট হতে হবে। চিরায়ত বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকল স্তরে প্রবীণবান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বসহ বয়সজনিত বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় এই জনগোষ্ঠী যেন শেষ বয়সে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি জনহিতৈষী সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি প্রবীণবান্ধব সমাজ গঠনে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমি বিশ্বের প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য, শান্তিময় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন কামনা করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide)-যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

পৃথিবীতে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশেও প্রবীণব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সি মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৬৪ লক্ষ। এ সংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ৩.৬ কোটিতে উন্নীত হবে। শতকরা হিসেবে বর্তমানে দেশে প্রবীণ মোট জনসংখ্যার ৯.৭ শতাংশ, যা ২০৫০ সালে ২২ শতাংশে পৌঁছাবে। এই ক্রমবর্ধমান প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য নিশ্চিতকরণের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়।

সরকার জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যদূরীকরণের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় প্রবীণদের জন্য একটি শক্তিশালী যত্ন ও পরিচর্যা কাঠামো গড়ে তুলতে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঙ্গীকারের আলোকে দেশের প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা প্রদান করছে। চলতি অর্থবছরে ৬০ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণব্যক্তি বয়স্কভাতা পাচ্ছেন। নীতিসহায়তার অংশহিসেবে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩' ও 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বজন ও আশ্রয়হীন প্রবীণদের জন্য দেশের ৮ বিভাগে আটটি 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রবীণদের মর্যাদা ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি ৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শারমীন এস মুরশিদ

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাণী

০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide বা 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'। আমি মনে করি প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রবীণব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ। প্রবীণব্যক্তির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে প্রবীণব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশে উন্নীত হবে। প্রবীণদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমাদের পথচলা, প্রগতির দিকে এগিয়ে চলা। তবে বিশ্বব্যাপী বয়স বৈষম্য (Ageism) বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রবীণদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ ও সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারকাঠামো ভেঙ্গে যাওয়া ও পরিবর্তিত সমাজকাঠামোতে নবীন-প্রবীণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অভাবই মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। তাই সময়ের প্রয়োজনেই আমাদের প্রবীণদের মর্যাদা, যত্ন ও পরিচর্যার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত পেশাদারিত্বের অধিকারী জনবল, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, সর্বোপরি পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

প্রবীণদের পরিচর্যা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) এর বাধ্যবাধকতার আলোকে সরকার প্রবীণদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর চলতি অর্থবছরে ৬০ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করছে। এছাড়া ২৭.৭৫ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা ও ৩২.৩৪ লক্ষ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাগ্রহীতাদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবীণব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া প্রিয়জনের সান্নিধ্যবঞ্চিত ও আশ্রয়হীন প্রবীণদের জন্য দেশের ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে এবং শুধু প্রবীণদের জন্য আট বিভাগে ৮টি 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয়েছে। আমি মনে করি প্রবীণদের মর্যাদাবৃদ্ধি ও সামগ্রীক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পাশাপাশি দেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন সমূহের একযোগে কাজ অত্যন্ত জরুরি।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেইসাথে দিবসের সার্বিক সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য ও আমাদের বাস্তবতা

ডঃ মোঃ রবিউল ইসলাম

বিশ্বে বার্ধক্য সম্পর্কে উদ্যোগ-আয়োজনসাম্প্রতিককালের। বলা হয়, জনসংখ্যার বার্ধক্য বিষয়টি একটি জনমিতিক উপাদান যা প্রধানত আর্থসামাজিক তথা জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। বার্ধক্য সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ১৯৭৪ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে স্বীকার করা হয়েছে যে, "বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার দুটো বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ, জনবিস্ফোরণ এবং বার্ধক্য-যা ধীর গতিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্ধক্য জনসংখ্যার ভয়াবহতা বিবেচনায় এনে বিশ্বব্যাপী প্রবীণ বিষয়ক নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে Vienna International Plan of Action on Ageing (VIPAA) গৃহীত হয় যা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতিসংঘ বার্ধক্যকে মানবজীবনের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করে আসছে। এবারে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons.' অর্থাৎ 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা জোরদারকরণ'। বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের মর্যাদা ও মানবাধিকার সুরক্ষা, আন্তপ্রজন্ম সম্পর্ক, স্বাস্থ্য সেবা, পরিচর্যা ও সহায়তা জোরদারকরণ এবং এ বিষয়ে নীতি, পরিকল্পনা ও আইনগত ভিত্তি গড়ে তোলা আলোচ্য প্রতিপাদ্যের মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিশ্বে দ্বিগুণ হবে যা প্রায় ২.১ বিলিয়নে পৌছাবে বলে অনুমান করা হয়। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ প্রবীণ উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০৫০ সালে বিশ্বের ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৮ জন প্রবীণ উন্নয়নশীল অঞ্চলে বসবাস করবে এবং তাদের মধ্যে ৫০% এর বেশি বয়স্ক মহিলা থাকবেন। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই হার অনেকটাই সত্য। বাংলাদেশে প্রবীণদের হার যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি বেড়ে চলেছে তাঁদের বঞ্চনার পরিমাণও। বিগত কয়েকটি আদমশুমারি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০১ ও ২০১১ সালে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬.০৫ ও ১০ মিলিয়ন যা ২০২২ আদমশুমারিতে এসে দাঁড়ায় ১৫.৩ মিলিয়ন এবং মোট জনসংখ্যার ৯.২৮%। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ ও ২০৫০ সাল নাগাদ এদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৭.৬২ ও ৪৩.০২ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ১১% ও ২০% হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৫০ সালে এদেশে Aged boom ঘটবে এবং গড়ে ৫ জনে একজন প্রবীণ হবেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোন দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ হতে ১২ ভাগ প্রবীণ হলে ঐ দেশকে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ ধরা হয়। সে হিসেবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে। শুধু সংখ্যায় এরা দ্রুত বাড়ছে তা'ই নয়; এদের অধিকারগত প্রয়োজন মেটানোর মতো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমতা ক্রমেই গভীর সংকট এবং তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। আজকে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৪ বছর। বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির একটি উদ্বেগজনক হার হলো ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। আদম শুমারি ২০২২ এ দেখা যায়, ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জনসংখ্যা ৯.৭ মিলিয়ন যা মোট জনগোষ্ঠীর ৫.৮৯%। প্রবীণ জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড়ো ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম। অতি সম্প্রতি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিশু বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ফলেমোট প্রবীণ জনসংখ্যা শিশু জনসংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং, এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রবীণরাই জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ হয়ে পড়বে।

আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণরা অতীতে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতেন। মূলত: তাঁরাই পরিবার পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, যুব শ্রেণির গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর, শিল্পায়ণ ও নগরায়ণ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দন্দ্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীবনধারণ সামগ্রীর উচ্চ মূল্য, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি কারণে আজকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারে রুপ নিচ্ছে। আর এ পরিবর্তনশীলতার নিরব শিকার হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। এ হিসেবে মোট প্রবীণের প্রায় ৭৫ শতাংশ গ্রামে বাস করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আর্থসামাজিক সমস্যা নিরূপণ করলে দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক প্রবীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে গ্রামে বাস করে। এই ব্যাপক দারিদ্র্যের মাঝে অধিকাংশ প্রবীণ স্বাস্থ্য সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারেই সন্তানরা পিতামাতাকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে, ফলে চিকিৎসাসহ মৌলিক সেবা হতে প্রবীণরা বঞ্চিত হয়। প্রবীণরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত, অবহেলা, বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির শিকার হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় সমাজের বাড়তি বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়ে চরম হতাশা ও হীনমন্যতায় ভোগে। এক্ষেত্রে নারী প্রবীণেরা সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের শিকার। জরাবিজ্ঞানে 3Dsh_v:Disease, Disability and Death সকল প্রবীণের ক্ষেত্রে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়। জরাবিজ্ঞানী Barrow and SmithAcmi জীবনের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেন, 'Retirement may mean the golden years for some, but to others it is a psychological death sentence.'.

স্বচ্ছল পরিবারে প্রবীণদের অবস্থা তত খারাপ নয়, তবুও তাঁদের অনেকেই পারিবারিক ভাঙ্গন, মানসিক পীড়ন, নিঃসঙ্গতা এবং অযত্ন-অবহেলার শিকার। শহুরে বসবাসরত প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা কিছুটা ভোগ করলেও গ্রামে তা একেবারেই অনুপস্থিত বলা যায়। শহরাঞ্চলে প্রবীণ দম্পতি বা একাকী প্রবীণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাঁদেরকে দেখভাল বা পেশাগত সেবাদান আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনো গড়ে উঠেনি। সংবিধানের ১৫ (ক) ও ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা-১ ও ৩ (দারিদ্র্য বিলোপ এবং সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) অর্জনের জন্যে প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা, পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ অপরিহার্য।

প্রবীণদের মর্যাদা ও মানবাধিকার সুরক্ষা, পরিচর্যা ও সহায়তা জোরদারকরণে নিন্মোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে- ১) প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন প্রনয়ণ করা এবং তা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা; ২) প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা। প্রয়োজনে প্রবীণদের জন্যে আলাদা অধিদপ্তর গঠন করা; ৩) প্রজন্মের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বার্ধক্য বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শিক্ষার্থীরা প্রবীণদের সম্পর্কে সচেতন, শ্রদ্ধাশীল, এবং দায়িত্বশীল হওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে পারে। দেশে জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষাব্যবস্থায় জেরিয়াট্রিক মেডিসিন ও জেরিয়াট্রিক সেবা বিষয়টি চালু করা; ৪) দারিদ্র্য-পীড়িত প্রবীণ পরিবারসমূহে সহজ শর্তে/বিনাসুদে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান ও প্রয়োজনে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা। কর্মক্ষম প্রবীণের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে দেশে চলমান ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে তাঁদের প্রাধান্য দেয়া। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে; ৫) প্রবীণ পিতা-মাতার ভরণপোষনে সন্তান/নাতি-নাতনীদের আইনগত বাধ্যবাধকতা নির্ধারণে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা; ৬) বিদ্যমান বয়স্ক ভাতার পরিমান ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে এদেশের দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা; ৭) গণমাধ্যমসমূহে প্রবীণদের জীবনের বিভিন্ন দিক, পরিচর্যা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা; ৮) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও সেবাদানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। দরিদ্র প্রবীণদের জন্য স্বল্প মূল্যে/বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো থেকে শুরু করে ঔষধ প্রদান, চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ ও বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা করা এবং প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড চালু করার পাশাপাশি প্রবীণদের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ও পেলিয়াটিভ সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ৯) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন-মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে সাপ্তাহিক ধর্মীয় বিশেষ দিনে প্রবীণদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা; ১০) প্রবীণ নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সিনিয়র সিটিজেন কার্ড প্রবর্তন করা এবং সকল প্রকার যানবাহনে প্রবীণদের জন্যে আসন সংরক্ষণ, বিশেষ ছাড়ে/স্বল্প মূল্যে টিকিট প্রদান করা; ১১) গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো; এবং ১২) প্রবীণ নারীর দেনমোহর ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বার্ধক্য বিষয়টি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র বাড়ানো। ❑

লেখক: বার্ধক্য বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আশ্বিন ১৪৩১
০১ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪ উপলক্ষে আমি দেশের প্রবীণ নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রবীণ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: 'বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The importance of Strengthening Care and Support Systems for older persons Worldwide)। আমি মনে করি প্রতিপাদ্যটি যথার্থ ও সময়োপযোগী।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্তের আলোকে সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৯৯১ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের ফলে পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুহার যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। একই কারণে বাংলাদেশেও প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের উল্লেখ রয়েছে। আমরা কতগুলো সাংবিধানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই যেখানে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে, সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের লক্ষ্য সমাজের সকল ধরণের বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান নিশ্চিত করা। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতা মিলে দেশে এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমাদের তরুণ বিপ্লবীরা দেশের মানুষের মনে যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন জাগিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের উন্নয়নে প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রবীণদের জন্য কল্যাণমুখী কাজে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য নিশ্চিতকরণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি শক্তিশালী যত্ন ও পরিচর্যা পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ অভিপ্রায়ে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবো।

আমি আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০১ অক্টোবর ৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রতিপাদ্যের আলোকে এ বছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide)।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত অঙ্গীকারের আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের অসহায়, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যমোচন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করছে। প্রবীণব্যক্তিদের কল্যাণের পাশাপাশি এতিম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া দুরারোগ্য ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বর্তমানে দেশে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছে, এ সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ সাড়ে ৩ কোটিতে উন্নীত হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মর্যাদা সমুন্নত রাখতে কাজ করছে। এছাড়া প্রবীণদের উন্নয়নে যুতসই কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতি সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। ইতোমধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ এবং 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করেছে।

প্রবীণদের কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে চলেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বয়স্কভাতার টাকা এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে মুঠোফোনে প্রদান করা হচ্ছে এবং তাদের অর্থের নিরাপত্তা বিধানেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নিরাশ্রয় ও স্বজনহীন প্রবীণদের জন্য ৮ বিভাগে আটটি 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয়েছে। প্রবীণদের কল্যাণে সরকারের সাথে সম্পূরকভাবে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবো।

মোঃ খায়রুল আলম সেখ

চেয়ারপারসন
হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক
বাংলাদেশ

বাণী

জাতিসংঘ ঘোষিত ০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। ১৯৯১ সাল হতে প্রতিবছর বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় পর্যায়ে দিনটি পালন করছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide)। এই দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেতন এবং উদ্যোগী করা ও তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও বিচক্ষনতাকে কাজে লাগানো।

আজকের দিনে 'ব্যক্তি প্রবীণ' নয়, প্রবীণ জনগোষ্ঠী বা পপুলেশন এজিং নিয়ে কথা বলা সময়ের দাবি। আমরা বিশ্বাস করি 'বার্ধক্য' কোনো ব্যক্তির মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে না। প্রবীণের অধিকার রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ আমাদের এই স্বপ্ন দেখায় যে, প্রাথমিকভাবে সর্বাধিক যৌক্তিক জেষ্ঠ্যতার বয়স সীমা নির্দিষ্ট করে অতি প্রবীণদের পরিচর্যায় দীর্ঘমেয়াদি যত্ন এবং যাতনা প্রশমন সেবার বিষয়টি সু-নিশ্চিত করতে পারলে প্রবীণের জীবন আরও মর্যাদাপূর্ন হবে।

হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক হিসেবে এমন এক বিশ্ব দেখতে চায়, যেখানে নীতিমালায়, উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে প্রবীণের বিষয়টি আরও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সকল প্রবীণের জীবন হবে মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ- যা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য সহায়ক হবে। প্রবীণ ব্যক্তিরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে যে অবদান রাখছেন এবং রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। এছাড়াও, প্রবীণদের শক্তি হলো সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার সম্ভার। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ নাগরিকের অবদান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সহায়ক হিসেবে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রাক্কালে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করছি।

শরীফ মোস্তফা হেলাল

ডিএফপি নং- ০২, তারিখ: ৩০-০৯-২০২৪ খ্রি.

নবায়িত বন্ধুত্বে ও হাতে হাত রেখে চীন-বাংলাদেশ ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের নতুন অধ্যায়ের সূচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব ইয়াও ওয়েন

২০২৪ সালের ১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী। বিশেষ এ মুহূর্তে, বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে, চীনের উন্নয়ন এবং চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বে যারা বছরের পর বছর অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা। একইসাথে, বাংলাদেশে বসবাসরত চীনের সকল নাগরিকদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন!

বিগত ৭৫ বছরে, চীনের জনগণ অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, জাতি হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে চীনের উত্থান হয়েছে, সেখান থেকে সমৃদ্ধির দিকে যাত্রা করে চীন শক্তিশালী এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। চীনের জনগণ সফলভাবে চীনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজতন্ত্রের এক সুউজ্জ্বল পথ তৈরি করেছে। চীন সকল প্রেক্ষিতেই প্রথম শতবার্ষিক লক্ষ্য অর্জন করেছে—যা হলো একটি পরিমিত সমৃদ্ধ সমাজ গঠন। এখন চীন তার দ্বিতীয় শতবার্ষিক লক্ষ্য অর্থাৎ একটি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হওয়ার পথে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চলেছে।

বিগত ৭৫ বছরে, চীন বিশ্বের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমানে, মানবজাতি ঐক্য ও সহযোগিতা বা বিভাজন ও সংঘর্ষ, কিংবা পারস্পরিক লাভ বা একপক্ষের অর্জন এবং সাধারণ নিরাপত্তা বা অশান্তি ও যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সিদ্ধান্তের মুখোমুখি। এ অবস্থায়, চীন সকল অংশীজনদের সাথে একসাথে কাজ করতে প্রস্তুত; যেনো সবার জন্য একটি উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, নির্মল ও সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলা যায়, যেখানে থাকবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, সার্বজনীন নিরাপত্তা এবং সাধারণ সমৃদ্ধি। চীন বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোগ, বৈশ্বিক নিরাপত্তা উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক সভ্যতা উদ্যোগ বাস্তবায়নে, মানবজাতির জন্য সমন্বিত ভবিষ্যতের এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় এবং সবার জন্য মানবতার বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় অগ্রগতি অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের দশকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, চীনের অর্থনীতি ৬.১ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে মধ্য থেকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গড়ে ৩০ শতাংশেরও বেশি অবদান রেখেছে। এ বছর চীনের জিডিপি বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা স্থিতিশীল, সুষ্ঠু এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। চীনের উন্নয়ন বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের জন্য উন্নয়নের আরও সুযোগ সৃষ্টি করবে।

চীন-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বিনিময়

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাস **৬০টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান** আয়োজন করেছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে **১০,৮০৭ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী** চীনে পড়াশোনা করেছে

২০২৩ সালে চীন
গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে জাতীয় ব্যয়ে ২য় শীর্ষস্থান
ধরে রেখেছে, যা ২০১২ সালের তুলনায় প্রায় ২.২ গুণ

২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ৩০%
গড়ে অবদান রেখেছে চীন।

২০২৩ সালে চীনের
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৮২.৫%
এসেছে চূড়ান্ত ভোগব্যয়ের মাধ্যমে, যা 'অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি'।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, যা ১৯৮৩ সালের তুলনায় ১৭৬ গুণ

মানুষের দারিদ্র্য নিরসন নিশ্চিত হয়েছে

মাথাপিছু আয়, যা প্রায় ৭৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

এই বছরের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) ২০তম কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের তৃতীয় প্লেনারি অধিবেশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। নতুন যুগে সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা ও জাতীয় পুনরুজ্জীবনের অগ্রগতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এ অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ অধিবেশনে সংস্কারকে আরও গভীরভাবে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা চীনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা এবং রূপরেখা তৈরি করেছে। আমরা চীনা-শৈলীর ভিত্তিতে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে চীনা জাতির মহান পুনরুজ্জীবন অর্জনে অটল থাকবো এবং মানবজাতির জন্য সমন্বিত ভবিষ্যতের এক সম্প্রদায় গঠনের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচার চালিয়ে যাব। আমরা চীনের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন সুযোগ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি এবং চীন প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি, উন্নয়ন এবং মানবজাতির অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে।

চীন ও বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী ও ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ৫টি নীতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা বিশ্বাস করি, কেবল বাংলাদেশের মানুষেরই অধিকার রয়েছে তাদের উন্নয়নের পথ কী হবে তা বাছাই করার। আমরা বাংলাদেশের মানুষের প্রতি উত্তম প্রতিবেশীসুলভ আচরণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করি। বাংলাদেশও এক-চীন নীতিতে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ব্যক্ত করে; তাইওয়ানকে চীনা ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকৃতি দেয় এবং হংকং, শিনচিয়াং, শিচাং ও মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে চীনকে অব্যাহতভাবে সমর্থন জানায়।

বাংলাদেশের ভেতর যেরকম পরিবর্তনই আসুক না কেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে চীনা প্রতিশ্রুতি সবসময় একই রকম থাকবে। চীন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে আমাদের সহযোগিতা সবসময়ই কার্যকর ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি বিকাশে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংস্কার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশ ও মানুষের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম হবে বলে আন্তরিকভাবে আশা করে চীন। বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তার জন্য, চীন বাংলাদেশকে ১০০% করযোগ্য আইটেমের উপর শূন্য-শুল্ক প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার অর্থ চীন এবছর ডিসেম্বর ১ তারিখ থেকে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য, চিনি, ভোজ্য তেল, রাবার এবং রাবার পণ্য, কাঠের পণ্য, পাট এবং পাট পণ্য, কাগজ এবং কাগজের পণ্য, পশম এবং তুলা আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। স্থানীয় কৃষকদের সুবিধার্থে বাংলাদেশের আম আমদানি করবে চীন। বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ৪ লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান করেছে চীন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পর, গত দেড় মাসে চীনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যেখানে বাংলাদেশ ও আমাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে চীনের আস্থার দিকটিই প্রতিফলিত হয়। তার ওপর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অনুরোধে, গত জুলাই ও আগস্ট আন্দোলনে আহত রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা দিতে চীন তার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি মেডিকেল টিম বাংলাদেশে পাঠিয়েছে।

চীন ও বাংলাদেশের ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব দুই দেশের মানুষের জন্যই দৃশ্যমান সুবিধা নিশ্চিত করেছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় বাংলাদেশে, ৭ টি রেলপথ, ১২টি মহাসড়ক, ২১টি সেতু ও ৩১টি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প নির্মাণ করেছে চীন, যেখানে সাড়ে ৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। সরাসরি বিমান যোগাযোগের মাধ্যমে দুই দেশের রাজধানীকে সংযুক্ত করায় দু'দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাত্রা আরও গভীর হয়েছে; যেখানে প্রতি সপ্তাহে মোট ৮০টি ফ্লাইট প্রায় ১৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করছে। বাংলাদেশের প্রায় ২০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। বিগত বছরগুলোতে ২টি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট ও ১টি কনফুসিয়াস ক্লাসরুম বাংলাদেশের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে ভূমিকা রেখেছে।

আগামী বছর, বাংলাদেশ ও চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে; যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ে উন্নীত করবে। বাংলাদেশের সাথে নিবিড়ভাবে কাজের সুযোগ পেতে, দুই জাতির মধ্যে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্ব আরও জোরদার করতে, বিভিন্ন খাতে পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতা ও লেনদেন আরও গভীর করতে এবং একসাথে মানসম্পন্ন বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আগ্রহী চীন; এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চীনের ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আগামী বছর চীন ও বাংলাদেশের মানুষে-মানুষে আদানপ্রদানেরও বছর ('চীন-বাংলাদেশ ইয়ার অব পিপল-টু-পিপল এক্সচেঞ্জেস')। আমরা রাজনৈতিক আদানপ্রদান, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পর্যটন, ক্রীড়া, জনস্বাস্থ্য, তরুন-যুবা, নারী, মিডিয়া ও অ্যাকাডেমিক যোগাযোগের মতো বিভিন্ন খাতে বেশকিছু কার্যক্রম নিয়ে আসছি। এ সকল উদ্‌যাপনের লক্ষ্য আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন, যেন আমাদের দুই দেশের মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের জন্য আরও বেশি সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

তরুণরা সমৃদ্ধ হলেই একটি জাতি উন্নত হয়। তরুণরাই স্বপ্নে পরিপূর্ণ আর সবচেয়ে উদ্যমী। আশা ও ভবিষ্যতের নেতৃত্ব হয়ে উঠছে তরুণরাই। স্বপ্নপূরণের প্রতিশ্রুতিশীল সম্ভাবনায় ভরপুর এমন একটি বিশেষ সময়ে বাস করছে তারা। আমি আশা করি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই বন্ধুত্বের দীপ্ত মশাল পৌঁছে দিতে তরুণরা চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতায় নিজেদের নিয়োজিত করবে।

চীন ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক!

চোরের চরিত্রে

সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত সিরিজ *জোন*-এ চোরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোফিয়া টার্নার। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

মাতৃত্ব ছুটি কাটিয়ে

মাস তিনেক আগে মা হন ছোট পর্দার অভিনেত্রী নাবিলা ইসলাম। মাতৃত্বের কারণে এ বছরের জানুয়ারিতে অভিনয় থেকে দূরে সরে যান। গতকাল দুপুরে অভিনেত্রী জানালেন, আগামী সপ্তাহে শুটিং শুরু করছেন। দুটি এক ঘণ্টার নাটক এবং দুটি ধারাবাহিকের কাজ পুরোপুরি চূড়ান্ত করেছেন। বললেন, 'পরিচালকেরা চাইছিলেন, কাজে ফিরি। আমিও অপেক্ষা করছিলাম, বিরতির পর শুরুটা দারুণ সব গল্প দিয়ে হোক। সবকিছু মিলে যাওয়ায় শুটিং শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরবেন বলেও জানালেন নাবিলা।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাবিলা বিনতে ইসলাম। ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

সম্মাননা পাচ্ছেন মিঠুন

দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ৮ অক্টোবর ভারতের ৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অভিনেতার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে। বাংলা, হিন্দিসহ ৩৫০টির বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন মিঠুন।
বিনোদন ডেস্ক

মিঠুন চক্রবর্তী। ছবি : এএনআই

কোটিতে 'পুতুলের সংসার'

অভিনেত্রী তানজিন তিশার পছন্দের নাটকের একটি *পুতুলের সংসার*। কোটিতে পৌঁছাল সেই নাটকের ভিউ। একজন যৌনকর্মীকে ঘিরে এর গল্প। যে প্রতারণার শিকার হয়ে যৌনপল্লিতে বিক্রি হয়। এর মধ্য দিয়ে এক নারীর সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিশা। আরও রয়েছেন সোহেল মণ্ডল, চিত্রলেখা গুহসহ অনেকে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন রাফাত মজুমদার। **বিনোদন ডেস্ক**

অক্টোবরের সিনেমা, সিরিজ

সাম্প্রতিক

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আন্দোলন আর বন্যা—দুই কারণে দুই মাসের বেশি সময় ধরে তেমন কোনো সিনেমা, সিরিজ আসেনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ধীরে ধীরে খরা কাটিয়ে শোবিজে চাঞ্চল্য ফিরতে শুরু করেছে। সেপ্টেম্বর থেকে সিনেমা, সিরিজ মুক্তির ঘোষণাও দিতে থাকেন প্রযোজকেরা। সেপ্টেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত নতুন চলচ্চিত্র ও সিরিজের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তবে অক্টোবরে সিনেমা ও সিরিজের সংখ্যা বেড়েছে।

'চক্র', আইস্ক্রিন
ভিকি জাহেদের *চক্র* মুক্তি পাবে ১০ অক্টোবর। প্রায় দেড় দশক আগে একই পরিবারের ৯ সদস্যের আত্মহত্যার ঘটনাকে উপজীব্য করে সিরিজের চিত্রনাট্য লিখেছেন ভিকি জাহেদ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব, শাহেদ আলী, এ কে আজাদ।

'রঙিলা কিতাব', হইচই
রঙিলা কিতাব দিয়ে ফিরছেন ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা পরীমনি। তাঁকে নিয়ে অরিজিনাল সিরিজটি নির্মাণ করেছেন অনম বিশ্বাস। মুক্তির দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে হইচই জানিয়েছে, অক্টোবরের মাঝামাঝি সিরিজটি মুক্তি দেবে তারা। দিন দুয়েকের মধ্যে প্রচারণা শুরু করবে। সিরিজের অফিশিয়াল পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। পোস্টারে পরীমনির সঙ্গে মোস্তাফিজ নূর ইমরানকে দেখা গেছে।

'থার্টি সিক্স-টোয়েন্টি ফোর-থার্টি সিক্স', চরকি
অক্টোবরে মুক্তি পাচ্ছে 'মিনিস্ট্রি অব লাভ' প্রকল্পের সিনেমা *থার্টি সিক্স-টোয়েন্টি ফোর-থার্টি সিক্স*। চরকি জানিয়েছে, ওয়েব সিনেমাটি এ মাসেই মুক্তি পাবে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। ছবিটি নিয়ে নির্মাতা রেজাউর রহমান জানান, এটি একটি ভালোবাসার গল্প। সামাজিক স্টিগমা নিয়ে গল্পটা সাজানো হয়েছে। এতে দীঘি, শাওন, কারিনা কায়সারসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।

'বিভাবরী', দীপ্ত প্লে
অক্টোবরেই মুক্তি পাবে *বিভাবরী*। ভৌতিক গল্প নিয়ে নির্মিত ওয়েব ছবিটি নির্মাণ করেছেন টিটু রহমান। ওটিটি প্ল্যাটফর্মটি মুক্তির দিনক্ষণ এখনো প্রকাশ্যে আনেনি।

'শরতের জবা', প্রেক্ষাগৃহ
দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১১ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে কুসুম শিকদার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র *শরতের জবা*। সিনেমার চিত্রনাট্য, প্রযোজনার পাশাপাশি এতে অভিনয়ও করেছেন তিনি। কুসুম ছাড়াও ছবিতে অভিনয় করেছেন জিতু আহসান, ইয়াশ রোহান, নিদ্রা দে নেহা, নরেশ ভূঁইয়া, শহীদুল আলম সাচ্চু প্রমুখ।

'জিম্মি', প্রেক্ষাগৃহ
৪ অক্টোবর *জিম্মি* নামে আরেকটি চলচ্চিত্র মুক্তির কথা রয়েছে।

থার্টি সিক্স-টোয়েন্টি ফোর-থার্টি সিক্স-এর দৃশ্য। ছবি : চরকির সৌজন্যে

'জিম্মি', প্রেক্ষাগৃহ ছবিটি পরিচালনা করেছেন মনোয়ার হোসেন ডিপজল। এতে শিরিন শিলা, শহীদুজ্জামান সেলিমসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।

দেখতে পারেন এই ১০ সিনেমা-সিরিজও

চলতি মাসে মুক্তির অপেক্ষায় আছে বেশ কয়েকটি বিদেশি কনটেন্ট। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখে নিতে পারেন এই ১০ সিনেমা-সিরিজ—

'সালেমস লট', এইচবিও ম্যাক্স
স্টিফেন কিংয়ের বহুল পঠিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা। আগেও উপন্যাসটি থেকে সিনেমা, সিরিজ হয়েছে। এবারেরটি বানিয়েছেন গ্যারি ডাবারম্যান। এতে অভিনয় করেছেন লুইস পুলম্যান, ম্যাকেঞ্জি লেই, বিল ক্যাম্প। অতিপ্রাকৃত হরর সিনেমাটি মুক্তি পাবে ৩ অক্টোবর।

'সিটিআরএল', নেটফ্লিক্স
অভিনেত্রী হিসেবে অনন্যা পান্ডের খুব একটা সুখ্যাতি নেই, তবে এই ওয়েব ফিল্ম আপনি দেখতে পারেন নির্মাতার ওপর ভরসা করে। ব্যাপক প্রশংসিত *জুবলির* পর ওটিটিতে নতুন কাজ নিয়ে হাজির হয়েছেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানি। এই থ্রিলার ছবিতে অনন্যা ছাড়া আছেন বিহান সম্রাটও। মুক্তি পাবে ৪ অক্টোবর।

'হয়ারস ওনডা', অ্যাপল টিভি প্লাস
প্ল্যাটফর্মটির প্রথম জার্মান অরিজিনাল সিরিজ। এর গল্প এগিয়েছে ডেডো ও কার্লোত্তা নামের এক দম্পতিকে ঘিরে। সন্তান লাপাত্তা হওয়ার পর অনুসন্ধানে নামে এই দম্পতি, ঘটতে থাকা নানা ঘটনা। কমেডি-ড্রামা সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন ক্যারোলিন কারনাথ, হেইকি মাকাটস প্রমুখ। সিরিজটি পরিচালনা করেছেন টোবি বাউম্যান, ক্রিস্টিয়ান ডিটার ও ক্রিস্টোফ ক্লুনকার। এটি মুক্তি পাবে আগামীকাল বুধবার।

'দ্য ট্রাইব', অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই, তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারকারীদের ব্যক্তিগত জীবন আসলে কেমন? করণ জোহর প্রযোজিত এই রিয়েলিটি শোতে সেটাই দেখা যাবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে শুটিং হওয়া এই শোতে দেখা যাবে আলানা পান্ডে, আলভিনা জাফরি, শ্রুস্তি পোরে, আরিয়ানা গান্ধী ও আলফিয়া জাফরিকে। শোটি মুক্তি পাবে ৩ অক্টোবর।

'আপরাইজিং', নেটফ্লিক্স
আগামীকাল এই সিনেমা দিয়েই শুরু হচ্ছে বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই প্রথম কোনো স্ট্রিমিং সার্ভিসের সিনেমাকে উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বুসানে প্রিমিয়ারের পর ১১ অক্টোবর এটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। পার্ক চ্যান-উক এই সিনেমার প্রযোজক ও সহচিত্রনাট্যকার। পরিচালক কিম সাং-মান। জোসেন রাজবংশ নিয়ে তৈরি সিনেমাটির মূল দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্ক জিউন মিন ও গাং ডং উন।

হয়ারস ওনডার দৃশ্য। ছবি : অ্যাপল টিভি প্লাস

'দ্য লাস্ট অব দ্য সি ওমেন', অ্যাপল টিভি প্লাস
দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু প্রদেশের গল্প। দক্ষিণ কোরিয়ার একদল ডুবুরির গল্প, যারা নিজেদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে হুমকির হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করে। তথ্যচিত্রটির অন্যতম প্রযোজক মালালা ইউসুফজাই। এটি পরিচালনা করেছেন সু কিম।

রঙিলা কিতাব-এর পোস্টার

'সিটিসেল : ডায়ানা', আমাজন প্রাইম ভিডিও
সিটিসেল ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতালীয় সংস্করণ। স্পাই অ্যাকশন সিরিজটি মুক্তি পাবে ১০ অক্টোবর। এতে 'ডায়ানা' চরিত্রে অভিনয় করছেন মাতিলদা ডি অ্যাঞ্জেলিস। পরিচালক অরল্যান্ডো কাতিনারি।

'হেলবাউন্ড ২', নেটফ্লিক্স
টান টান চিত্রনাট্য, পরতে পরতে থাকা চমক মিলিয়ে ২০২১ সালে মুক্তির পর কোরীয় সিরিজটি ব্যাপক আলোচিত হয়। ২৫ অক্টোবর মুক্তি পাবে ডার্ক ফ্যান্টাসি ঘরানার সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুম। এতে অভিনয় করেছেন কিম সাং চেওল, কিম হেউন, কিম শিন রক। দিন কয়েক আগে টিজার মুক্তির পর এখন নতুন করে চর্চায় আছে সিরিজটি।

'বিফোর', অ্যাপল টিভি প্লাস
এক শিশুমনোবিজ্ঞানীর সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। এর পর থেকে নতুন রোগী দেখতে গেলেই তাঁর অতীতের অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। এমন গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সারাহ থর্পের এই মিনি সিরিজ। ২৫ অক্টোবর মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন বিলি ক্রিস্টাল, জুডিথ লাইট, রোজি পেরেজ।

'অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং', ডিজনি প্লাস হটস্টার
ক্রাইম কমেডি ঘরানার সিরিজটির চতুর্থ মৌসুমের প্রথম পর্ব মুক্তি পায় গত ২৭ আগস্ট। চলতি মাসে মুক্তি পাবে পাঁচটি পর্ব। আজ মঙ্গলবার প্রথম পর্ব দেখা যাবে, শেষ পর্ব প্রচারিত হবে ২৯ অক্টোবর। এতে অভিনয় করেছেন স্টিভ মার্টিন, মার্টিন শর্ট, সেলেনা গোমেজ, মেরিল স্ট্রিপ প্রমুখ।

প্রয়াত ক্রিস্টোফারসন

বিনোদন ডেস্ক

প্রখ্যাত মার্কিন গায়ক, গীতিকার ও অভিনেতা ক্রিস ক্রিস্টোফারসন মারা গেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গত ২৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়েছে ক্রিস্টোফারসনের। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। সত্তরের দশকে ক্রিস ক্রিস্টোফারসন ছিলেন সমীহজাগানিয়া এক নাম। গ্র্যামিজয়ী এই শিল্পীর 'সানডে মর্নিং কামিং ডাউন', 'মি অ্যান্ড ববি ম্যাকগি' গানগুলো আলোচিত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী। কেবল গায়ক নন, অভিনেতা হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন ক্রিস্টোফারসন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত কাজ *আ স্টার ইজ বর্ন*। ১৯৭৬ সালে সিনেমাটিতে অভিনয়ের জন্য গোল্ডেন গ্লোব জেতেন। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক জানিয়েছেন শিল্পীরা।

ক্রিস ক্রিস্টোফারসন

“ জেতার জন্য খেলতে গেলে তো আরও সময় দরকার। এক দিন সময় আছে।

মেহেদী হাসান মিরাজ
কানপুর টেস্টে আপাতত দলকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়াটাই জরুরি মনে করেন বাংলাদেশ অলরাউন্ডার

স্কোরকার্ড

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ৩৫ ওভারে ১০৭/৩
(মুমিনুল ৪০*, মুশফিক ৬*; আকাশ ২/৩৪, অশ্বিন ১/২২)
** তৃতীয় দিন শেষে*

	রান	বল	৪	৬
মুমিনুল অপরাজিত	১০৭	১৯৪	১৭	১
নাজমুল এলবিডব্লু ব অশ্বিন	৩১	৫৭	৬	০
মুশফিক ব বুমরা	১১	৩২	২	০
লিটন ক রোহিত ব সিরাজ	১৩	৩০	৩	০
সাকিব ক সিরাজ ব অশ্বিন	৯	১৭	২	০
মিরাজ ক গিল ব বুমরা	২০	৪২	৪	০
তাইজুল ব বুমরা	৫	৮	১	০
হাসান এলবিডব্লু ব সিরাজ	১	৪	০	০
খালেদ ক ও ব জাদেজা	০	৪	০	০
অতিরিক্ত (বা ৪, লেবা ৬, নো ২)	১২			

মোট (৭৪.২ ওভারে অলআউট) ২৩৩
উইকেট পতন : ৪-১১২ (মুশফিক, ৪০.২ ওভার), ৫-১৪৮ (লিটন, ৪৯.৪), ৬-১৭০ (সাকিব, ৫৫.৬), ৭-২২৪ (মিরাজ, ৬৯.৪), ৮-২৩০ (তাইজুল, ৭১.১), ৯-২৩১ (হাসান, ৭২.২), ১০-২৩৩ (খালেদ, ৭৪.২)।
বোলিং : বুমরা ১৮-৭-৫০-৩, সিরাজ ১৭-২-৫৭-২, অশ্বিন ১৫-১-৪৫-২, আকাশ ১৫-৬-৪৩-২ (নো ২), জাদেজা ৯.২-০-২৮-১।

ভারত ১ম ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
জয়সোয়াল ব হাসান	৭২	৫১	১২	২
রোহিত ব মিরাজ	২৩	১১	১	৩
গিল ক হাসান ব সাকিব	৩৯	৩৬	৪	১
পন্ত ক হাসান ব সাকিব	৯	১১	০	০
কোহলি ব সাকিব	৪৭	৩৫	৪	১
রাহুল স্টা লিটন ব মিরাজ	৬৮	৪৩	৭	২
জাদেজা ক নাজমুল ব মিরাজ	৮	১৩	০	০
অশ্বিন ব সাকিব	১	৪	০	০
আকাশ ক খালেদ ব মিরাজ	১২	৫	০	২
বুমরা অপরাজিত	১	১	০	০
অতিরিক্ত (বা ৩, নো ২)	৫			

মোট (৩৪.৪ ওভারে, ৯ উইকেটে) ২৮৫ (ডি.)
উইকেট পতন : ১-৫৫ (রোহিত, ৩.৫ ওভার), ২-১২৭ (জয়সোয়াল, ১৪.২), ৩-১৪১ (গিল, ১৭.১), ৪-১৫৯ (পন্ত, ১৯.২), ৫-২৪৬ (কোহলি, ২৯.১), ৬-২৬৯ (জাদেজা, ৩২.২), ৭-২৭২ (অশ্বিন, ৩৩.৩), ৮-২৮৪ (রাহুল, ৩৪.১), ৯-২৮৫ (আকাশ, ৩৪.৪)।
বোলিং : হাসান ৬-০-৬৬-১ (নো ১), খালেদ ৪-০-৪৩-০ (নো ১), মিরাজ ৬.৪-০-৪১-৪, তাইজুল ৭-০-৫৪-০, সাকিব ১১-০-৭৮-৪।

বাংলাদেশ ২য় ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
সাদমান ব্যাটিং	৭	৪০	১	০
জাকির এলবিডব্লু ব অশ্বিন	১০	১৫	১	০
হাসান ব অশ্বিন	৪	৯	১	০
মুমিনুল ব্যাটিং	০	২	০	০
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৪)	৫			

মোট (১১ ওভারে, ২ উইকেটে) ২৬
উইকেট পতন : ১-১৮ (জাকির, ৭.১ ওভার), ২-২৬ (হাসান, ৯.৪)।
বোলিং : বুমরা ৩-১-৩-০, অশ্বিন ৫-২-১৪-২, আকাশ ৩-২-৪-০।

ছোট পর্দায় আজ

কানপুর টেস্ট-৫ম দিন	*গাজী টিভি, টি স্পোর্টস*
বাংলাদেশ-ভারত	সকাল ১০টা
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ১০-৪৫ মি.*
স্টুটগার্ট-স্পার্তা প্রাগ	সনি স্পোর্টস টেন ২
সাল্‌জবুর্গ-ব্রেস্ত	সনি স্পোর্টস টেন ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ	*রাত ১টা*
বার্সেলোনা-ইয়াং বয়েজ	সনি স্পোর্টস টেন ৫
আর্সেনাল-পিএসজি	সনি স্পোর্টস টেন ২
লেভারকুসেন-এসি মিলান	সনি স্পোর্টস টেন ১

রোহিত শর্মার আরেকটি ছক্কা। ১১ বলে ২৩ রানের ইনিংসে তিনটি ছক্কা মেরেছেন ভারতীয় ওপেনার, যার দুটি আবার মুখোমুখি হওয়া প্রথম ২ বলেই। গতকাল কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে। ছবি : বিসিসিআই

ভারতের ব্যাটিং-ঝড়

বৃষ্টির কারণে দুই দিন খেলা না হওয়া ম্যাচে ফল আনতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা টেস্ট খেলেছেন যেন টি-টোয়েন্টির মেজাজে। অনেক রেকর্ডই ভেঙে গেছে তাতে।

দুই ছক্কায় শুরু
টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ওপেনার হিসেবে মুখোমুখি হওয়া প্রথম ২ বলেই ছক্কা রোহিত শর্মার।

দ্রুততম
টেস্ট ইতিহাসে দ্রুততম দলীয় ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০—সব রেকর্ড এখন ভারতের

৮.২২
ভারতের ইনিংসে রান রেট, যা টেস্ট ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ ইনিংসগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

১৪.৩৪
রোহিত শর্মা-যশস্বী জয়সোয়ালের ২৩ বলে ৫৫ রানের জুটিতে রান রেট, যা টেস্টে যেকোনো উইকেটে ৫০ ছাড়ানো জুটিতে সর্বোচ্চ।

৯৬
এ বছর টেস্টে এখন পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ছক্কা মেরেছেন ৯৬টি, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে যেকোনো দলের সর্বোচ্চ।

জাদেজার ৩০০
টেস্ট ইতিহাসের তৃতীয় বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা, অন্য দুজন শ্রীলঙ্কার রঙ্গনা হেরাথ (৪৩৩) ও নিউজিল্যান্ডের ড্যানিয়েল ভেট্টোরি (৩৬২)

কোহলির ২৭০০০
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৭০০০ রান বিরাট কোহলির, ৫৯৪ ইনিংস লেগেছে তাঁর এই মাইলফলক স্পর্শ করতে। দ্বিতীয় দ্রুততম টেন্ডুলকারের লেগেছিল ৬২৩ ইনিংস।

সুইপে সুইপে মুমিনুলের সেঞ্চুরি

লড়লেন শুধু মুমিনুল

অশ্বিন-জাদেজার বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাট করেই সেঞ্চুরি পেয়েছেন মুমিনুল, খেলেছেন ২৩টি সুইপ শট।

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

লাঞ্চের তখন মাত্র চার মিনিট বাকি। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের লেগ স্টাম্পের ওপরের বলটাকে লেগের দিকে ঠেলে খুব সহজেই ১ রান নিতে পারতেন মুমিনুল হক। কিন্তু বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক টেস্ট ক্রিকেটটাকে এভাবে দেখেন না। মারার বলটা মেরে দিতে হবে, সেটা ম্যাচের অবস্থায় যা-ই হোক। এভাবে খেলেই তিনি টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক। সেই সূত্র মেনে অশ্বিনের ওই বলটা নিচু হয়ে চালিয়ে দিলেন স্কয়ার লেগের দিকে। ফাইন লেগে থাকা মোহাম্মদ সিরাজ একটুও নড়ার সুযোগ পেলেন না। বলটা বাউন্ডারিতে যাওয়ার পর হেঁটে হেঁটে কুড়িয়ে এনে থ্রো করলেন।

ততক্ষণে বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুম থেকে সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুমিনুল তখন হেলমেট খোলার চেষ্টা করছেন আর সতীর্থ কারও সাফল্য উদ্‌যাপনে অকৃপণ নন-স্ট্রাইকে থাকা মেহেদী হাসান মিরাজ হাত উঁচিয়ে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মুমিনুলের দিকে এগোচ্ছেন। মুমিনুল ততক্ষণে হেলমেট খুলে ড্রেসিংরুমের দিকে ব্যাট উড়িয়ে ধরলেন, সেজদায় সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলেন। মুমিনুলের ১৩তম টেস্ট সেঞ্চুরি, ভারতের মাটিতে প্রথম, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে মুশফিকুর রহিমের পর দ্বিতীয়, তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারেও ঘরের বাইরে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। গতকাল ৩৩-এ পা দেওয়া মুমিনুলের জন্য ইনিংসটি নিশ্চিতভাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ক্যারিয়ারের ১৩তম টেস্ট সেঞ্চুরির পর মুমিনুল। ছবি : ওয়ালটন

ইনিংসটি সাজিয়েছেন একের পর এক সুইপ শটে। ১৭২ বলে ১৬টি চার ও ১টি ছক্কায় সেঞ্চুরি করা পর্যন্ত ২৩টি সুইপ শট খেলেছেন। সংখ্যাটাই বলে দেয়, ভারতের দুই স্পিনার অশ্বিন ও জাদেজাকে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন। মুমিনুল বলের লাইন দেখেছেন আর সুইপ খেলেছেন। বিশেষ করে অফ স্টাম্পের বাইরের বল পেলেই সুইপ, লেগ স্টাম্পের বল হলে তো কথাই নেই।

মুমিনুলের সেঞ্চুরির আরেকটি তাৎপর্যও আছে। ভারতে এসে বাঁহাতি ব্যাটসম্যানদের খুব একটা বড় ইনিংস খেলতে দেখা যায় না। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে আউট করা বোলার যে ভারতের হয়ে খেলেন! তাঁর নাম রবিচন্দ্রন অশ্বিন। মূলত তাঁর কারণেই ২০১৯ সাল থেকে ভারতে সফরকারী দলের বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি মাত্র চারটি। বেন ডাকেট, উসমান খাজা, দিমুথ করুনারত্নের পর চতুর্থ ব্যাটসম্যান মুমিনুল। এই টেস্টে আবার মুমিনুল খেলেছেন ৩ নম্বরে, এই পজিশনে নেমেছেন ১৬ ইনিংস পর। ৩ নম্বরে খেলা ৩১তম ইনিংসে এটি মুমিনুলের ষষ্ঠ টেস্ট শতক, চারে ৩৫ ইনিংস খেলে মুমিনুলের সেঞ্চুরিসংখ্যা ৭।

ভারতীয় এক সাংবাদিক মুমিনুলের রেকর্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে জিজ্ঞেস করছিলেন, ‘মুমিনুল কি বিপিএলে দল পায়?’ উত্তরটা শোনার পর তিনি মুমিনুলের সঙ্গে চেতেশ্বর পূজারাকে মেলাতে চাইলেন। এ মুহূর্তে জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও ‘টেস্ট বিশেষজ্ঞ’ বললে পূজারার ছবিটাই কল্পনায় আসে। ভারতের কাছে ‘বাংলাদেশের পূজারা’ মুমিনুলই। বাংলাদেশ দলের দুর্ভাগ্য, মুমিনুলের সঙ্গে ব্যাটসম্যানদের কেউই টিকে থেকে বড় জুটি গড়তে পারেননি। ভুল শট খেলে আউট হয়েছেন লিটন দাস, সাকিব আল হাসান ও মেহেদী হাসান মিরাজ। আরেক সঙ্গী মুশফিকুর রহিম কোনো শটই খেলেননি!

মিরাজও দিন শেষে নিজেদের ভুলটা মেনে নিলেন, ‘ক্রিকেট কিন্তু রানের খেলা। রান করতে হবে। ভুলটা ওইটাই, যখন রান করতে গিয়ে ভুল বলে শট খেলা হয়। সৌরভ ভাইয়ের আজ বল নির্বাচন ভালো হয়েছে। অনেক দিন পর ভালো ইনিংস খেলেছেন। ওনার কমিটমেন্ট, টেম্পারামেন্ট খুবই ভালো ছিল। এ জন্যই রান করতে পেরেছেন।’

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কারণে বিভীষিকায় পরিণত হওয়া দিনে বাংলাদেশ দলের একমাত্র সুখস্মৃতি বলতে ওই মুমিনুল হকই।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলে তিন স্পিনার

বাংলাদেশ সফর

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় দুই টেস্টের সিরিজের জন্য গতকাল ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলে বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজকে রেখে ফেরানো হয়েছে আরেক বাঁহাতি স্পিনার সেনরুয়ান মুথুসামি ও অফ স্পিনার ডেন পিটকে। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলের কোচ শুকরি কনরাড জানিয়েছেন, বাংলাদেশের কন্ডিশন মাথায় রেখেই দলে তিন স্পিনার নেওয়া। দলে নতুন মুখ ২৫ বছর বয়সী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ম্যাথু ব্রিটজকে। প্রোটিয়াদের হয়ে ৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার এ দুটি টেস্ট বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক দল টেস্ট দুটির ভেন্যু ঢাকা ও চট্টগ্রামের নিরাপত্তাব্যবস্থা দেখে গেছে। তাদের সবুজসংকেত পাওয়ার পর গতকালই সিরিজের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ২১ অক্টোবর শুরু হবে প্রথম টেস্ট। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৯ অক্টোবর।

দল ঘোষণার পর এক বিবৃতিতে শুকরি কনরাড বলেছেন, ‘ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড—দুই দেশের বোর্ডকেই আমি ধন্যবাদ জানাই সিরিজটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য।’ বাংলাদেশের কন্ডিশনকে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য চ্যালেঞ্জিংই মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দল
টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহাম, ম্যাথু ব্রিটজকে, নান্দ্রে বার্গার, টনি দে জর্জি, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, উইয়ান মুল্ডার, সেনরুয়ান মুথুসামি, ডেন প্যাটারসন, ডেন পিট, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, রায়ান রিকেলটন ও কাইল ভেরেইন।

ফাইনালে ভারতের কাছে হার

অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে গতকাল ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে বাংলাদেশ দলকে। ৫৮ মিনিটে কর্নার থেকে মোহাম্মদ কাইফ ভারত অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে এগিয়ে দেন। যোগ করা সময়ে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন মোহাম্মদ আরবাশ। ম্যাচের শেষ দিকে বাংলাদেশের জয় আহমেদ ব্যবধান কমানোর সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

পুরো টুর্নামেন্টের মতো ফরোয়ার্ডের ব্যর্থতা বাংলাদেশকে ভুগিয়েছে ফাইনালেও। বাংলাদেশ গোলের সুযোগ তৈরি করেছে হাতে গোনা কয়েকটি। ম্যাচ শেষে কোচ সাইফুল বারীর হতাশা, ‘আমরা প্রতি-আক্রমণনির্ভর পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেরা আক্রমণে ওঠার সময় বারবার বল হারিয়েছে।’ গত শনিবার নাটকীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে টাইব্রেকারে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।

কোন পথে ক্রীড়াঙ্গন | পর্ব-৩

স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির ‘মহাসাগর’

আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে ক্রীড়াঙ্গনে চলেছে দেদার দলীয়করণ। সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সংস্কারের রূপরেখা পাওয়া যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। তার আগে বিগত দিনে ক্রীড়াঙ্গনের হালচাল নিয়ে এই ধারাবাহিক।

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

গত বছর ১৪ এপ্রিল দেশবাসী যখন বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত, ঠিক সেদিন একটা খবর বাংলাদেশের ফুটবল ছাপিয়ে গোটা ক্রীড়াঙ্গনকে কাঁপিয়ে তোলে। খবরটি আসে ফিফা থেকে। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈমকে দুই বছর নিষিদ্ধ করার কথা জানায় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে অতীতে এমন ঘটনা ঘটেনি। বাফুফের কেনাকাটা ও আরও কিছু বিষয়ে ওই অনিয়ম হয়েছে বলে ৫২ পাতার বিশাল এক বিবরণ দেয় ফিফা। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে পরে ফিফা বাফুফের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সালাম মুর্শেদীকে ১৩ লাখ টাকা জরিমানাও করে।

শুধু বাফুফে নয়, গোটা ক্রীড়াঙ্গনই পরিণত হয়েছে দুর্নীতির আখড়ায়। দেশের সবচেয়ে ধনী ফেডারেশন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অ্যাথলেটিকস, শুটিং, উশুসহ বিভিন্ন ফেডারেশনে একাধিকবার। অ্যাথলেটিকসে গত বছর সাত কোটি টাকা সারা দেশের প্রতিভা অন্বেষণের নামে লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। সম্প্রতি সরকার বদলের পর শুটিং ও উশু ফেডারেশনের সাবেক খেলোয়াড়-কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। উশুর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিফু দিলদার হাসানের অভিযোগ, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা বাবদ ২১ লাখ টাকা খরচ দেখিয়েছে বর্তমান নেতৃত্ব, যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উশুর আন্তর্জাতিক কোচ ও সিলেট উশুর সংগঠক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করেছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন। আন্তর্জাতিক কোচেস ও রেফারিজ প্রশিক্ষণে ম্যাকাও সফরের খরচ বাবদ তাঁর পাওনা ৩০০ ডলার সাধারণ সম্পাদক তাঁকে দেননি।

দুলাল হোসেন এসব অভিযোগ উড়িয়ে *প্রথম আলো*কে বলেছেন, ‘এটা তো ২০১৭ সালের কথা। তখন আমি উশুর সাধারণ সম্পাদক ছিলাম না।’ ২১ লাখ টাকার ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যা, ‘চীনে খেলে আসা সাতজন খেলোয়াড় ও দুজন অফিশিয়ালকে আমরা সংবর্ধনা দিই মাস তিনেক আগে। ৯ জনের টিমের যাওয়া-আসা, সংবর্ধনাসহ ১৩ থেকে ১৪ লাখ টাকা খরচ হয়। চীনে যাওয়ার আগে অনুশীলন করানো হয়। সব মিলিয়ে ২১ লাখ টাকা খরচ হয়। এখানে দুর্নীতির কিছু নেই।’

খুঁটির জোর যখন ‘ভাই’

শুটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইন্তেখাবুল হামিদ স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ আছে। গুলশান শুটিং রেঞ্জের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ২০১৭ সালে সরকার সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। শুটিং ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুলের প্রতিষ্ঠান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দরপত্রে অংশ নিয়ে ১০টি ইলেকট্রনিক টার্গেট মেশিন আনে, প্রতিটি ২৬ লাখ টাকায়। ফেডারেশন পরে একই মেশিন আনে সাড়ে ছয় লাখে। ফলে ইলেকট্রনিক টার্গেট মেশিন আনা বাবদ শুটিং ফেডারশনের দুই কোটি টাকা ক্ষতি হয়। এ নিয়ে তৎকালীন শুটিং ফেডারেশনের সভাপতি নাজিমউদ্দিন চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন, ‘লাভের তো একটা সীমা থাকে!’

ইন্তেখাবুল হামিদ

শুটিংয়ের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ

ইন্তেখাবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জালিয়াতি ধরা পড়ার ভয়ে বড় ভাই সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের প্রভাব খাটিয়ে ফেডারেশনের নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেওয়ার মতো কাজও নাকি করেছিলেন তিনি। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিজের মেয়ে আমিরা হামিদকে নিয়ে গেছেন আর্জেন্টিনায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। শুটারদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে বিক্রি করা, শুটিং ফেডারেশনের মিলনায়তনের ভাড়া আত্মসাৎ করা, এমনকি শুটারদের নিজের বাড়ি পাহারায় রাখার মতো কাজ করার অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির ছত্রচ্ছায়ায় শুটিংকে বন্দি করে রেখেছিলেন তিনি। অথচ এই ইন্তেখাবুল হামিদকেই প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশ দলের শেফ দ্য মিশন করা হয়। এসব বিষয়ে জানতে ইন্তেখাবুলকে একাধিকবার ফোন করেও তা বন্ধ পাওয়া যায়। তিনি দেশের বাইরে চলে গেছেন বলে জানা গেছে কিছু সূত্রে।

উপদেষ্টার দপ্তরে চিঠি

রোইং ফেডারেশনের অর্থ কেলেঙ্কারিসহ নানা অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে গত ১৫ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বরাবর চিঠি দিয়েছেন বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের সদস্য ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রুপাজয়ী খেলোয়াড় মাকসুদ আলম। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘ক্যাসিনো হোতা ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কারের পরও অ্যাডভোকেট মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছার দীর্ঘ এক যুগ রোইং ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে ছিলেন। তাঁর হাত ধরে রোইং ফেডারেশনে কার্যনির্বাহী কমিটিতে জায়গা পান গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঠিকাদার ও তাঁর ভাগনে হাসান মোল্লাসহ অনেকে। ১৬ জুলাই ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হেলমেট পরা অবস্থায় পিস্তল হাতে গুলি চালাতে দেখা যায় রোইং ফেডারেশনের সদস্য হোসেন মোল্লাকে। পিস্তল হাতে গুলি করার এমন একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ৫ আগস্টের পর থেকে হোসেন মোল্লা পলাতক।’

মাকসুদ আলমের চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, ‘রোইং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন কেরানীগঞ্জের ৯৩ বছর বয়সী হাজি খোরশেদ আলম। নিজের পদ ধরে রাখার জন্য ইচ্ছামতো ক্লাব নিবন্ধন করিয়েছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। ৫৮টি ক্লাবের মধ্যে ১৫ থেকে ২০টি ছাড়া বাকিগুলোর অস্তিত্ব নেই।’ এসব বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে মোল্লা কাওসারের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। হাজি খোরশেদ আলমের ফোনও বন্ধ। তবে রোইং ফেডারেশের সহসভাপতি মোহাম্মদ মনিরুল আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘মাকসুদের এসব অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। ফেডারেশন থেকে কোনো সুবিধা নিতে পারেনি বলে সে এ ধরনের অভিযোগ করেছে।’

গত বছরের ১৪ এপ্রিল নববর্ষের দিন বাফুফের দুর্নীতি নিয়ে ফিফার একটি চিঠি বাংলাদেশের ফুটবলকে ছাপিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছিল পুরো ক্রীড়াঙ্গনকে

কাজী সালাহউদ্দিন

সালাম মুর্শেদী

আবু নাইম

সরকার কত টাকা দেয়

গত অর্থবছরে (১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩১ জুন ২০২৪) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ঢাকার ৫৫টি বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশনের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার মোট ৩৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ রেখেছিল। এর মধ্যে ক্রীড়া ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশনগুলো পেয়েছে প্রায় এর অর্ধেক। জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলো পেয়েছে ৩ থেকে ৮ লাখ টাকা। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলো ৫ থেকে ৭ লাখ। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলো সমান ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে।

বর্তমান অর্থ বছরে সব ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশন ও ক্রীড়া সংস্থাগুলোর জন্য মোট বরাদ্দ ১০ লাখ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এনএসসির অনুদানের খাত দুটি। একটি অফিস পরিচালন, অন্যটি প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলা আয়োজন। প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলা আয়োজনের জন্য বর্তমান অর্থবছরে একমাত্র আর্চারির জন্যই বরাদ্দ কোটি টাকার ওপরে (১ কোটি ২ লাখ টাকা)। বিস্ময়করভাবে আর্চারির পর দ্বিতীয় স্থানে আছে রোলার স্কেটিং ফেডারেশন। প্রশিক্ষণে ৫৭ লাখ আর খেলা আয়োজনে ৩৮ লাখ মিলিয়ে ৯৫ লাখ টাকা। কাবাডিতে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৮৬ লাখ টাকা। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারে বরাদ্দ ৭৪ লাখ ও ৭২ লাখ টাকা। অথচ দেশে ক্রিকেট ও ফুটবলের পর প্রধান খেলা হকি, শুটিং, দাবা, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসের মতো ফেডারেশনগুলোর জন্য এই খাতে বরাদ্দ ১০ থেকে ৩০ লাখ টাকার মধ্যে। প্রশিক্ষণের জন্য হকি পেয়েছে মাত্র ১১ লাখ! অথচ অপ্রচলিত খেলা ব্রিজের প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭ লাখ টাকা।

ফেডারেশনগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। পরের বছরের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করার শর্ত হিসেবে এনএসসিকে অর্থের হিসাব দেওয়ার নিয়ম ফেডারেশনগুলোর। তবে অন্য খাত থেকে হওয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হতো না। এনএসসি তা চায়ওনি। তবে অন্তবর্তীকালীন সরকার এনএসসি ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ড ও সংস্থাগুলোকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং নীরিক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

‘দুর্নীতির মহাসাগর’

১২ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সামনে এনেছেন আরেক দুর্নীতির প্রসঙ্গ। সেটি হলো জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কীভাবে বছরের পর বছর দোকান ভাড়া বাবদ কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। উপদেষ্টা বলেছেন, ‘এনএসসির অধীনে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের দোকান পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ২০ থেকে ২২ টাকা প্রতি বর্গফুট হিসাবে এনএসসির কাছে ভাড়া গেলেও সরেজমিনে জানতে পারলাম দোকানগুলো ১৭০ থেকে ২২০ টাকা প্রতি বর্গফুট ভাড়া দিচ্ছে। আমাদের সরকারি খাতায় এসব দোকানের ভাড়া প্রতি বর্গফুট ২৬ টাকা। অতিরিক্ত ভাড়াটা কোথায় যায়, এটা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। মনে হচ্ছে আমাকে দুর্নীতির মহাসাগরে ছেড়ে দিয়েছে।’

বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ার প্রস্তাবও এসেছে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

গত ৮-১৮ সেপ্টেম্বর দেশের ৪৪টি জেলা সফর করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা রক্ষাসহ বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব এসেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত জেলা পর্যায়ের মতবিনিময় সভাগুলোয়। এসব দাবি ও প্রস্তাব এক জায়গায় এনে এখন একটি প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা আলোচনা করে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করবেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা গত ৮-১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের ৪৪টি জেলা সফর করেছেন। এসব জেলায় 'গণ-অভ্যুত্থানের প্রেরণায় শহীদ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ছাত্র-নাগরিক মতবিনিময় সভা' শিরোনামে সভা হয়। প্রতিটি সভায় শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। সভায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়কদের কাছে রাষ্ট্র সংস্কারের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিজেদের নানা প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন।

জেলা পর্যায়ের মতবিনিময় সভা শেষে ২০ সেপ্টেম্বর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়কদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আরেকটি মতবিনিময় সভা করেন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কেরা। এই সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কীভাবে আরও সংগঠিত করা যায়, তা নিয়ে কথা হয়।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই আত্মপ্রকাশ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যা মূলত সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম। তবে এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও সক্রিয় ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়ক ১৫৮ জন। যাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রা গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি নামের একটি সংগঠনের সদস্য। অবশ্য ১৪ সেপ্টেম্বর ছাত্রশক্তির সব কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতন যে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হয়, তার নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দুজন—নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক। তাঁরা দুজন গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তিরও নেতা ছিলেন।

৪৪ জেলায় মতবিনিময়

৮ সেপ্টেম্বর থেকে পালাক্রমে দেশের আটটি বিভাগ সফর করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা। সফরের শুরু হয় মুন্সিগঞ্জে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে। সফর শেষ হয় ১৮ সেপ্টেম্বর শরীয়তপুরে। এর মধ্যে খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, বরগুনা, নাটোর, ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর—এই ছয় জেলায় মতবিনিময় সভায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি ও হট্টগোল হয়।

সমন্বয়কদের দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে নরসিংদীতে সভা স্থগিত করা হয়। হবিগঞ্জ ও বগুড়া জেলায় একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের বাধায় সভা পণ্ড হয়ে যায়। স্থানীয় সমন্বয়কদের দ্বন্দ্বে শেরপুরে সভা পণ্ড হয়। এ ছাড়া ময়মনসিংহে স্থানীয় সমন্বয়কদের বিরোধিতার কারণে সভায় যোগ দিতে পারেননি ঢাকা থেকে যাওয়া কেন্দ্রীয় সমন্বয়কেরা। বিচ্ছিন্ন এসব ঘটনার বাইরে প্রতিটি সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ রাষ্ট্র সংস্কারের পাশাপাশি নিজ এলাকার নানা সমস্যা ও সংকটের কথা তুলে ধরেন।

জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভায় অংশ নেওয়া পাঁচজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা বলেন, প্রায় প্রতিটি সভায় স্থানীয় সমস্যা হিসেবে চাঁদাবাজির বিষয়টি উঠে এসেছে। একইভাবে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার পরামর্শ এসেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়ে যাতে নতুন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠে, সেই প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন বহু মানুষ।

কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম সফর করেছেন খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায়। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, সবাই চাইছে পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে নতুন কিছু তৈরি হোক। দ্বিতীয় স্বাধীনতার অংশীজনদের সবাই চাইছেন দেশে আবার যেন আর কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি জন্ম নিতে না পারে।

> সবাই চাইছে পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে নতুন কিছু তৈরি হোক। দ্বিতীয় স্বাধীনতার অংশীজনদের সবাই চাইছেন দেশে আবার যেন আর কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি জন্ম নিতে না পারে।
>
> **নুসরাত তাবাসসুম**, কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

নানা ধরনের প্রত্যাশা

বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় সংবিধান সংশোধন-পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছে। একইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা রক্ষা করা, আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা, পুনর্বাসনসহ তাঁদের নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে কাজ করার পরামর্শ এসেছে মতবিনিময় সভাগুলোয়। এ ছাড়া চাঁদাবাজি বন্ধ, টেন্ডারবাজির রাজনীতির অবসান, শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারসহ স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়গুলো এসেছে।

মতবিনিময় সভাগুলো থেকে সবাই নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছে বলে জানান সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মতবিনিময় সভা করে আসা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির দুজন সমন্বয়ক *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলা পর্যায় থেকে উঠে আসা বক্তব্য ও প্রত্যাশাগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে এখন। জেলা সফর করে আসা সমন্বয়কদের আটটি দলের সদস্যরা শিগগিরই একসঙ্গে বসবেন। সেখানে আলোচনা করে মানুষের প্রত্যাশার বিষয়ে করণীয় ঠিক করা হবে।

সফরে রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক তারিকুল ইসলাম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কথা শুনে আমাদের মনে হয়েছে, মানুষ একটা বিকল্প শক্তি চাইছে।'

বিস্ফোরণের পর ট্যাংকার 'এমটি বাংলার জ্যোতি'। গতকাল দুপুরে পতেঙ্গার ডলফিন অয়েল জেটি এলাকায়। ছবি : সৌরভ দাশ

চট্টগ্রামে ট্যাংকারে বিস্ফোরণ থেকে আগুন, নিহত ৩

বিশেষ প্রতিনিধি, *চট্টগ্রাম*

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) তেল পরিবহনের ট্যাংকার 'এমটি বাংলার জ্যোতি'তে বিস্ফোরণ থেকে আগুনে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উড়ে আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

নিহত তিনজন হলেন ট্যাংকারটির ডেক ক্যাডেট সৌরভ কুমার সাহা, বিএসসির টেকনিশিয়ান নুরুল ইসলাম ও মো. হারুন। সৌরভ কুমার সাহা বরিশাল মেরিন একাডেমি থেকে পাস করেছেন। তাঁর বাড়ি ঝিনাইদহে। নিহত নুরুল ইসলামের বাড়ি চট্টগ্রামে। অপরজন মো. হারুনের বাড়ি কিশোরগঞ্জে। ট্যাংকারটিতে ৪২ জন নাবিক কর্মরত ছিলেন।

দুর্ঘটনার শিকার ট্যাংকার এমটি বাংলার জ্যোতি ৩৮ বছরের পুরোনো। বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজের তালিকায় সবচেয়ে পুরোনো দুটি ট্যাংকারের একটি বাংলার জ্যোতি। ট্যাংকারটি মূলত সাগরে নোঙর করে রাখা বড় জাহাজ থেকে জেটিতে তেল পরিবহন, অর্থাৎ লাইটারিং করে আসছে।

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে

ট্যাংকারটি কুতুবদিয়ায় নোঙর করে রাখা 'এমটি ওমেরা লিগ্যাসি' থেকে ১১ হাজার ৭১৬ টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের ডলফিন অয়েল জেটি-৭ এলাকায় নোঙর করে। সেখান থেকে পাইপলাইনে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে কিছু পরিমাণ তেল সরবরাহ করা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে হঠাৎই ট্যাংকারটির সামনের দিকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপরই আগুন ধরে যায়।

শিপিং করপোরেশনের কার্যালয়ে সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক সাংবাদিকদের বলেন, কিছু পরিমাণ তেল খালাসের পর হঠাৎ ট্যাংকারের সামনের অংশে বিস্ফোরণ ঘটে। যেখানে তেল ছিল সেখানে আগুন লাগেনি।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, বেলা দুইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

তদন্ত কমিটি

দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। এতে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শরীফ হাসনাতকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। কমিটিকে সোমবার রাতের মধ্যেই প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

বিপিসি ছাড়াও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

কিআর পৃথিবী অনেক বড়

আদনান মুকিত, *সহকারী সম্পাদক, কিশোর আলো*

'তুই এখনো *কিশোর আলো* করিস?'—বন্ধুদের এ কথা আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। *কিশোর আলোতে* যখন কাজ শুরু করেছি, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত হয় *কিশোর আলো* বা কিআ। এর আগে দুই নববর্ষে 'কিশোর' নামে দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। বর্তমান কিআর ভিত্তি ছিল সে দুটি। আমি যুক্ত ছিলাম দুটিতেই। সে হিসাবে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে এখনো আমি *কিশোর আলোর* সঙ্গে। বন্ধুদের বিস্ময় অস্বাভাবিক নয়। আমি তো বেড়েই উঠেছি কিআর সঙ্গে।

১১ বছর ধরে ছুটে চলা এই ম্যাগাজিনের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অসংখ্য শিশু-কিশোর-তরুণ। এখনো রাস্তায় হুট করে এসে কেউ বলে, 'চিনতে পারছেন না? আমি কিআতে আসতাম।' দীর্ঘ সময়ে কত শিশু-কিশোর কিআর সংস্পর্শে এসেছে, সবাইকে চেনা সম্ভব? অনেকের সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে শুনি, 'আমিও তো কিআ পড়তাম ছোটবেলায়।' এমন অসংখ্য পাঠক-স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে *কিশোর আলোর* সঙ্গে।

প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার পর পাঠকদের নিয়ে একটা সভা হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসেছিল সেখানে। 'কেমন কিআ চাই'—এ প্রসঙ্গে নানা মত দিয়েছিল তারা। এসেছিল দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আহমাদ মুদ্দাসসেরও। ২০২৩ সালে কিআর সহসম্পাদক হিসেবে যোগ দেয় সেই আহমাদ। ২০১৫ সালে ঢাকায় এসেছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তাঁর সাক্ষাৎকার নেবে কিআ। প্রশ্ন পাঠিয়েছিল সারা দেশের পাঠকেরা। প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত কিছু পাঠক সুযোগ পেয়েছিল অমর্ত্য সেনের সামনে গিয়ে প্রশ্ন করার। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হলো পরের মাসের কিআয়। সেখানে আহমাদের তিনটি প্রশ্ন নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু 'যাদের প্রশ্ন ছাপা হলো'—এই তালিকায় তার নামের বানান হলো ভুল। ছাপা হয়েছিল 'আহমেদ মুদাচ্ছের'। আমরা না জানলেও আহমাদ জানত এটা ভুল। কর্মী হিসেবে যোগ দেওয়ার পর সে নিজেই অনলাইনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ওর নামের বানান ঠিক করেছে!

কিআর স্বেচ্ছাসেবকেরা ছড়িয়ে আছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কেউ এখন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট, কেউ লেখক। সংগঠক, গবেষক, শিল্পী, ফিল্মমেকার, ফটোগ্রাফার—এমন নানা পেশায় নিয়োজিত তাঁরা। বিদেশে গিয়েও *কিশোর আলো* ছাড়তে পারেনি স্বেচ্ছাসেবক সরদার আকিব লতিফ, গোলাম মমীত কিংবা ফাহমিদা আলম। কিআর সব আয়োজনে রয়েছে তাদের অংশগ্রহণ। বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা কিআপ্রেমীদের দেখে মনে হয়, যথার্থই হয়েছে কিআর স্লোগান—

কিশোর আলো হাতে কিআড্ডায় পাঠকেরা। ছবি : আব্দুল ইলা

আমার পৃথিবী অনেক বড়।

আমাদের বিশ্বাস, শিশু-কিশোরদের কল্পনার পৃথিবী অনেক বড়। সেই কল্পনার জগৎটাকে তারা আবিষ্কার করুক, এটাই আমাদের চাওয়া। সে লক্ষ্যেই মাসিক ম্যাগাজিন থেকে কিশোর-তরুণদের একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে কিআ। আছে কিআ বুক ক্লাব, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব। এখানে এসে কত রকম কাজ যে করে ওরা। সরদার আকিব লতিফ যেমন জানতই না গ্রাফিকস ডিজাইনে ওর আগ্রহ আছে। কিআর অক্টোবর সংখ্যায় আকিব লিখেছে, 'ওয়েবসাইট সম্পর্কে শূন্য জ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করা আমার হাতে বছর তিনেক কিশোর আলো ডটকমের বেশ কিছু দায়িত্ব ছিল। প্রতিদিন শিখেছি কীভাবে নিজের বৃত্তের বাইরে গিয়েও কাজ করা যায়। কিআ হাত ধরে ধরে আমাকে শিখিয়েছে সব।' শিশু-কিশোরদের এই আত্মবিশ্বাসটাই আমরা দিতে চেয়েছিলাম। কিআ পড়ে কিংবা কিআর সংস্পর্শে এসে ওরা যেন বড় স্বপ্ন দেখতে পারে। করতে পারে বড় কিছু।

কিআর এই লম্বা ইনিংসের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান পাঠকদের। ভালোবাসা আর বকা দিয়ে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিআকে। 'এটা কী গল্প ছাপিয়েছ?', 'প্রচ্ছদ পছন্দ হয় নাই', 'এত ভুল কেন?'—এ রকম অসংখ্য চিঠি আর দাবি কিআর শক্তি। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা পড়ে যে বিস্মিত হই। কিআর প্রচ্ছদের নিচে একটা সময় টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন ছিল। কিছুদিন পর এল কলমের বিজ্ঞাপন। এক পাঠক লিখল, 'তুমি তো আগে দাঁত ব্রাশ করার কথা বলতে। ইদানীং আর বলছ না। তুমি কি ভেবেছ, আমাদের দাঁত ব্রাশ করা শেষ?'

অবদান আছে অভিভাবক-শিক্ষকদেরও। তাঁরা বাচ্চাদের হাতে কিআ তুলে দেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ লেখক, ছড়াকার, শিল্পীদের। তাঁদের অবদানে বর্ণিল হয়ে ওঠে কিআর পাতা। যদিও কিআপ্রেমীরা বলে, 'কিআ, বিজ্ঞাপন কম করো পিও।' কিন্তু আমরা জানি বিজ্ঞাপনদাতারা পাশে না থাকলে কিআ বের করা কতটা কঠিন হতো। ধন্যবাদ বিজ্ঞাপনদাতাদের।

সবার প্রচেষ্টায় এগোচ্ছে কিআ। এগোবে আরও অনেক দূর। বহু বছর পর কিআ অফিসে এসে দেখব, আমার চেয়ারে বসে আছে সদ্য কৈশোর পেরোনো কেউ, যার লেখা হয়তো আমিই ছেপেছিলাম। তীক্ষ্ণ চোখে সে বলবে, 'আপনাকেই তো খুঁজছিলাম, ২০২৪ সালে জুন মাসে আমার নাম ভুল ছেপেছিলেন কেন?'

আজকের আয়োজন

জন্মদিনে আজ ঢাকার কারওয়ান বাজারে *কিশোর আলোর* কার্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে ঘরোয়া একটি অনুষ্ঠান। যেখানে থাকবেন আমন্ত্রিত গুণীজন, লেখক, স্বেচ্ছাসেবক ও নিবন্ধিত পাঠকেরা। কেক কেটে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে। এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্লোগান—'আকাশের মতো বাধাহীন'। শিশু-কিশোরেরা সব বাধা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। আর তাদের পাশে থাকবে *কিশোর আলো*।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৫ আশ্বিন, ১৪৩১
২৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

☑ 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' কবে পালিত হয়?

উত্তর: ৩০ সেপ্টেম্বর।

☑ 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৪' এর প্রতিপাদ্য কী?

উত্তর: কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ।

☑ জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'ছানামুখী' মিষ্টির উৎপত্তি হয় কখন?

উত্তর: প্রায় ১৫০ বছর আগে।

☑ বাংলা একাডেমির পূর্বনাম কী?

উত্তর: বর্ধমান হাউস।

☑ কাসালং নদী কোন জেলায় অবস্থিত?

উত্তর: রাঙ্গামাটি।

☑ প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশের নাম কী?

উত্তর: ভারত।

☑ 'ক্রেটার' কী?

উত্তর: মহাকাশে কোন গ্রহ বা উপগ্রহের পৃষ্ঠে গ্রহানুর ধাক্কায় সৃষ্টি কোনো গর্ত।

৩০ সেপ্টেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৫৩	পুঁথি সংগ্রাহক ও লেখক আবদুল করিম মৃত্যুবরণ করেন।
১৮৭৫	উনিশ শতকে বাঙলার পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা প্যারীচরণ সরকার মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১২০৭	পারস্যের কবি জালালুদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৩৯	ব্রিটেনে পরিচয়পত্র প্রথা চালু হয়।
১৯৩৯	পোল্যান্ডের বিভক্তি স্বীকার করে জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তিতে উপনীত হয়।